বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী

শ্রীমুরারিলাল অধিকারী

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—

দীনহীন হরিদাস গোস্বামী

২৫শে বৈশাখ ১৩৩২

"জয় জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ।"

বিনীত নিবেদন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-গোবিন্দ ও শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দের কৃপায় পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন কার্য্য সমাধা হইল। বহুবিস্তৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য মন্থনে সঙ্কলিত গত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক বৈষ্ণব-ইতিহাস "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী" নামে ভূষিত হইয়া, শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীকর-কমলে অর্পিত হইল। অদোষদর্শী, কৃপাময় বৈষ্ণবগণ, মাদৃশ জীবাধমের দুঃসাহসিকতা, অবিমৃষ্যকারিতা, ও অনধিকার চর্চ্চা মার্জ্জনা করিবেন।

মাদৃশ অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, সাধন-ভজনহীন অভক্তের এই দুরূহ ও দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইবার কারণ কি, ইহা আমি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তবে, এতাবৎকাল বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবার অভিজ্ঞতায় এবং এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও সঙ্কলন-কালে, কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে এইমাত্র স্থির বুঝিয়াছি, যে, আমাদের প্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারসম্পর্কীয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন কার্য্যই, প্রেরণা ও শ্রীবৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত সাধিত হয় না। বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে, পদে পদে অতি আশ্চর্য্য ও অযাচিতভাবে বৈষ্ণব-কৃপারাশি লাভ করিয়া, এই বিশ্বাসে সমধিক আস্থাবান হইতে সমর্থ হইয়াছি।

বৈষ্ণব-সমাজের প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস সুচারুরূপে সঙ্কলন করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আমি এই কার্য্য-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না; তবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া, সেই অভাব দূরীকরণমানসে, গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব-সমাজের সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক ইতিহাসরূপে সজ্জিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ অতিক্রম করিয়া কোন স্থানেই কল্পিত মতের অনুসরণ করা হয় নাই। কাল-নির্ণয়

ব্যাপারে অধিকাংশস্থলেই অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বহু বিচার-সিদ্ধান্তের পর, এরূপ সাবধানতার সহিত এই কার্য্য করা হইয়াছে যে,প্রকৃত সময়ের সহিত আনুমানিক সময়ের স্থানে স্থানে পার্থক্য হইলেও, ব্যবধান অতি অল্পই হইবে।

এই শ্রেণীর গ্রন্থ কখনও প্রথম উদ্যমে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বৈষ্ণবের স্মরণীয় কতশত গুরুতর ব্যাপার ও কতশত সহস্র মহা-বৈষ্ণবের পবিত্র চরিত-কাহিনী যে এই গ্রন্থমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনন্ত বৈষ্ণব-তত্ত্ব-বারিধির তীরে বসিয়া কণামাত্র আস্বাদন অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে, গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাবয়বযুক্ত করিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুলতায় সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে অগৌণে পরবর্ত্তী সংস্করণে, অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এইরূপ আশা করি। শ্রীবৈষ্ণব-মণ্ডলের, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর ও সিদ্ধ-ভক্ত-বংশধর দিগের চরণপ্রান্তে আমার করযোড়ে নিবেদন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনী বা বৈষ্ণব-ঐতিহ্য-সংক্রান্ত যে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় তাঁহারা অল্পায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, কৃপা করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে, পরবর্ত্তী সংস্করণে, উহা গ্রন্থ-কলেবরে সন্নিবেশিত করা হইবে। গ্রন্থোক্ত বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণব ও বিষয়-নির্ব্বাচনে কোন উল্লেখযোগ্য পন্থার অনুসরণ করা হয় নাই। সাধ্যমত অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে, যেখানে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অনেক ভক্তের পরিচয় বহু চেষ্টার ফলে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, ইচ্ছাস্বত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী ও শ্রীপাট পানিহাটির বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক ভক্তবর শ্রীল অমূল্য ধন রায় ভট্ট মহাশয়দ্বয় এই গ্রন্থ রচনা-কালে আমাকে যেরূপ স্নেহ ও কৃপা করিয়াছেন, তাহা আমি জীবনে

ভুলিতে পারিব না। এই পুস্তকের অনেক কথা, রায় ভট্ট মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি কোনকালে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, শ্রীল দীনেশচন্দ্র ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী, শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভৃতি অনেক সহৃদয় মহাজনগণ নানাপ্রকার সাহায্যের দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমাকে প্রাচীন ও আধুনিক বহু গ্রন্থের অল্পবিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; স্থানাভাবে সকলগুলির নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। "আনন্দ বাজার বিষ্ণুপ্রিয়া" "গৌরাঙ্গ-সেবক," "ভক্তি", "বৈষ্ণব-সঙ্গিনী," "ভক্তি-প্রভা," "বীরভূমি", "বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" প্রভৃতি বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আধুনিক গ্রন্থমধ্যে গৌরধামগত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের "অমিয় নিমাই-চরিত," শ্রীল ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের "নবদ্বীপ-দর্পণ" ও "চিত্রাবলী," রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ও "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" এবং শ্রীযুক্ত পুলীন বিহারী দত্ত মহাশয়ের "বৃন্দাবন-কথা" নামক গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি চিরকাল ইঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা-ঋণ বহন করিব।

পরিশেষে নিবেদন,—এই গ্রন্থে বহু ভ্রম, প্রমাদ ও নানারূপ ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। কৃপাময় বৈষ্ণববৃন্দ তাহা কৃপা করিয়া প্রদর্শন করিলে এবং গ্রন্থোক্ত কোন কথা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে, পরবর্তী সংস্করণে অবনত-মস্তকে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। ইতি।

কলিকাতা,) "সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর"।

২৫শে বৈশাখ ১৩৩২।) শ্রীমুরারি লাল অধিকারী।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

ভূমিকা।

"বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী" বৈষ্ণব-জগতের ঐতিহাসিক-গ্রন্থের সূত্ররূপে এই প্রথম প্রকাশিত হইলেন। ইহা সুধু সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। প্রকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব ইতিহাস-তত্ত্ব জানিতে, আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে যে একটা প্রবল বাসনার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। ঐতিহাসিক সত্যের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব-চরিত্র অনুশীলন করিতে, ঐতিহ্য বিষয় লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মালোচনা করিতে এবং এই সূত্রে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের সমাদর করিতে, আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায় সবিশেষ সমুৎসুক। ইহা অনুভব করিয়াই সুচতুর ও সুযোগ্য গ্রন্থকার তাঁহার এই প্রথম বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে যত্নবান হইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা, শ্রমশীলতা এবং কার্য্য-তৎপরতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। সুযোগ্য গ্রন্থকার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইলেও, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বংশগত দীক্ষা, শিক্ষা ও সদাচারের বিন্দুমাত্রও অভাব নাই, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাঁহার এই প্রথম উদ্যম যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণই নাই, কারণ ইহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণার কার্য্য। সুযোগ্য গ্রন্থকার যে বৈষ্ণব-জগতে বৈষ্ণব-ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনীরূপ ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহা কালক্রমে প্রকাণ্ড অট্টালিকারূপে পরিনত হইবে, এবং তাহাতে ভবিষ্যতে বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থকারের আশ্রয়-স্থান হইবে।

বিধিবদ্ধ ধারাবাহিক বৈষ্ণব-ইতিহাসের যে প্রকৃত অভাব আছে, শিক্ষিত সুধী বৈষ্ণবগণ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিবেন। এই অভাবের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। বৈষ্ণব-গ্রন্থ সকলি ভক্তি-গ্রন্থ। বৈষ্ণব-জীবনী ও চরিতাখ্যান সকলি ভক্তের

ভক্তি-জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। জন্মমৃত্যুর সাল, তারিখ, বিস্তারিত বংশ-বিবরণ এবং অন্যান্য ভক্তিশূন্য শুষ্ক ঐতিহ্য কথার অবতারণা করিয়া ভক্ত-চরিত লিখিবার প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। ইহা আধুনিক প্রথা। ঐতিহাসিক কথাকে বৈষ্ণব মহাজনগণ "আনকথা" বলিয়া থাকেন, যথা—

"ছাড়িয়া চৈতন্য কথা, অন্য ইতিহাস বৃথা,
বলে যেই মুখে আগুন তার।" প্রেম-বিবর্ত্ত।

এরূপ অবস্থায়, বৈষ্ণব-ইতিহাসের কথা পুরাকালে প্রকৃত ভক্তসমাজে আদরনীয় ছিল না। তাই বলিয়া বৈষ্ণব-ইতিহাস যে একেবারে ছিলনা, একথা বলিতে পারা যায় না। আমাদের প্রাচীনকালের বৈষ্ণব-ইতিহাস যাহা কিছু আছে, তাহা ধারাবাহিক নহে, এবং আধুনিক হিসাবে সম্পূর্ণ নহে। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সকলেই যে উদাসীন ছিলেন, একথা বলাও সঙ্গত নহে। প্রেম-বিলাস, ভক্তি-রত্নাকর, অনুরাগ-বল্লী, অদ্বৈত-প্রকাশ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে তাহা বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক যুগের উপযোগী নহে এবং অসম্পূর্ণ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের রুচির উপযোগী বৈষ্ণব-ইতিহাসের অভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহাবাণী—

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥" চৈঃ ভাঃ

সম্পূর্ণভাবে সফল হইতেছে না। পৃথিবী বলিতে বঙ্গদেশ বুঝায় না, ভারতবর্ষও বুঝায় না। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য প্রদেশবাসী বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুশিক্ষিত সুধী লোক আছেন, যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণভিন্ন কোন কথাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা এবং তদ্দেশবাসী মনীষিগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পুণ্য চরিত্র এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক সত্যের

মধ্য দিয়া, আমাদিগকে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে সকল অনুসন্ধান ও প্রশ্নের সমাধান না করিতে পারিলে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উল্লিখিত মহাবাণী পূর্ণভাবে সফল হইবে না। এজন্যও এক্ষণে বিধিবদ্ধ ভাবে বৈষ্ণব ইতিহাস সঙ্কলনের প্রয়ো[illegible] হইয়াছে। এ পথের প্রথম পথিক শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার সঙ্কলিত বৈষ্ণব-ইতিহাস অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহা ১৩১২ সালে মুদ্রিত হয়, ইহাতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ধারাবাহিক নহে এবং বহু ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে সন্নিবেশিত বৈষ্ণব-কথা বৈষ্ণব-ইতিহাস নহে,—বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুযোগ্য গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রণয়ন এই প্রথম উদ্যম। এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থোক্ত মতের কোথাও অতিক্রম করেন নাই, এবং অভিনব কল্পিত পন্থাও অবলম্বন বা অনুসরণ করেন নাই। কাল-নির্ণয়ে, অনেক স্থলে তাঁহাকে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয় নাই এবং প্রকৃত কাল-ব্যবধান-সমস্যার মীমাংসার গোলযোগও হয় নাই। প্রকৃত বৈষ্ণব-ইতিহাসের অভাবে, আধুনিক বৈষ্ণব-চরিত ও ভক্ত-জীবনীগুলির মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক ভ্রম-প্রমাদ দোষ ঘটিয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ প্রকাশে সংশোধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। স্থানে স্থানে সুযোগ্য গ্রন্থকার বৈষ্ণবীয় ঘটনার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে, প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন মতের সুযুক্তিপূর্ণ বিচার ও মীমাংসা করিয়া সর্ব্বভাবে প্রমাণিত সত্য পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এই সকল বিচার ও মীমাংসার আনু-পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত, তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই বলিয়া, আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে বিচার-স্থলে তাহা তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিবেন।

সুযোগ্য গ্রন্থকারের বংশ-পরিচয় দিয়া, এই ক্ষুদ্র ভূমিকার উপসংহার

করিব। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমাধীন পাঁচতোপী গ্রামে শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্য-শাখা শ্রীশ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বংশে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের জন্ম। এই সিদ্ধ পুরুষের সেবিত শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রকট-কাল হইতে অন্যূন সার্দ্ধতিনশত বৎসরযাবৎ গ্রন্থকারের আলয়ে মহাসমারোহে ও অনুরাগের সহিত সেবিত হইয়া আসিতেছেন। গ্রন্থকারের পূজ্যপাদ পিতৃদেব নিত্যধামগত শ্রীনন্দদুলাল মহান্তঠাকুর মহাশয়ের নাম বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই পরম নৈষ্ঠিক আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণব শ্রীশ্রী বসু-জাহ্নবা-জনক শ্রীপাদ সূর্য্যদাস পণ্ডিত-বংশীয় মড়গ্রামবাসী গৌরধামগত শ্রীপাদ সিদ্ধ চৈতন্যচরণ গোস্বামীর দৌহিত্র ছিলেন। সুতরাং গ্রন্থকার শ্রীপাদ মুরারি লাল অধিকারী মহাশয় সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিখিবার উপযুক্ত এবং এইজন্যই পরম দয়াল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে কেশে ধরিয়া এই সুবৃহৎ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন।

যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারাই এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের শুভদৃষ্টি এই অযোগ্য জীবাধমের প্রতি পতিত হইল। বৈষ্ণবাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিলাম। যোগ্যতর বৈষ্ণব সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থের যথারীতি এবং যথাযোগ্য সমালোচনা করিবেন, যাহা দেখিয়া জীবাধম লেখকের শিক্ষা হইবে এবং মনে আনন্দ হইবে।

অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ,
শ্রীশ্রী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া কুঞ্জ।
১লা বৈশাখ, ১৩৩২ সাল।
গৌরাব্দ ৪৩৯

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—

দীনহীন হরিদাস গোস্বামী।

সূচী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তীকাল।

১ম পরিচ্ছেদ।

২য় পরিচ্ছেদ।

৩য় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকটকাল।

১ম পরিচ্ছেদ।

২য় পরিচ্ছেদ।

৩য় পরিচ্ছেদ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৫ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরৌ জয়তি।

মঙ্গলাচরণ।

—— ঃ*ঃ ——

১

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কলপ-তরু
অদভূত যাক পরকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমিরবর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরগতি অগতি অসতমতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল-ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

২

জয় নন্দ-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ, রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুর-রমণী-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা-কান্তি-কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন মঙ্গল, জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥

জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন, প্রেমবর্দ্ধন নবঘনরূপ
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ
জয় জয় সজ্জনগণ-ভয়-ভঞ্জন, গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥

৩

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে বৈসে যত মহাপ্রভুর গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ॥
হঞাছেন, হইবেন যত প্রভুর দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ॥
মহাপ্রভুর গণ যত পতিত পাবন।
এই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ ॥

শ্রীশ্রীগৌর-গণ

পঞ্চ-তত্ত্ব।

(গৌর-লীলায়)	কৃষ্ণ-লীলায়
১। ভক্তরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু	শ্রীকৃষ্ণ
২। ভক্তস্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু	শ্রীসঙ্কর্ষণ, বলদেব।
৩। ভক্তাবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু	শ্রীসদাশিব মহাবিষ্ণু
৪। ভক্তাখ্য শ্রীবাস পণ্ডিত	শ্রীনারদ।
৫। ভক্ত-শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত	শ্রীমতী রাধিকা।

অষ্ট প্রধান মহান্ত

(গৌর-লীলায়)	(কৃষ্ণ-লীলায়)
১। শ্রীস্বরূপ দামোদর	শ্রীললিতা।
২। শ্রীরায় রামানন্দ	শ্রীবিশাখা
৩। শ্রীসেন শিবানন্দ	শ্রীচিত্রা।
৪। শ্রীবসু রামানন্দ	শ্রীচম্পকলতা
৫। শ্রীমাধব ঘোষ	শ্রীতুঙ্গবিদ্যা
৬। শ্রীগোবিন্দানন্দ	শ্রীইন্দুরেখা
৭। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ	শ্রীরঙ্গদেবী
৮। শ্রীবাসুদেব ঘোষ	শ্রীসুদেবী

এতদ্ভিন্ন,

১। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত	সত্যভামা ও সরস্বতী
২। শ্রীগদাধর দাস	চন্দ্রকান্তি, শ্রীরাধাসুখের উদ্দীপন
৩। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর	মধুমতী সখী
৪। শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুর	বৃন্দাজী।

ছয় গোস্বামী।

(গৌর-লীলায়)	(কৃষ্ণ-লীলায়)
১। শ্রীসনাতন গোস্বামী	লবঙ্গ মঞ্জরী।
২। শ্রীরূপ গোস্বামী	রূপ মঞ্জরী।
৩। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী	রতি মঞ্জরী।
৪। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী	গুণ মঞ্জরী।
৫। শ্রীজীব গোস্বামী	বিলাস মঞ্জরী।
৬। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী	রস মঞ্জরী।

এতদ্ভিন্ন,

১। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী	মঞ্জুলালী মঞ্জরী।
২। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী	কস্তুরী মঞ্জরী।

দ্বাদশ গোপাল।

(গৌর-লীলায়)	(কৃষ্ণ লীলায়)
১। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর	শ্রীদাম।
২। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর	সুদাম।
৩। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত	বসুদাম।
৪। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত	সুবল।
৫। শ্রীকমলাকর পিপলাই	মহাবল।
৬। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	সুবাহু।
৭। শ্রীমহেশ পণ্ডিত	মহাবাহু।
৮। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর	স্তোককৃষ্ণ
৯। শ্রীপরমেশ্বর দাস	অর্জ্জুন।
১০। শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস ঠাকুর	লবঙ্গ।
১১। শ্রীপুরুষোত্তম নাগর	দাম।
১২। শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর	প্রবল।

চৌষট্টি মহান্ত।

(গৌর-লীলায়)		(কৃষ্ণ-লীলায়)
১।	শ্রীআচার্য্যরত্ন	রত্নরেখা।
২।	শ্রীরত্নগর্ভ ঠাকুর	রতিকলা।
৩।	শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য	সুভদ্রা।
৪।	শ্রীগোবিন্দ গরুড়	ভদ্ররেখা।
৫।	শ্রীমুকুন্দ দত্ত	সুমুখী।
৬।	শ্রীদামোদর পণ্ডিত	ধনিষ্ঠা।
৭।	শ্রীকৃষ্ণদাস	কলহংসী।
৮।	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঠাকুর	কলাপিনী।
৯।	শ্রীমাধবাচার্য্য	মাধবী।
১০।	শ্রীদ্বিজ শুভানন্দ	মালতী।
১১।	শ্রীরামচন্দ্র দত্ত	চন্দ্ররেখা।
১২।	শ্রীবাসুদেব দত্ত	কুঞ্জরী।
১৩।	শ্রীনন্দন আচার্য্য	হরিণী।
১৪।	শ্রীশঙ্কর ঠাকুর	চপলা।
১৫।	শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র	সুরভী।
১৬।	শ্রীসুদর্শন ঠাকুর	শুভাননা।
১৭।	শ্রীরাম পণ্ডিত	রসালিকা।
১৮।	শ্রীজগন্নাথ দাস	তিলকিনী।
১৯।	শ্রীজগদীশ ঠাকুর	সৌরসেনী।
২০।	শ্রীসদাশিব কবিরাজ	সুগন্ধিকা।
২১।	শ্রীরায় মুকুন্দ	কামিনী।
২২।	শ্রীমুকুন্দানন্দ ঠাকুর	কামনাগরী।
২৩।	শ্রীপুরন্দরাচার্য্য	নাগরী।

১৪।	শ্রীনারায়ণ বাচস্পতি	নাগবেলিকা।
১৫।	শ্রীমকরধ্বজ কর	কুরঙ্গাক্ষী।
১৬।	শ্রীদ্বিজ যদুনাথ	সুচরিতা।
১৭।	শ্রীমধু পণ্ডিত	মণ্ডলী।
১৮।	শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত	চন্দ্রিকা।
১৯।	শ্রীবিষ্ণুদাস	মণিকুণ্ডলা।
৩০।	শ্রীগোবিন্দাচার্য্য	চন্দ্রলতিকা।
৩১।	শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত	কন্দুকাক্ষী।
৩২।	শ্রীবলরাম দাস	সুমন্দিরা।
৩৩।	শ্রীমকরধ্বজ সেন	মঞ্জুমেধা।
৩৪।	শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি	সুমধুরা।
৩৫।	শ্রীগোবিন্দ ঠাকুর	সুমধ্যা।
৩৬।	শ্রীকবি কর্ণপূর	মধুরেক্ষণা।
৩৭।	শ্রীকান্ত ঠাকুর	তনুমধ্যা।
৩৮।	শ্রীমাধব পণ্ডিত	মধুস্যন্দা।
৩৯।	শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী	গুণচূড়া।
৪০।	শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য	বরাঙ্গদা।
৪১।	শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত পণ্ডিত	তুঙ্গভদ্রা।
৪২।	শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য	রসতুঙ্গা।
৪৩।	শ্রীজগদীশ পণ্ডিত	রঙ্গবাটি।
৪৪।	শ্রীবনমালী দাস	সুমঙ্গলা।
৪৫।	শ্রীধর পণ্ডিত	চিত্রলেখা।
৪৬।	শ্রীনাথ মিশ্র	বিচিত্রাঙ্গী।
৪৭।	শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত	মেদিনী।
৪৮।	শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী	মদনালসা।

৭।	শ্রীদামোদর ঠাকুর	শ্রীবাস।
৮।	শ্রীবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য	শুকদেব।
৯।	শ্রীবৃন্দাবন দাস	বেদব্যাস।
১০।	শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর	নান্দিমুখী।
১১।	শ্রীরঘুনন্দন	কন্দর্প।
১২।	শ্রীগোপীনাথ সিংহ	অক্রূর।
১৩।	শ্রীমুরারি ঠাকুর	বরুণ।
১৪।	শ্রীগোবিন্দ ঠাকুর	গরুড়।
১৫।	শ্রীপুণ্ডরিকাক্ষ ঠাকুর	বাল্মিকী।
১৬।	শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুর	প্রহ্লাদ।

ইত্যাদি।

অষ্ট কবিরাজ।

	(গৌর-লীলায়)	(কৃষ্ণ-লীলায়)
১।	শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ	সুলোচনা।
২।	শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ	ভাণ্ডোদরী।
৩।	শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ	গোপালী।
৪।	শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ	সুচাণ্ডকা।
৫।	শ্রীভগবান কবিরাজ	সরস্বতী।
৬।	শ্রীবল্লভীকান্ত কবিরাজ	বাগলা।
৭।	শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ	সুতারা।
৮।	শ্রীগোকুল কবিরাজ	অজ্ঞাত।

ছয় চক্রবর্তী।

১। শ্রীদাস চক্রবর্তী

২। শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী

৩। শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী।

৪। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী।

৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

৬। শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী।

"অনন্ত গৌরাঙ্গ-গুণ, কে গণিতে পারে।
কিঞ্চিৎ লিখিল, যাহা আচার্য্য প্রচারে॥"

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কাল।

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামানুজ, শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকট কাল।

—০—

শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজ স্বামীর আবির্ভাব। রামানুজ বা শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজ স্বামী, মাদ্রাজ হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে, পেরাম্বদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য এবং মাতার নাম কান্তিদেবী। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ, লক্ষ্মী ও নারায়ণ এবং ইঁহাদের সকল অবতারের, স্বতন্ত্র অথবা যুগল রূপের ভজনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের তিলকের বিশেষত্ব,—নাসিকামূল হইতে কেশপর্য্যন্ত দুইটি সমান্তর ঊর্দ্ধরেখা, উভয় নাসামূলের প্রান্তদ্বয় একটি সরল রেখাদ্বারা যোজিত এবং এই দুই ঊর্দ্ধরেখার মধ্যে পীত অথবা লোহিতবর্ণের আর একটি ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত। গলদেশে তুলসীর মালা এবং তুলসী কিম্বা পদ্মবীজের জপমালা। ভাগবত, বরাহ, গরুড়, পদ্ম, নারদীয় এবং বিষ্ণু পুরাণ ইঁহাদের প্রামাণিক, অবশিষ্ট পুরাণ অগ্রাহ্য। উড়িষ্যায় জগন্নাথ, হিমালয়ে বদরীনাথ, দাক্ষিণাত্যে

শক ৯৩৬ চৈত্র, শুক্লাপঞ্চমী বৃহস্পতিবার খৃঃ ১০১৪।

রঙ্গনাথ, বালজী, রামনাথ ও লক্ষ্মী এবং দ্বারকা প্রভৃতি নানাতীর্থে ইহাদের অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদায় সমধিক প্রবল।

মুসলমানকর্ত্তৃক শ্রীমথুরা-মণ্ডল লুণ্ঠন। গজনির সুলতান মামুদ মথুরা-পুরী লুণ্ঠন করেন। দেবমূর্ত্তি গুলিকে বন, কূপ, নদী, সরোবর কিম্বা মৃত্তিকামধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। তৎপর বহুকাল ব্রজমণ্ডল জনশূন্য জঙ্গল অবস্থায় পতিত ছিল। মুসলমান ও দস্যু-তস্কর-ভয়ে তীর্থ লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

শক ৯৩০, খৃঃ ১০১৮।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গে আগমন ও বাস। গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের (ব্রজলীলায় সুবাহু সখা) পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ দত্ত, অযোধ্যা প্রদেশ হইতে, বাণিজ্য করিবার জন্য বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র-তীরে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলালের পুত্র কবি উমাপতি ধর, গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। ভবেশ দত্তের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এবং কবি শ্রীজয়দেবের "গীতগোবিন্দের" গঙ্গা নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শক ৯৭৫ খৃঃ ১০৫৩।

শ্রীরামানুজ স্বামীর মতবাদ স্থাপন। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে, রামানুজ তাঁহার নূতন গুরু যমুনামুনির আদেশে, তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

শক ৯৮০-১০২০, খৃঃ ১০৫৮-৯৮.

এই সময় তিনি ত্রিচিনপল্লীর নিকট শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ১০১৩ শকে তিনি নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে, শৈব-ধর্ম্মানুরক্ত চোল-রাজের বিরাগভাজন হইয়া, হোশলরাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েন। তথায়

রাজা বিত্তিদেব বা বিষ্ণু-বর্দ্ধনকে স্বমতে আনয়ন করিয়া দীক্ষিত করেন। রামানুজের প্রচারিত বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বেদান্ত-সূত্র, ভগবদ্‌গীতা ও বেদান্ত-দীপ প্রধান। মহাজনগণ রামানুজকে শ্রীলক্ষ্মণাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণের সকলগুণই শ্রীরামানুজ স্বামীর চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল।

কবি শ্রীজয়দেব ঠাকুরের আবির্ভাব। বীরভূম জেলায় অজয় নদীর তীরে, কেন্দ্‌লি বা কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বাস ছিল। তিনি প্রথম জীবনে বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া নীলাচল যাত্রা করেন, তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে এক ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের আলয়ে আসিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করেন ও সুপ্রসিদ্ধ "গীত-গোবিন্দ" রচনা করেন। এই শ্রীগ্রন্থের দশম সর্গে, একটি পদমধ্যে "দেহি পদ-পল্লবমুদারং" অংশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বয়ং লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব ঠাকুরের স্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে, প্রতি বৎসর পৌষ মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। শ্রীজয়দেব ঠাকুর, গৌড়াধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

শক ১০২২-৫২, খৃঃ ১১০০-৩০।

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার। উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম, পুরীতে জগন্নাথ-দেবের বর্ত্তমান মন্দির সংস্কার করেন।

শক ১০৯৬, খৃঃ ১১৭৪।

মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। মধ্বাচার্য্য, দক্ষিণা-পথের মধ্যবর্ত্তী তুলব দেশে কল্যাণপুরম্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধেজি ভট্ট।

শক ১১২১। খৃঃ ১১৯৯।

মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীমধ্বাচার্য্য, সনক-কুলজাত অচ্যুত-প্রচনামক আচার্য্যের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।

শক ১১৩০, খৃঃ ১২০৮।

উদিপির মঠে আদি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। মধ্বাচার্য্য উদিপি, সুব্রহ্মণ্য, ও মধ্যতলে তিনটি মঠস্থাপন করিয়া, তিনটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উদিপিতে এক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ বাধিকাবিহীন, মন্থপাশধাবী শিশুকৃষ্ণমূর্ত্তি—প্রবাদ, ইহা আদি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দ্বারকায় স্থাপিত হন। কালে দ্বারকা সমুদ্র-মগ্ন হইলে এই মূর্ত্তি অদৃশ্য হন। বহুকাল পরে দ্বারকায় হরিচন্দন-পূর্ণ একখানি নৌকা উদিপির নিকট নদী-গর্ভে মগ্ন হয়, মধ্বাচার্য্য ধ্যানে জানিতে পারিয়া, ঐ শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন করাইয়া উদিপির মঠে স্থাপন করেন। এই উদিপি নগর দাক্ষিণাত্যের তুলব দেশে, সমুদ্র হইতে তিন মাইল অন্তরে পাপনাশিনী নদীর নিকট অবস্থিত। দক্ষিণদেশে এই মঠ অতিশয় প্রসিদ্ধ।

শক ১১৪০-৫০, খৃঃ ১২১৮-২৮।

মধ্বাচারীদিগের উদাসীন আচার্য্যগণ তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া সামান্য এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। ইঁহাদের তিলক শ্রীসম্প্রদায়ের মতই, তবে প্রভেদ এই যে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে রক্ত অথবা পীতবর্ণ ঊর্দ্ধরেখার পরিবর্ত্তে, ইঁহারা গন্ধ দ্রব্যের ভস্মদ্বারা ঐ স্থানে একটি সরল রেখাঙ্কিত করিয়া, তাহার শেষে পীতবর্ণ এক গোলাকার তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিষ্ণুকে বিশ্বের আদিকারণ শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করেন, জীব ও ভগবানের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করায় ইঁহারা দ্বৈত-বাদী নামে খ্যাত। ইঁহাদের দেবমন্দিরে নারায়ণের শ্রীবিগ্রহের সহিত শিব,

দুর্গা ও গণেশের মূর্ত্তিও রক্ষিত হইয়া যথাবিধি পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এবং মধ্বাচার্য্য হইতে সপ্তদশসংখ্যক, যথা। ১। মধ্বাচার্য্য, ২। পদ্মনাভ, ৩। নরহরি, ৪। অক্ষোভ, ৫। জয়তীর্থ, ৬। জ্ঞানসিন্ধু, ৭। মহানিধি, ৮। বিদ্যানিধি, ৯। রাজেন্দ্র, ১০। জয়ধর্ম্ম, ১১। পুরুষোত্তম, ১২। ব্রাহ্মণ, ১৩। ব্যাসতীর্থ, ১৪। লক্ষ্মীপতি, ১৫। মাধবেন্দ্রপুরী, ১৬। ঈশ্বরপুরী, ১৭। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

শ্রীবোপদেব গোস্বামীর আবির্ভাব। পিতা কেশব কবিরাজ। বোপদেব ধনেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং নিজাম রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) রাজা হিমাদ্রির সভায় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বোপদেব বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে মুগ্ধবোধ, মুক্তাফল, হরিলীলা ও কামধেনু কাব্য প্রসিদ্ধ।

শক ১১৮২, খৃঃ ১২৬০।

শ্রীপাট সাঁতিয়ায় শ্রীশ্রীমদন-মোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। বালেশ্বর জেলায়, ভদ্রকনগরের নিকটবর্ত্তী সাঁতিয়া গ্রামে, শ্রীযশোদা-নন্দন ন্যায়ালঙ্কার নামক ভক্ত, শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবৃন্দাবন যাইবার পথে, রায় রামানন্দ সহ ভদ্রকে আসিয়া এই মদনমোহন-মন্দিরে পাঁচ দিন ছিলেন। মন্দিরটি কালিন্দী নদীর উপরে, মহাপ্রভু যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন অদ্যাপিও সেই ঘাট "গৌরাঙ্গ-ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত যশোদা-নন্দনের বংশধর গঙ্গানারায়ণ বাচস্পতি, ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। মহাপ্রভু গঙ্গানারায়ণকে স্বীয় বস্ত্রদান করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরে ঐ শ্রীবস্ত্র অদ্যাপিও রক্ষিত হইতেছেন।

শক ১১৯৮, খৃঃ ১২৭৬।

প্রতিবৎসর হোরা পঞ্চমীতে, গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবোপলক্ষে, ঐ বস্ত্রখানি বাহির হইয়া থাকেন। ভদ্রক ষ্টেশন (বি, এন, আর) হইতে সাঁতিয়া প্রায় দুই ক্রোশ।

শক ১১৯৮,
খৃঃ ১২৭৬।

মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামানন্দ, শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের সময়।

শক ১২২০,
খৃঃ ১২৯৯*।

শ্রীরামানন্দ স্বামীর আবির্ভাব। রামানন্দী বা রামাইৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দ, প্রয়াগে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পুণ্যসদন (কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণ) মাতা সুশীলা। এই সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা এবং ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে সমধিক প্রবল। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী রামানন্দীদিগের আরাধ্য দেবতা। ইহাদের তিলক প্রায় রামানুজদিগেরই মত, কেবল ইহারা আপন রুচিমত উর্দ্ধরেখার মধ্যস্থ সরল রেখার বর্ণ ও আকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবির, রুইদাস ও সেন তিনটি পৃথক শাখা-সম্প্রদায় গঠন করেন।

শক ১২৯৬,
খৃঃ ১৩৭৪,

শ্রীবিদ্যাপতি কবির আবির্ভাব। মিথিলার অন্তর্গত বিসফী বা বিসপী গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। এই গ্রাম সীতামারি মহাকুমায় জারৈল পরগণার মধ্যবর্ত্তী কমলা নদীর তীরে। পিতা "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী"—লেখক গণপতি ঠাকুর (ব্রাহ্মণ)। বিদ্যাপতি মহারাজ শিব সিংহের সভাসদ্‌রূপে নিযুক্ত হন

এধং কালে "কবি-রঞ্জন" ও "কবি-কণ্ঠ-হার" দুইটি উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাপতি সুশ্রী পুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ কবি ছিলেন। দীর্ঘ জীবনেব পর সাহিটবাজিতপুর গ্রামে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। বিদ্যাপতিব পদাবলী জগদ্বিখ্যাত।

পদকর্ত্তা শ্রীচণ্ডীদাসের আবির্ভাব। পিতা ব্রাহ্মণ ভবানীচরণ ও মাতা ভৈবরীসুন্দবী। বাসস্থান, বীরভূম জেলান্তর্গত নান্নুব গ্রাম, লুপলাইন আহামদপুব ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল। চণ্ডীদাসের পিতা স্বগ্রামে বিশালাক্ষী দেবীব পূজক ছিলেন। চণ্ডীদাসও শৈশবাবস্থায় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। কালে বিশালাক্ষী দেবী চণ্ডীদাসকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তিনি গোপীভাবে সাধন করেন। চণ্ডীদাস চিরকুমার ছিলেন। নান্নুরের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে তেহাই গ্রামেব সনাতন ও লক্ষ্মী নামক রজক-দম্পতির কন্যা রজকিনী রামমণি বা রামী চণ্ডীদাসের ভজনের সঙ্গিনী ছিলেন। মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ গৌড় রাজ্য পরিদর্শনে আসিলে বিদ্যাপতি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

শক ১৩০৫, খৃঃ ১৩৮৩।

বিদ্যাপতিকে বিসফি গ্রাম দান। মিথিলাধিপতি শিবসিংহ এই সময় বিদ্যাপতিকে বিসফি গ্রাম দান করেন এবং এই বৎসরেই তিনি রাজ্যলাভ কবেন। বিদ্যাপতির বংশধরেরা এখন এই গ্রাম ত্যাগ কবিয়া সৌরাট গ্রামে বাস করিতেছেন।

শক ১৩২৩, খৃঃ ১৪০১।

শক ১৩৩২, ।

শ্রীরামানন্দের তিরোভাব

শ্রীপাট মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

ধ্রুবানন্দনামক জনৈক উদাসীন ভক্তকর্ত্তৃক মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ,

শক ১৩৪২, খৃঃ ১৪২০। সুভদ্রা ও বলরামবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ধ্রুবানন্দ পুরীধামে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলে, তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মে যে, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভুঞ্জাইবেন, কিন্তু পাণ্ডাগণ তাঁহাকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। ধ্রুবানন্দ ক্ষুণ্ণমনে সমুদ্রতীরে পড়িয়া থাকিলে, স্বপ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, ভাগীরথীতীরে মাহেশ গ্রামে বনভূমি কাটিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে আদেশ দেন। ধ্রুবানন্দ তদ্রূপ করেন ও পুনরায় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গঙ্গাজলোপরি ভাসমান তিন শ্রীমূর্ত্তি উঠাইয়া লইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর বৃদ্ধদশায় পুনরায় স্বপ্নাদেশ পাইয়া, শ্রীকমলাকর পিপলাইকে দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শক ১৩৫৫, খৃঃ ১৪৩৩। **চণ্ডীদাসের পদাবলী**। চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী রচনা সমাধা করেন। এই পদাবলীর সমষ্টি ৯৯৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও বৈষ্ণব-সম্মিলন।

শক ১৩৫৫, মাঘী শুক্লা সপ্তমী, খৃঃ ১৪৩৪। **শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব**। শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় গ্রামের দিব্যসিংহ রাজার মন্ত্রী ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুবের আচার্য্যের ঔরসে ও নাভা দেবীর গর্ভে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুর্ব্ব নাম কমলাক্ষ আচার্য্য। অদ্বৈতপ্রভু লাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীহট্ট জেলায় নবগ্রামে কিছুকাল বাস করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সীতা ও শ্রী

নাম্নী দুই স্ত্রী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশনামক পাঁচ পুত্র ছিলেন। অদ্বৈত-পরিবারভুক্ত বৈষ্ণবগণের তিলক বটপত্রের ন্যায়। অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীসদাশিব মহাবিষ্ণুর অবতার।

কবীর-পন্থী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কবীরের আবির্ভাব। ভক্তমালে লিখিত আছে, রামানন্দের বরে, বাল-বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে কবীরের জন্ম হয়।

শক ১৩৬২
খৃঃ ১৪৪০।

প্রচ্ছন্নভাবে প্রসূত শিশু পরিত্যক্ত হইলে, এক জোলা উহাকে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-সন্তানবৎ লালন-পালন করে। কবীর-পন্থীগণ সকল দেব-দেবী অপেক্ষা বিষ্ণুতে অধিক শ্রদ্ধাবান। মহান্তেরা মাথায় টুপী ব্যবহার করেন। ইঁহারা নাসিকায় চন্দনের বা গোপীচন্দনের তিলক সেবা এবং কণ্ঠে তুলসীর মালা ও তুলসীর জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কবীর রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন।

শ্রীশচী মাতার আবির্ভাব। শ্রীহট্ট জেলায় জয়পুর গ্রামে; পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। ইনি নবদ্বীপে, রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশের সমকালের একজন প্রধান অধ্যাপক।

শক ১৩৬৩,
খৃঃ ১৪৪১।

নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াপাড়ায় ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার দুই পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য এবং দুই কন্যা। শচী দেবী ব্রজলীলায় মাতা যশোমতী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ব্রজলীলায় সুমুখ গোপাল ছিলেন। শচী দেবীর মাতার নাম বিলাসনী, ইনি ব্রজলীলায় জটিলা ছিলেন।

শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। খুলনা জেলায় সাতখিরা মহকুমান্তর্গত বুঢন গ্রামে; পিতা সুমতি ঠাকুর, মাতা গৌরী দেবী। হরিদাস ঠাকুরের ছয়মাস বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, মাতা

শক ১৩৭১,
অগ্রহায়ণ,
খৃঃ ১৪৪৯।

স্বামীর অনুগমন করেন। প্রতিবেশী কোন মুসলমান এই অনাথ শিশুকে প্রতিপালিত করেন, এই জন্যই তিনি "যবন হরিদাস" নামে খ্যাত। হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর অনুগত ছিলেন। বুঢ়ন গ্রামে ও বৰ্দ্ধমান জেলান্তর্গত মেমারী রেল ষ্টেশনের সন্নিকট কুলীনগ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট আছে এবং শেষোক্ত স্থানে তাঁহার দেড়হস্ত পরিমিত দারুময় মূর্ত্তি আছেন। হরিদাস পূৰ্ব্ব লীলায় প্রহ্লাদ ছিলেন। চৈতন্য-মঙ্গলকার শ্রীজয়ানন্দের মতে হরিদাস ঠাকুরের "উজ্জলা মায়ের নাম বাপ মনোহর। স্বর্ণনদীতীরে ভাট কলাগাছি গ্রাম।"

শক ১৩৭৩, খৃঃ ১৪৫১। **দিল্লির বাদশাহ বল্লাল লোদীর** রাজ্যারম্ভ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও বিদ্যাপতি-মিলন।

শক ১৩৭৭, খৃঃ ১৪৫৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তীর্থ-ভ্রমণ করিবার পথে মিথিলায় উপস্থিত হন; পথে বৃক্ষতলে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সুমধুরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন করিতে শুনিয়া, তাঁহার সহিত আলাপে বিদ্যাপতি বলিয়া পরিচয় পান। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব, সুমধুর ভাষা ও প্রেম দর্শন করিয়া অদ্বৈত প্রভু মোহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীধর ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৩৮০-৮৫, খৃঃ ১৪৫৮-৬৩। ব্রজলীলায় চিত্রলেখা সখী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতিবেশী; তন্তুবায় পাড়ায় বাস। জাতি ব্রাহ্মণ, মতান্তরে গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ। শ্রীধর ঠাকুর থোড়, মোচা, কলারপাত ও খোলার ডোঙ্গাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম লইতেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ বাজারে শ্রীধরের সহিত খোলা কাড়াকাড়ি করিতেন।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের

জন্ম। নদীয়া জেলান্তর্গত চাকন্দীগ্রামে (কাটোয়ার ৬॥৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে)। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস-দর্শনে ইনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া, কয়েকদিবস কেবল "চৈতন্য" নামমাত্র উচ্চারণ করিতেন, সেইজন্য তাঁহাকে লোকে "চৈতন্যদাস" বলিত। কাটোয়ার সন্নিকট যাজিগ্রামে বলরাম আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমাবতার শ্রীনিবাসাচার্য্য এই দম্পতির পুত্র।

শক ১৩৮৭, খৃঃ ১৪৬৫।

উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৩৯১, খৃঃ ১৪৬৯।

শ্রীমুরারি গুপ্তের আবির্ভাব। মুরারি গুপ্তের বাটী শ্রীহট্টে ছিল, চিকিৎসা ব্যবসার জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ছিলেন। মুরারি "যোগবাশিষ্ঠ" পড়িতেন এবং ভগবানের সহিত জীবের অভেদ জ্ঞানের মতাবলম্বী থাকায়, নিমাই শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত অতঃপর শ্রীনিমাইয়ের বাল্য-লীলা লিখেন—তাহাকেই সুপ্রসিদ্ধ "মুরারির করচা" বলে। মুরারি শ্রীরামলীলায় হনুমান ছিলেন।

শক ১৩৯২, খৃঃ ১৪৭০।

শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব। পিতা নরনারায়ণ, জাতি বৈদ্য। মুকুন্দ তাৎকালিক গৌড়ের বাদশাহার গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর মুকুন্দ, কনিষ্ঠ নরহরিকে অধ্যায়ন জন্য নবদ্বীপে রাখিয়া গৌড়ে গমন করেন। ক্রমে নরহরি ও পরে মুকুন্দ নবদ্বীপে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। মুকুন্দ ব্রজ লীলায় "বৃন্দাদেবী" ছিলেন। ইহার পুত্র মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শক ১৩৯২।৯৩, খৃঃ ১৪৭০-৭১।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থ রচনারম্ভ। বর্দ্ধমান জেলায় মেমারী-সন্নিকট শ্রীপাট কুলীনগ্রামবাসী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-পার্ষদ বসু রামানন্দের পিতামহ মালাধর বসু গুণরাজ খান শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। এই অনুবাদ পয়ার গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"।

শক ১৩৯৫, খৃঃ ১৪৭৩।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। রাঢ় দেশে, বীরভূম জেলায় মল্লারপুর রেল ষ্টেশনের নিকট প্রাচীন একচক্রা গ্রামে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীমুকুন্দ বা হাড়ো ওঝার ঔরসে ও পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীবলরাম। মুকুন্দ ওঝা ও পদ্মাবতী যথাক্রমে ব্রজলীলায় বসুদেব ও রোহিণী।

শক ১৩৯৫, মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী, খৃঃ ১৪৭৩।

রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হিত হরিবংশের আবির্ভাব। পিতা কাশ্যপ গোত্রীয় গৌর-ব্রাহ্মণ ব্যাসমিশ্র, মাতা তারাদেবী। ব্যাসমিশ্র দিল্লীর বাদশাহের অধীনে রাজকার্য্য করিতেন এবং মথুরার নিকট বাদ গ্রামে বাস করিতেন। হিত হরিবংশ "রাধ-সুধা-নিধি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং "সেবা সখিবাণী" প্রভৃতি কতিপয় হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কিশোরী ভজন ও কাম সাধনা প্রণালী অনুসারে ভজনসাধন করিয়া থাকেন। গুজরাট, দিল্লী ও বোম্বাই অঞ্চলে ইঁহাদের অনেক ধনী শিষ্য আছেন।

শক ১৩৯৬, বৈশাখী, শুক্লা একাদশী, খৃঃ ১৪৭৪।

শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম "শঙ্করারণ্যপুরী" হইয়াছিল।

শক ১৩৯৭, খৃঃ ১৪৭৫।

গোপাল শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৩৯৮, খৃঃ ১৪৭৬।

ব্রজলীলায় সুদাম সখা। সুন্দরানন্দ মহাপ্রেমিক এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদমধ্যে প্রধান ছিলেন। ইনি জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটাইয়া ছিলেন এবং প্রেমোন্মত্তা-বস্থায় গঙ্গাগর্ভ হইতে কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ইঁহার শিষ্যগণ বনের বাঘ ধরিয়া আনিয়া কাণে হরিণাম দিয়া ছাড়িয়া দিতেন। শ্রীপাট, যশোহর জেলায় মহেশপুর। ই, বি, রেল মাজ্‌দিয়া ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্বে। প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন কেবলমাত্র জন্মভিটা। সুন্দরানন্দের স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ বিগ্রহ সয়দাবাদের গোস্বামীগণ স্থানান্তরিত করিলে, স্বপ্নাদেশে বর্ত্তমান দারুময় বিগ্রহ স্থাপিত হন। সুন্দরানন্দ চিরকুমার ছিলেন ; জ্ঞাতিবংশ আছেন।

শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৪০০, খৃঃ ১৪৭৮।

ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধিকার মধুমতী সখী। নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সহিত মিলিত হইয়া, নবীনকিশোর শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে নরহরি তাঁহার কুলশীল-মান-জীবন-যৌবন বিকাইয়া, তাঁহাকে নাগরীভাবে ভজন করিতে থাকেন। তিনি মহাপ্রভুকে কীর্ত্তনরঙ্গে রত বর্ত্তমান কলির পীতবর্ণ যুগাবতার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ-মন্ত্র প্রচলিত না থাকায়, এক নূতন কিশোর-গৌরাঙ্গ-মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কুলাই গ্রামনিবাসী দৈত্যারি ও কংসারি ঘোষ, স্বপ্নাদেশে তাঁহাদের বাটীর নিম্ববৃক্ষ হইতে তিনটি শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহাদের গুরুদেব নরহরি ঠাকুর মহাশয়কে প্রদান করেন। নরহরি উহা লইয়া, ছোট মূর্ত্তিটি শ্রীখণ্ডে নিজালয়ে, মধ্যমটি গঙ্গানগরে ও বড়টি কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। নরহরি শেষজীবনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজির শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, শ্রীগৌর-

বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, তাঁহার আদেশমত শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর (মতান্তরে তস্য পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুর) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ, কোন সময় কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েন, ঠিক বলা যায় না। নরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-বিষয়ক ছোট ছোট পদ রচনা করেন, ইহা হইতেই লীলারস কীর্ত্তনের "গৌর-চন্দ্রিকার" প্রথম সৃষ্টি। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ভাষায় বিস্তারিত লিখিয়া, বহুপ্রচার করিতে শ্রীনরহরি ঠাকুর ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ও পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ তাঁহার এই ইচ্ছা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। সরকার ঠাকুর শ্রীভক্তি-চন্দ্রিকা, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত, শ্রীচৈতন্য-সহস্রনাম, নামামৃত-সমুদ্র ও ভাবনামৃত নামক কয়েকখানি শ্রীগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। "ভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থে তিনি গৌর-মন্ত্রের ও সেবার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি "গৌর-মন্ত্রে" বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে "বড়ডাঙ্গা" নামক জঙ্গলময় স্থানে নরহরি ভজন করিতেন।

শ্রীনরহরি ঠাকুরের নীলাচলে অবস্থিতিকালে, লোকানন্দাচার্য্য নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া, গর্ব্বোক্তি করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট লোকানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মহাপ্রভুর আদেশে, নরহরির সহিত বিচারে এই পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন ও তদ্দণ্ডেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। এই লোকানন্দাচার্য্যই পরে "ভক্তিসার-সমুচ্চয়" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শক ১৪০০, খৃঃ ১৪৭৮। **গোপাল শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের আবির্ভাব।** ইনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীদাম সখা ও শ্রীরামলীলায় ভরত ছিলেন। অভিরাম, রাম, রামদাস ও রামসুন্দর

নামে পরিচিত। পত্নীর নাম মালতী দেবী। "অভিরাম-লীলামৃতে" লিখিত আছে, ইনি এবং ইঁহার পত্নী জন্মগ্রহণ না করিয়াই, একেবারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যোগদান করেন। কিন্তু "ভক্তি-রত্নাকরে" তাঁহার বিপ্রগৃহে জন্ম ও বিপ্রকন্যার পাণিগ্রহণের কথা উল্লেখ আছে। অভিরাম বড়ই তেজস্বী ছিলেন; তাঁহার প্রণাম কেহ সহ্য করিতে পারিত না। প্রকৃত শালগ্রাম শিলা ও দেব-বিগ্রহ ভিন্ন অন্য বিগ্রহ তাঁহার প্রণামে চূর্ণ হইয়া যাইতেন। তাঁহার হস্তে "জয়মঙ্গল" নামে একগাছি চাবুক সর্ব্বদা থাকিত এবং ইহা দ্বারা তিনি যাঁহাকে আঘাত করিতেন তাঁহারই প্রেম লাভ হইত। "অভিরাম-লীলামৃত" ও "অভিরাম-পটল" গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর। জেলা হুগলী, সবডিভিসন্ আরামবাগ, ডাকঘর লাঙ্গুলপাড়া। হাওড়া-আমতা লাইট রেল চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ, মদন মোহন, বলরাম এবং ব্রজ বল্লভ যুগলমূর্ত্তি শ্রীপাটে বিরাজিত আছেন। অভিরাম ঠাকুরের নৃত্যাবেশ মূর্ত্তি বিগ্রহও পূজিত হইতেছেন। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে উৎসব হইয়া থাকে।

রুদ্র বা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক

শক ১৪০১, খৃঃ ১৪৭৯।

বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব। পিতা বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণভট্ট। জন্মস্থান বারাণসীর নিকট চম্পকারণ্য। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে দর্শন দিয়া বালগোপাল সেবা প্রচার করিতে আদেশ দেন। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-আবিষ্কৃত গোবর্দ্ধননাথ বিগ্রহ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের নাথদ্বারে নীত হইলে, এই বিগ্রহের নাম শ্রীনাথজীনাথ হয়। এই শ্রীবিগ্রহ ও তীর্থস্থান এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের প্রধানতীর্থ। ইহা ব্যতীত, কোটা,

বারাণসী, সুরাট, কাম্যবন, মথুরা ও গোকুলে ইঁহাদের আরও ছয়টি মঠ আছে। বৈষ্ণবেরা অতিশয় বিষয়ী ও ভোগ-বিলাস প্রিয়; ইঁহারা ললাটে দুইটি সমান্তর উর্দ্ধরেখাঙ্কিত করিয়া নাসামূলের প্রান্তদ্বয় এক বক্ররেখা দ্বারা মিলিত করিয়া দেন ও দুই রেখার মধ্যে একটি রক্তবর্ণ তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। "শ্রীকৃষ্ণ" ও "জয়গোপাল" ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন বাক্য। বল্লভাচার্য্য শেষজীবনে নীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট আসিয়া, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

শক ১৪০০, খৃঃ ১৪৭৯।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমণ্ডলে গোবর্দ্ধনসমীপে মানসগঙ্গা সরোবরের নিকট বনমধ্য হইতে শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহ আবিষ্কার করেন ও পাহাড়ের উপর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীশ্রীগোপালের জন্য চন্দন আনিতে মাধবেন্দ্র দক্ষিণ দেশে যান; প্রত্যাগমনকালে রেমুনায় শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে আসিলে, ঠাকুর মাধবেন্দ্রের জন্য বস্ত্রাঞ্চলে ক্ষীরভাণ্ড লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অবধি এই ঠাকুরের নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" হইয়াছে। অতঃপর মাধবেন্দ্রপুরী স্বপ্নাদেশ পাইয়া এই স্থানেই রহিয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থ রচনা শেষ। কুলীনগ্রাম

শক ১৪০২, খৃঃ ১৪৮০।

বাসী মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্তঠাকুরের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় সুবাহু সখা। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী,

শক ১৪০৩, খৃঃ ১৪৮১।

জাতি সুবর্ণ বণিক। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কাটোয়ার দুই মাইল উত্তর নৈহাটি বা নবহট্ট গ্রামের নৈরাজার দেওয়ান

ছিলেন; নৈহাটির সন্নিকটে দত্তঠাকুরের বাসস্থান "উদ্ধারণ-পুর" নামে পল্লী আছে। দত্তঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই শ্রীপাটের নিতাই গৌর বিগ্রহ বর্ত্তমানে বনয়ারীবাদের (৪ মাইল পশ্চিম) রাজবাটীতে আছেন। উদ্ধারণপুরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আগমনস্মৃতি উপলক্ষে, প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে এক মেলা হইয়া থাকে—ঐ সময় এই শ্রীবিগ্রহ উদ্ধারণ-পুরে নীত হইয়া থাকেন। দত্তঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ ছিলেন।

শ্রীপাট সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ; জেলা হুগলী। ই, আই, আর ত্রিশ-বিঘা ষ্টেশনের আধমাইল পশ্চিম। শ্রীষড়ভুজ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ শ্রীপাটে বিরাজিত আছেন।

শক ১৪০৪, খৃঃ ১৪৮২, **গৌড়ের বাদশাহ জালালুদ্দিন ফতে শাহার** রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪০৪, খৃঃ ১৪৮২, **শ্রীসনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব**। ব্রজলীলায় লবঙ্গমঞ্জরী। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ বঙ্গদেশে আসিয়া কাটোয়া সন্নিকট নৈহাটিতে বাস করেন। ইঁহার পৌত্র কুমার দেব, বরিশাল জেলায় বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে ও যশোহর জেলায় ফতেয়াবাদে দুইটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দুই স্থানেই বাস করিতেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও তাঁহাদের সহোদর বল্লভ (অনুপম) গৌড় রাজধানী বর্ত্তমান মালদহের নিকটবর্ত্তী "রামকেলী" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। গৌড়বাদশাহ হোসেন সাহ, ইঁহাদের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, সনাতনকে প্রধান মন্ত্রী ও রূপকে তদীয় সহকারী করিয়া যথাক্রমে "দবির খাস" ও "সাকর মল্লিক" উপাধি দেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি ইঁহাদের দীক্ষাগুরু

ছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শাস্ত্রপ্রকাশ করিতে কৃপাদেশ করিলে, প্রথমে রূপ ও পরে সনাতন শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। মহাপ্রভু রূপকে প্রয়াগে ও সনাতনকে কাশীতে কিছুকাল নিকটে রাখিয়া, শক্তিসঞ্চার করেন ও তাঁহার ধর্ম্মের মুখ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেন। ফলে, ইঁহারা বৃন্দাবনে থাকিয়া বহু ভক্তি ও রস-শাস্ত্র প্রণয়ন ও শ্রীবিগ্রহাদি প্রকাশ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ—১। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস (শ্রীগোপাল ভট্টের সহিত), ২। ভাগবতামৃত, ৩। দশম চরিত, ৪। রসময় কলিকা, ৫। বৈষ্ণবতোষিণী টীকা, ৬। দিক্ প্রদর্শনীটীকা। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু সুললিত রস-কীর্ত্তনের পদ প্রণয়ন করেন।

শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শচীমাতার শ্রীহট্ট গমন।

শক ১৪০৬, খৃঃ ১৪৮৪, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পিতামাতাদর্শন জন্য সস্ত্রীক শ্রীহট্টে গমন করেন।

শ্রীশচীমাতার গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবেশ।

শক ১৪০৬, মাঘ খৃঃ ১৪৮৫,

গোপাল শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব।

শক ১৪০৬, চৈত্র, শুক্লাপঞ্চমী খৃঃ ১৪৮৫, ব্রজলীলায় বসুদাম সখা। জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলায় জাড়-গ্রামে। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী; স্ত্রী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া। যৌবনেই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় শীতলগ্রামে ও সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করেন এবং পরে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বীরভূম জেলায় বোলপুর ষ্টেশনের ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে জলন্দী গ্রামে শ্রীবিগ্রহ সেবা-প্রকাশ

করিয়া পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা-প্রকাশ করেন। এই স্থানেই তাঁহার লীলাবসান হয়—সমাধি আছেন।

শ্রীপাট শীতলগ্রাম—বৰ্দ্ধমান জেলা, কাটোয়া মহকুমা; পোঃ ও রেল ষ্টেশন কৈচর। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীগোপীনাথ, শ্রীদামোদর, ও শ্রীনিতাই গৌর। মাঘ মাসের ১৪ই তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীপাট সাঁচড়া-পাঁচড়া—বৰ্দ্ধমান জেলা; মেমারি ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ।

শ্রীশচীদেবীর নবদ্বীপে প্রত্যাগমন। শ্রীশচীদেবী গর্ভাবস্থায়, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

শক ১৪০৭, আষাঢ়
খৃঃ ১৪৮৫

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গৃহত্যাগ। তাঁহার পিত্রালয়ে, একজন সন্ন্যাসী আতিথিরূপে আগমন করিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষাস্বরূপ সঙ্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দপ্রভুকে বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া তথায় অদৃশ্য হন।

শক ১৪০৭,
খৃঃ ১৪৮৫,

গোপাল শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় সুবল সখা। নবদ্বীপসন্নিকট শালিগ্রাম নিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীকংসারি মিশ্র ও তাঁহার পত্নী কমলা দেবীর ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য; ইঁহারা সকলেই নিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ। গৌরীদাস অম্বিকা-কালনায় আসিয়া বাস করিয়া শ্রীমতী বিমলাদেবীকে বিবাহ করেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, একখানি নৌকা বাহিবার বৈঠা দিয়া, গৌরীদাসকে শক্তিসঞ্চার করিয়া ছিলেন। এই বৈঠা ও মহাপ্রভুর স্বহস্তের লিখিত একখানি গীতা গ্রন্থ অদ্যাপি শ্রীপাটে আছেন। সন্ন্যাসের পরে অদ্বৈতাচার্য্য-

শক ১৪০৭,
খৃঃ ১৪৮৫,

লয়ে অবস্থিতি কালে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দসঙ্গে গৌরীদাসালয়ে আসিয়া, "নিতাই-গৌর" বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া যান; অদ্বৈতাচার্য্য-পুত্র অচ্যুতানন্দ পিতৃআজ্ঞায় দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে এই শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটের নিকটেই সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। ইঁহার দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাঠাকুরাণীকে নিত্যানন্দপ্রভু বিবাহ করেন। কালনা, বর্দ্ধমান জেলার একটি মহকুমা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর আবির্ভাব। ব্রজলীলায় শ্রীরূপ মঞ্জরী। বিস্তারিত বিবরণ শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তি কালে দেওয়া হইয়াছে।

শক ১৪০৭,
খৃঃ ১৪৮৫,

শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ। উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, লঘু ভাগবতামৃত, শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ-দীপিকা, ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলিকৌমুদী, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, শ্রীরূপ-চিন্তামণি, প্রেমেন্দু সাগর, প্রেমেন্দু-কারিকা, স্তবমালা, উদ্ধবদূত প্রভৃতি।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব। ব্রজলীলায় শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী। যশোহর জেলায় তালখাড় গ্রাম নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। লোকনাথ গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত শান্তিপুরে ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের অল্পপূর্ব্বে, তাঁহার আদেশে, লোকনাথ শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দীক্ষাদান করেন।

শক ১৪০৭,
খৃঃ ১৪৮৫,

শ্রীহিত-হরিবংশের বিবাহ। রাধাবল্লভীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হিত-হরিবংশের রুক্মিণী নাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ হয়।

শক ১৪০৭,
খৃঃ ১৪৮৫,

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রকটকাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনিমাইয়ের গয়াযাত্রার পূর্ব্ববর্ত্তীকাল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাব।

শক ১৪০৭, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যার পর। খৃঃ ১৪৮৬।

"সিংহরাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব শুভক্ষণ॥

জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, এরূপ "সর্ব্ব শুভক্ষণ" হওয়া খুব দুর্ঘট। প্রভু চতুর্দ্দশ মাসকাল গর্ভবাসে থাকিয়া, আবির্ভাব কালে গ্রহণোপলক্ষে বিশ্বব্যাপী হরিধ্বনির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

শক ১৪০৯, বৈশাখী অমাবস্যা। খৃঃ ১৪৮৭

ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীধাম নবদ্বীপমধ্যস্থ চাঁপাহাটি গ্রামে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতী দেবীর গর্ভে গদাধর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। মাধব মিশ্রের দুই পুত্র বাণীনাথ ও গদাধর। গদাধর চিরকুমার ছিলেন, বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গদাধরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদি মহকুমাধীন ভরতপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাহার বংশধর গোস্বামীগণ অদ্যাপি এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ভরতপুর "পণ্ডিত গোস্বামীর পাট" বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত গোস্বামী এখানে মধ্যে মধ্যে আগমন করিয়া, শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র গৌর-গদাধর-গত-প্রাণ নয়নানন্দের নিকট অবশ্যই বাস করিয়া থাকিবেন। এই শ্রীপাটে পণ্ডিত গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত একখানি গীতাগ্রন্থ ও তন্মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর বিদ্যমান আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীপাটে কোনও সময় শুভাগমনের প্রবাদ আছে। প্রথমবার শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার পথে, কানাইনাটশালা হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়, মহাপ্রভুর এখানে শুভাগমন হইয়া থাকা সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়া মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার অল্প পরে, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নীলাচল গমন করেন ও তথায় সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়া শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং লীলাবসান পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিয়া যান।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম শ্রীহট্টে হইয়াছিল এবং দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা জেলায় বেলেটি গ্রামে ছিলেন।

"বাল্যলীলা-সূত্র" গ্রন্থরচনা। শ্রীহট্টের প্রাচীন লাউড়রাজ্যের রাজা দিব্যসিংহ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যলীলাবিষয়ক "বাল্যলীলা-সূত্র" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য এই রাজার মন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈত প্রভু বাল্যকালেই জন্মভূমি লাউড় পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গমন করেন। রাজা দিব্যসিংহ শাক্ত ছিলেন; বৃদ্ধ বয়সে কাশী যাইবার পথে, শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন ও পরে "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে বিখ্যাত ভক্ত হন।

শক ১৪০৯,
খৃঃ ১৪৮৭,

গৌড়বাদসাহ ফিরোজ শাহ। গৌড় বাদসাহ জালালুদ্দিনের রাজ্যশেষ ও ফিরোজ শাহের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪০৯,
খৃঃ ১৪৮৭,

দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দর লোদী। দিল্লীর বাদশাহ বল্লাল লোদীর রাজ্যশেষ ও সেকেন্দর লোদীর রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪১০,
খৃঃ ১৪৮৮,

গৌড়বাদসাহ নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ। গৌড় বাদশাহ ফিরোজ সাহার রাজ্যশেষ ও নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহার রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪১১,
খৃঃ ১৪৮৯,

গৌড়বাদশাহ সমসুদ্দীন মজাফর সাহ। নাসিরুদ্দিনের রাজ্যশেষ ও সমসুদ্দীন মজাফর সাহার রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪১২
খৃঃ ১৪৯০

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ও তাঁহার মাতুলতনয় লোকনাথ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রয় করেন। বিশ্বরূপ ও লোকনাথ সমপাঠী ও সমবয়স্ক ছিলেন। দুইজনে রাত্রিতে জগন্নাথালয়ে শয়ন করিয়া থাকিয়া, রাত্রির শেষভাগে গোপনে গৃহত্যাগ করেন ও সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়া নিরুদ্দেশ হন। বিশ্বরূপ পুরীসম্প্রদায়ী এক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র ও "শঙ্করাণ্যপুরী" নাম গ্রহণ করেন। লোকনাথ, বিশ্বরূপের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ডকমণ্ডলুধারী হন।

শক ১৪১৩,
শীতকাল
খৃঃ ১৪৯১,

গোপাল শ্রীকমলাকর পিপলাইয়ের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় মহাবল সখা। জন্মস্থান সুন্দরবনের নিকট খালিজুলী নামক স্থান। ইঁহার পিতা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং অতিশয় ধনবান জমীদার ছিলেন। কমলাকর বাল্যেই

শক ১৪১৪,
খৃঃ ১৪৯২,

সংসার ত্যাগ করেন ও পরে শ্রীপাট মাহেশে আসিলে, তথাকার শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ধ্রুবানন্দ, স্বপ্নাদেশে কমলাকরকে শ্রীবিগ্রহাদির সেবার ভারার্পন করেন। কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতিও ভ্রাতার অনুসরণ করিয়া মাহেশে আসিয়া বাস করেন। কমলাকরের কন্যা রাধারাণী ও নিধিপতির কন্যা রমাদেবীকে যথাক্রমে খড়দহনিবাসী কামদেব পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিতদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করা হয়। ইঁহারাই কমলাকরকে অনুরোধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে খড়দহে আনয়ন করেন। এই কামদেব পণ্ডিতের প্রপৌত্র চাঁদ শর্ম্মা যশোহর নগরের প্রতাপাদিত্য রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। মানসিংহ যখন ঐ নগর ধ্বংশ করিয়া, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সেই সময় চাঁদ শর্ম্মা উক্ত রাজার শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামক শ্রীবিগ্রহ খড়দহে লইয়া আসিয়া তথায় স্থাপিত করেন।

সংকীর্ত্তনে সকলের অশ্রু হইত, কিন্তু কমলাকরের তাহা না হওয়ায়, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া একদিন সংকীর্ত্তনকালে নয়নে পিপ্‌লীচুর্ণ দিয়া অশ্রু বাহির করিয়াছিলেন—সেইজন্য মহাপ্রভু ইঁহার নাম পিপলাই রাখিয়া ছিলেন। কমলাকর নিত্যানন্দশাখা ও পার্ষদ।

শ্রীপাট মাহেশ। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সবডিভিশনের দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার ধারে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তি এবং শিলা। এস্থানের রথযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রধান উৎসব। এই উৎসবে পূর্ব্বে সমুদয় গোপালগণ একত্র হইতেন বলিয়া, মাহেশের রথযাত্রাকে "দ্বাদশ গোপালের পার্ব্বণ" বলিয়া থাকে।

গোপাল শ্রীমহেশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।

শক ১৪১৪ খৃঃ ১৪৯২ ব্রজের মহাবাহু সখা। জন্মস্থান ও পূর্ব্ববাস শ্রীহট্ট। পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কমলাক্ষ, মাতা ভাগ্যবতী।

নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী। ইঁহারা দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ জগদীশ ও কনিষ্ঠ মহেশ। জগদীশের স্ত্রী দুখিনী ও শ্রীশচীদেবীর মধ্যে অতিশয় প্রণয় ছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচল যাইবেন এই সংবাদে, জগদীশ প্রেমোন্মাদে নীলাচল হইতে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ নদীয়ায় আনয়ন করিতে যান—ইচ্ছা, তাহা হইলে আর প্রভু নীলাচল যাইবেন না। নীলাচলে "বৈকুণ্ঠ" হইতে শ্রীবিগ্রহ লইয়া আসিয়া, জগদীশ নবদ্বীপ সন্নিকট যশড়া গ্রামে স্থাপিত করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে শান্তিপুর অদ্বৈতালয় হইতে শ্রীনিত্যানন্দসহ যশড়ায় জগদীশালয়ে শুভাগমন করিলে, নিতাই মহেশ পণ্ডিতকে দীক্ষা দান করিয়া নিজ পার্ষদভুক্ত করিয়া লয়েন। নিত্যানন্দ প্রভুর খড়দহে শ্রীপাট স্থাপনের পর, মহেশ পণ্ডিত যশড়ার নিকট গঙ্গাতীরে মসিপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

শ্রীপাট। প্রথমে চাক্‌দহর নিকট মসিপুর, পরে সরডাঙ্গা। ১২৫৭ সালে এই গ্রামও গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইলে, পালপাড়া গ্রামে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পালপাড়া, ই, বি, রেলের চাকদহ ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দক্ষিণ। শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও মদনমোহন বিগ্রহ। জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট যশড়া, চাকদহ ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাবল্লভ জীউ ও গৌর নিতাই শ্রীবিগ্রহ আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে "জগদীশকুঞ্জে" জগদীশের সমাধি ও শ্রীনৃত্যগোপাল শ্রীবিগ্রহ আছেন।

শক ১৪১৪,
খৃঃ ১৪৯২,

"অদ্বৈত-প্রকাশ"-প্রণেতা শ্রীঈশান নাগর ঠাকুরের আবির্ভাব। ঈশানের শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈশান, মহাপ্রভুর চরণ

ধৌত করিতে গেলে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ বলিয়া বাধা দেন, ঈশান তৎক্ষণাৎ নিজ উপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেন। অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে মহাপ্রভু অনুমতি দিলে, ঈশান "গৌর-রাঙ্গা-পাদপদ্ম অতি সুকোমল" চরণখানি ধরিয়া ধৌত করিয়াছিলেন।

শক ১৪১৪,
খৃঃ ১৪৯২,

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের আবির্ভাব। অচ্যুতানন্দ চিরকুমার ছিলেন এবং কার্ত্তিকেয়ের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের মধ্যে অচ্যুতের মতই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য— "অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সারে"।

শক ১৪১৫,
খৃঃ ১৪৯৩,

শ্রীবিশ্বরূপ-বিজয়। পুণা নগরের নিকট পাণ্ডপুর গ্রামে, শ্রীবিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে অদর্শন হয়েন।

শক ১৪১৫,
খৃঃ ১৪৯৩,

গৌড় বাদশাহ হোসেন সাহ। গৌড়ের বাদশাহ্ মজফর সাহার রাজ্য শেষ ও আলাউদ্দিন হোসেন সাহার রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪১৫-২০
খৃঃ ১৪৯৩-৯৮

গোপাল শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের আবির্ভাব। ব্রজের প্রবল সখা। শ্রীধাম নবদ্বীপ সন্নিকট রামচন্দ্রপুরে শ্রীপাট বহু পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইয়াছে।

গোপাল শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় স্তোককৃষ্ণসখা। জাতি বৈদ্য। ইঁহারা চারিপুরুষ পর্য্যায়ক্রমে নিত্যসিদ্ধ—শ্রীকংসারি সেন ব্রজের রত্নাবলী সখী; তৎপুত্র শ্রীসদাশিব কবিরাজ ব্রজের চন্দ্রাবলী; তৎপুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর ব্রজের স্তোককৃষ্ণ সখা এবং তৎপুত্র শ্রীকানাই ঠাকুর ব্রজের উজ্জ্বল-গোপাল। সদাশিব কবিরাজ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। কাঞ্চন

পল্লীতে (বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ায়) তাঁহার পাট ছিল। পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর নদীয়া জেলায় সুখসাগরে শ্রীপাট করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর এক নাম থাকায় পরস্পর 'সই' পাতাইয়াছিলেন। দ্বাদশ দিবসের এক শিশু রাখিয়া, পুরুষোত্তম-ঘরণী দেহত্যাগ করিলে, শ্রীনিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবা দেবী ঐ শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই শিশুর নাম "কানাই ঠাকুর" রাখেন। কানাই ঠাকুর যশোহর জেলায় বোধখানায় শ্রীপাট করেন। তথায় তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন। মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতাকেও কানাই ঠাকুরের পাট বলে, কারণ তিনি শেষ জীবনে তথায় বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই লীলা সম্বরণ করেন। কংসারি সেনের শ্রীপাট গুপ্তিপাড়ায় ছিল। প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে, পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ চাঁদুড় গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন এবং তথায় সেবিত হইতেছেন। জাহ্নবামাতার গাদির বিগ্রহগণও এইস্থানে আছেন।

চাঁদুড় গ্রাম নদীয়া জেলায়, ই, বি, রেলের সিমুরালী ষ্টেশন হইতে আধ মাইল, গঙ্গার ধারে। বোধখানা, যশোহর জেলায়—ই, বি, রেলের ঝিকরগাছা ঘাট ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে।

গোপাল শ্রীপরমেশ্বর দাসের আবির্ভাব।

শক ১৪১৫-২০, খৃঃ ১৪৯৩-৯৮,

ব্রজের অর্জ্জুন সখা। জাতি বৈদ্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইঁহার নাম পরমেশ্বরী দাসও আছে। অভিভাবক, রক্ষক ও সেবক-রূপে ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর নিকট থাকিতেন। শ্রীপাট তড়া আটপুর হুগলী জেলায়, হাবড়া-আমতা রেলের আটপুর ষ্টেশনের সন্নিকট। শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশে, পরমেশ্বর দাস তড়াআটপুরে শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। এখন এই বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর হইয়াছে।

গোপাল শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় লবঙ্গ সখা। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রার সঙ্গী। শ্রীপাট বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া সন্নিকট আকাইহাট; তথায় তাঁহার সমাধি আছেন। কৃষ্ণদাসের সেবিত শ্রীবিগ্রহাদি বর্ত্তমানে, বর্দ্ধমান জেলায় কড়ুই গ্রামের শিষ্য মহান্ত বাটীতে আছেন। কৃষ্ণদাস নামপ্রচার করিতে করিতে, পাবনা জেলায় বেড়া বন্দরের নিকট সোনাতলা গ্রামে উপনীত হইয়া, তথায় কিছুকাল বাস করেন। সোনাতলায় তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

শক ১৪১৫-২০, খৃঃ ১৪৯৩-৯৮

শ্রীনিমাইয়ের উপনয়ন। উপনয়নকালে তাঁহার দেহে শ্রীহরির আবেশ হইয়াছিল ধারণা করিয়া, লোকে অতঃপর নিমাইকে "গৌরহরি" নামেও ডাকিত।

শক ১৪১৬, খৃ ১৪৯৪,

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব। নবদ্বীপের দক্ষিণ কুলীয়াপাহাড়পুরবাসী শ্রীমাধব দাস মিশ্র বা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে ও সুনীলা দেবীর গর্ভে বংশীবদনের জন্ম হয়। এই শিশুর পঞ্চবর্ষ বয়সে, নিমাই তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া লালন পালন করেন এবং তাঁহার আদেশে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বংশীবদনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর গৃহের ভার প্রধানতঃ বংশীবদনের উপরেই পতিত হয়। প্রভুর লীলাবসানের পর আবার এই ভার আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। প্রভুর স্বপ্নাদেশে তাঁহার দারুময় শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইলে, বংশী পদ্মাসনে নিজ নামাঙ্কিত করেন এবং ঐ বিগ্রহের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে এই শ্রীবিগ্রহ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিত্রালয়ে নীত হইলে, বংশী বৃন্দাবন গমন করেন ও তথায় শ্রীবলদেব তাঁহাকে দেশে প্রত্যাগমন

শক ১৪১৬, চৈত্র পূর্ণিমা খৃ ১৪৯৫।

করিয়া নিজ সেবা প্রকাশ করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, বংশী দেশে আসিয়া বন কাটিয়া বাঘ্‌নাপাড়া শ্রীপাটের পত্তন করিয়া ক্রমে বলরাম, গোপাল, গোপেশ্বর, রাধিকা, রেবতী প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। এই গোপাল, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের কুলদেবতা—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা বংশীকে দান করেন। বংশী শ্রীবলদেবের স্বপ্নাদেশে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিতের কন্যা পার্ব্বতী দেবীকে বিবাহ করেন। তাহার দুই পুত্র হয়, নিত্যানন্দ দাস ও চৈতন্যদাস। শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর, এই চৈতন্য দাসের পুত্র।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। পিতা শ্রীসনাতন মিশ্র, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজপণ্ডিত। মাতা শ্রীমতী মহামায়া দেবী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীকৃষ্ণ লীলায় সত্যভামা ছিলেন। সনাতন মিশ্র ব্রজলীলায় সত্রাজিত রাজা ছিলেন।

শক ১৪১৭, মাঘী শুক্লা-পঞ্চমী খৃ, ১৪৯৬।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র জ্বররোগে, সজ্ঞানে, অর্দ্ধগঙ্গাজলে কুলদেবতা শ্রীরঘুনাথের নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহাপ্রভু পিতৃদেবের যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

শক ১৪১৮, খৃঃ ১৪৯৬,

পদকর্ত্তা শ্রীদ্বিজবলরাম দাসের আবির্ভাব। পিতা ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীসত্যভানু উপাধ্যায়; মাতা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। সত্যভানুর পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্টান্তর্গত পঞ্চখণ্ড গ্রাম; তিনি বালগোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং বিবাহ না করিয়া, যৌবনের পূর্ব্বেই

শক ১৪১৭ খৃঃ ১৪৯৫ অগ্রহায়ণ।

তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া, নানাতীর্থ ভ্রমণান্তর নবদ্বীপে আসিয়া দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র যথাক্রমে বলরাম, জনার্দ্দন ও মুরারি। এই বলরামই বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস নামে পরিচিত। তাঁহার বংশধরেরা নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের দুই মাইল নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট দোগাছিয়ায় বাস করিতেছেন। এস্থানে বলরাম দাসপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবালগোপালদেব বিরাজিত রহিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর একটি জীর্ণ পাগড়ী যত্নে রক্ষিত হইতেছেন। জনার্দ্দনের বংশধরেরা নদীয়া জেলায় মেহেরপুর গ্রামে এবং মুরারির বংশধরগণ ভালুকা গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীপাটের গোস্বামীদিগের মতে এই সত্যভানু উপাধ্যায়ই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত তৈর্থিক ব্রাহ্মণ—যাঁহার প্রদত্ত বালগোপালের ভোগ, বালগৌরাঙ্গ তিনবার ভোজন করিয়া তাহাকে নিজস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। দ্বিজবলরামদাসের পদাবলী বহুকাল যাবৎ প্রেমবিলাস রচয়িতা শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য বলরামদাসের নামেই বিকাইত। এ ভ্রম এখন দূর হইয়াছে। বৈদ্য বলরামদাস বাল্যেই বেষাশ্রয় করিয়া "নিত্যানন্দদাস" নাম গ্রহণ করেন; পদাবলী তাঁহার হইলে ভনিতায় বলরাম দাসের পরিবর্ত্তে নিত্যানন্দ দাস নাম অবশ্যই ব্যবহৃত হইত। নবদ্বীপের বর্ত্তমান বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গৌর-গত-প্রাণ প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী বলরাম দাসের বংশধর। তাঁহার পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব। ব্রজলীলায় রত্ন-লেখা। পিতা ভগীরথ কবিরাজ, মাতা সুনন্দা; জাতি বৈদ্য। জন্মস্থান, ঝামটপুর, বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার তিন মাইল উত্তর, নৈহাটি ও উদ্ধারণপুরের নিকট। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয় এবং যৌবনের

শক ১৪১৮,
খৃঃ ১৪৯৬,

প্রারম্ভেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্বপ্নাদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় জীবনাতিবাহিত করেন। ইনি চিরকুমার ছিলেন এবং বৈষ্ণবের বেদ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ, "গোবিন্দলীলামৃত," কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীপাট ঝামটপুরে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি, কবিরাজ গোস্বামীর পাদুকা ও ভজনস্থান আছেন। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির দক্ষিণে এক সুন্দর নিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে স্থানে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে দীক্ষিত করেন, সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার পর শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীপাটে কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব মহা সমারোহে হইয়া থাকে।

ঈশানগরের শ্রীঅদ্বৈতাশ্রয়। "অদ্বৈত-প্রকাশ" প্রণেতা ঈশান নগরের পিতৃবিয়োগ হইলে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া অদ্বৈত প্রভুর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শক ১৪১৯
খৃঃ ১৪৯৭

উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপ রুদ্র। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা পুরুষোত্তম দেবের রাজ্যশেষ ও শ্রীপ্রতাপ রুদ্রের রাজ্যারম্ভ। শ্রীপ্রতাপ রুদ্র পূর্ব্ব লীলায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন এবং গৌর লীলায় চৌষট্টি মহান্তমধ্যে গণ্য।

শক ১৪১৯,
খৃঃ ১৪৯৭,

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নবদ্বীপাগমন। পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম শ্রীহট্টে হইয়াছিল—দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা জেলায় বেলেটি গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি অধ্যয়ন জন্য নবদ্বীপে মাতুলালয়ে আগমন করেন। মতান্তরে সুররাজনামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে বেলেটী হইতে ভরতপুরে আনয়ন করেন।

শক ১৪২০,
খৃঃ ১৪৯৮,

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরতিমঞ্জরী ছিলেন এবং গৌরলীলায় ছয় গোস্বামীর অন্যতম। হুগলি জেলায় সপ্তগ্রামের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ জমীদার শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র। হিরণ্য

শক ১৪২০, খৃঃ ১৪৯৮,

ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর—হিরণ্য জ্যেষ্ঠ ও নিঃসন্তান। ইঁহারা মুসলমান রাজ সরকার হইতে সপ্তগ্রাম মুলুকের ইজারা গ্রহণ করেন। হুগলি, চব্বিশ-পরগণা, হাওড়া, কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের অংশ এই সপ্তগ্রাম মুলুকের অধীন ছিল। ইঁহাদের জমীদারীর আয় দশ লক্ষ টাকার অধিক ছিল। সপ্তগ্রামের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধির কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যের সূচনা বাল্য হইতেই হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময়, শ্রীযবন হরিদাসঠাকুর বলরামাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গপ্রভাবে রঘুনাথের বৈরাগ্য উদয় হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে রঘুনাথের সংসারবিরক্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল; এক পরমাসুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়াও মাতাপিতা রঘুনাথকে, আবদ্ধ করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে, মহাপ্রভু যখন গৌড়মণ্ডলে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতা-লয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রঘুনাথ সেই সময়, তাঁহার চরণে মিলিত হইয়াছিলেন। দয়ালপ্রভু তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া গিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিলেন। চারি বৎসর পরে যখন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সপার্ষদ শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীরাঘবভবনে প্রেমের হাট পাতিয়াছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথ নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাদণ্ড ও নীলাচল গমনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কয়েক মাসমধ্যে, রঘুনাথ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া দ্বাদশদিবসে অক্লান্ত পরিশ্রমে, পদব্রজে নীলাচলে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীস্বরূপ দামোদরের হস্তে

সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া পূজা করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পর, রঘুনাথ বিরহে অধীর হইয়া ব্রজমণ্ডলে গিয়া, শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর আজ্ঞায় শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাস করিয়া ভজন সাধন করেন এবং উৎকট বৈরাগ্য ও ভজনসাধনের নিয়মনিষ্ঠার বিরল দৃষ্টান্ত জগদ্বাসীকে দেখাইয়া, কালে লীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীপাট। হুগলী জেলায় ই, আই, আর ত্রিশবিঘা ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কৃষ্ণপুর। পোঃ দেবানন্দপুর। শ্রীশ্রীরাধামোহন ও নিতাই-গৌর শ্রীমূর্ত্তির এবং রঘুনাথ বাল্যকালে যে প্রস্তর খানির উপর বসিয়া ভজনসাধন করিতেন, তাঁহার নিত্যসেবা হইয়া থাকে। এই রাধামোহন বিগ্রহ রঘুনাথ বাল্যকালে সেবা করিতেন। কালে মুসলমান অত্যাচারে ঐ বিগ্রহ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘুনাথ বৃন্দাবন হইতে এই সংবাদ পাইয়া, কৃষ্ণকিশোর নামক তাঁহার জনৈক ব্রজবাসী শিষ্যকে ঐ বিগ্রহের উদ্ধার ও সেবা করিবার জন্য সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ইঁহার শিষ্যশাখাদ্বারা বর্ত্তমান সেবা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

উপগোপাল শ্রীকাশীশ্বর বা কাশীনাথ পণ্ডিতের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় কিঙ্কিণী গোপাল। যশোহর জেলায় ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর পুত্ররূপে কাশীশ্বর বা কাশীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেব ধনী ও পরম সাধু বৈষ্ণব ছিলেন। কাশীশ্বরের বাল্যকালেই বৈরাগ্য উদয় হয়। সপ্তদশ বর্ষবয়সে তিনি গোপনে নীলাচলে গিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। জননীর চেষ্টায়, পরে আবার দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিবাহাদি না করিয়া, চাতরা গ্রামে শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেবা করিতে থাকেন। কালে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারিকে দীক্ষাদান করিয়া

শক ১৪২০,
খৃঃ ১৪৯৮,

এই সেবায় নিযুক্ত করেন ও শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। উপগোপাল শ্রীরুদ্র পণ্ডিত ইঁহার ভাগিনেয়।

শ্রীপাট চাতরা। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের অতি নিকট উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। বর্ত্তমান সেবাইতগণ উল্লিখিত মুরারির বংশধর।

সন্ন্যাসিনী মীরাবাইয়ের আবির্ভাব। উদয়পুরের মেরতা নামক স্থানের রাজা রতন সিংহের কন্যা। রতন সিংহ বল্লভাচারী বৈষ্ণব ছিলেন। শিশুকাল হইতে মীরার কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। বিবাহের পর শক্তিউপাসক স্বামীর অত্যাচারে সংসার ত্যাগ করিয়া মীরা শ্রীবৃন্দাবনবাস করিয়াছিলেন। একদা তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, তিনি স্ত্রীসম্ভাষণ করিবেন না বলিয়া মীরাকে দর্শন দেন নাই; মীরা গোস্বামীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে। আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥" রূপ গোস্বামী লজ্জিত হইয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মীরা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া, শেষ জীবন দ্বারকায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শক ১৪২০
খৃঃ ১৪৯৮.

শ্রীনিমাই কৃত "ব্যাকরণের টিপ্পনী"। নিমাই ব্যাকরণের এক টিপ্পনা প্রস্তুত করেন; উহা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

শক ১৪২১,
খৃঃ ১৪৯৯,

শ্রীনিমাই কৃত "ন্যায় শাস্ত্রের টিপ্পনী"। নিমাই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলে, দিধীতির গ্রন্থকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও নিমাইয়ের সহপাঠী রঘুনাথ শিরোমণির অনুরোধে, নিমাই উহা ছিঁড়িয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন।

শক ১৪২২,
খৃঃ ১৫০০,

বাদশাহ সেকেন্দর লোদীকর্তৃক মথুরা-ধ্বংশ। দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দর লোদী মথুরার সমস্ত দেব মন্দির-গুলি ধ্বংশ করাইয়া সেই সকল দেবস্থানে মাংসের দোকান বসাইয়া দেন। শ্রীবিগ্রহদিগের ভগ্ন খণ্ডগুলি এই সকল দোকানে মাংস ওজনের বাটখারারূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই বাদশাহের রাজত্বকালে মথুরামণ্ডলের হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছিল।

শক ১৪২২,
খৃঃ ১৫০০,

শ্রীনিমাইয়ের টোল। নিমাই অধ্যয়ন শেষ করিয়া মুকুন্দ সঞ্জয়নামক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে নিজটোল স্থাপন করেন।

শক ১৪২৩,
খৃঃ ১৫০১,

নিমাইয়ের প্রথম বিবাহ। শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত। এই বিবাহের ঘটক ছিলেন বিপ্র বনমালী। লক্ষ্মীপ্রিয়া পূর্ব্বলীলায় রুক্মিনী ছিলেন।

শক ১৪২৩,
খৃঃ ১৫০১,

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপাগমন। শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু কুমারহট্ট (হালিসহর) নিবাসী শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করেন। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে কিয়দ্দিবস অপেক্ষা করেন ও শ্রীনিমাইয়ের আলয়ে একদিন ভিক্ষা করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান।

শক ১৪২৩,
খৃঃ ১৫০১,

শ্রীনিমাইয়ের পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা। নিমাই কয়েকটি শিষ্য সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা করেন।

শক ১৪২৪,
খৃঃ ১৫০২,

শ্রীনিমাই ও শ্রীতপনমিশ্র মিলন। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণাস্থ নবগ্রামনিবাসী শ্রীতপন মিশ্রের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্র একজন অতিশয় সৎপ্রকৃতি সাধু ব্রাহ্মণ। তিনি নিমাই পণ্ডিতকে সাষ্টাঙ্গ

শক১৪২৪,
খৃঃ ১৫০২,

প্রণাম করিয়া তাঁহার পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্নে নিমাইকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনরূপে অবগত হওয়ার কথা নিবেদন করিয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন—প্রভু তাঁহাকে হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিতে ও অবিলম্বে কাশী যাত্রা করিতে বলিলেন। এই তপন মিশ্রই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা।

শক ১৪২৪, খৃঃ ১৫০২

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-বিজয়। শ্রীনিমাইঘরণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেন। নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

শক ১৪২৫, খৃঃ ১৫০৩,

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব। ব্রজ-লীলায় শ্রীগুণমঞ্জরী। ছয় গোস্বামীর অন্যতম। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ভট্টমারী নামক গ্রামে, শ্রীবেঙ্কট ভট্টের পুত্ররূপে গোপাল ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে বর্ষার সময় এই বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে শুভাগমন ও অবস্থিতি কালে, গোপাল তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টকে গোপালের বিবাহ না দিবার এবং গোপালকে পিতামাতার অপ্রকটে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবার আজ্ঞা দেন। গোপাল ভট্ট তাহাই করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে এই সংবাদ পাইয়া নিজ ডোরকৌপীন ও বসিবার আসন গোপাল ভট্টের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচর্য্য এই গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। জনশ্রুতি আছে যে, গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীশ্রীদামোদর শিলা হইতে সুললিত ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়েন এবং ঐ বিগ্রহই বর্ত্তমান শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব। "হরিভক্তি-বিলাস" গ্রন্থ, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত। তিনি "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের "শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা"-টীকা প্রণয়ন করেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মীরী উদ্ধার।

শক ১৪২৬, গ্রীষ্মকাল, খৃঃ ১৫০৪,

কাশ্মীরদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী সর্ব্বদেশ জয় করিয়া, নবদ্বীপে আগমন করেন ও শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাস্ত হন, রাত্রিকালে সরস্বতী দেবীর স্বপ্নাদেশে নিমাইয়ের পরিচয় পাইয়া পরদিন নিমাইয়ের চরণে শরণ লয়েন এবং সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়া সংসার ত্যাগ করেন।

শ্রীনিমাইয়ের দ্বিতীয় বিবাহ।

শক ১৪২৭, খৃঃ ১৫০৫,

বৈদিক ব্রাহ্মণ, রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের ও শ্রীমতী মহামায়া দেবীর কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীনিমাইয়ের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ঘটক কাশী মিশ্র। এই বিবাহ রাজপুত্রের বিবাহের ন্যায় মহাসমারোহে হইয়াছিল। নবদ্বীপের কায়স্থ রাজা বুদ্ধিমন্ত খান, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমাইয়ের ছাত্রেরা এই বিবাহের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর বরকন্যা একত্রে বাসর ঘরে যাইবার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পদাঙ্গুষ্ঠে উছট্ লাগিয়া রক্তপাত হয়। ঘটনাটি ভাবি অমঙ্গলসূচক।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব।

শক ১৪২৭, খৃঃ ১৫০৫

ব্রজ-লীলায় শ্রীরসমঞ্জরী—ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইঁহার পিতা শ্রীতপন মিশ্রের, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কাশী যাত্রার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলচল হইতে বৃন্দাবন যাতায়াতের সময় এই তপন মিশ্রের আলয়ে বাস করিয়া ছিলেন। বালক রঘুনাথ সেই সময়, মহাপ্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। মাতাপিতার দেহত্যাগের পর নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে বৎসরাবধিকাল অবস্থান করেন ও তাঁহার আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও

সুললিত কণ্ঠ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি ব্রজবাসী গোস্বামী দিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। মহারাজা মানসিংহ তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং এই মানসিংহের অর্থব্যয়ে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের প্রাচীন শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শক ১৪২৭, খৃঃ ১৫০৫,

সপ্তগ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর। শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুর সপ্তগ্রামান্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে, শ্রীবলরামাচার্য্য ঠাকুরের বাটীতে আগমন করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তখন বালক এবং বলরামাচার্য্যের বাটীতে অধ্যায়ন করিতেন। বলরামের আগ্রহাতিশয্যে, হরিদাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধন সভায় নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ, হরিদাসের সহিত কুতর্ক করিয়া তাঁহাকে উপহাস করেন এবং নামাভাসে মুক্তি হইলে নাক কাটিয়া ফেলিব বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন। অল্পদিন পরে এই ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াযাত্রা ও সন্ন্যাসাশ্রয়ের মধ্যবর্ত্তীকাল।

শক ১৪২৭, আশ্বিন। খৃঃ ১৫০৫,

শ্রীনিমাইয়ের গয়াযাত্রা। পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য শ্রীনিমাই গয়াযাত্রা করিলেন—সঙ্গে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও দুই চারিজন শিষ্য। পথিমধ্যে নিমাইয়ের কঠিন জ্বর রোগ হইলে, ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জ্বর ছাড়িয়া গেল। গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া নিমাইয়ের অদ্ভুত ভাবান্তর হইল—কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ও অধীর হইয়া উঠিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র

পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই সময় গয়াতে ছিলেন। শ্রীনিমাই তাঁহার নিকটে দশাক্ষরী গোপীজনবল্লভ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গয়াধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীনিত্যানন্দনামে এক পরম সুন্দর সন্ন্যাসী যুবা পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতেছেন। শ্রীপাদ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন শ্রীকৃষ্ণ এখন নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন; এই সংবাদ পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন।

শক ১৪২৭, অগ্রহায়ণ। খৃঃ ১৫০৫,

গয়া-প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীনিমাই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। পথিমধ্যে গৌড়ের নিকট কানাই নাটশাল গ্রামে, "কৃষ্ণ বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়" তাঁহাকে দর্শন ও আলিঙ্গন দান করিয়া অদর্শন হইলেন। নিমাইয়ের প্রেমে মাতোয়ারা ভাব নবদ্বীপবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিল। ক্রমে শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধর প্রভৃতি তাঁহার চরণে মিলিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, শ্রীনিমাই ছাত্রদিগকে পাঠ দিতে পারিলেন না; তাঁহাদের সহিত "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ" এই শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া টোল উঠাইয়া দিলেন। শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়, রত্নগর্ভ আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণও আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বপ্নে শ্রীনিমাইয়ের স্বরূপ দেখিলেন এবং তুলসী ও গঙ্গাজলে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে ভক্ত সম্মিলনী ও নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

শক ১৪২৭, শেষ পৌষ ও মাঘ। খৃঃ ১৫০৬,

শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীনারদের অবতার শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীহট্টবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ জলধর

পণ্ডিতের পঞ্চপুত্রের একজন। জলধর পণ্ডিতের নবদ্বীপ ও কুমারহট্টে দুইটি বাটী ছিল এবং তাঁহার পুত্রেরা উভয়স্থানেই বাস করিতেন। পঞ্চপুত্রের নাম যথাক্রমে শ্রীনলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননী শ্রীমতী নারায়ণী, এই নলিন পণ্ডিতের কন্যা। শ্রীবাস পণ্ডিত ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেবদ্বিজে ভক্তিবিশ্বাসহীন ছিলেন; তারপর এক অসাধারণ স্বপ্নদর্শনে তাঁহার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি দিবানিশি হরিনাম করিতে থাকেন।

শ্রীবাসগৃহে প্রকাশ ও অভিষেক। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরঘরে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীনিমাই আসিয়া "শ্রীবাস আমি আসিয়াছি, তুমি আমাকে অভিষেক কর" এই বলিয়া বিষ্ণুখট্টায় শালগ্রাম শিলা সরাইয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন—সর্ব্বাঙ্গ হইতে সূর্য্যের তেজাপেক্ষা উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ তেজ বাহির হইতে লাগিল। শত কলস গঙ্গাজলে নিমাইকে স্নানাভাষিক্ত করা হইল এবং পুষ্পচন্দনে শ্রীঅঙ্গের পূজা হইল। শ্রীনিমাই, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়নীকে কৃষ্ণ প্রেম, ভক্ত গণকে অভয় ও আত্ম পরিচয় দিয়া ভগবদ্ভাব সম্বরণ করিলেন।

শক ১৪২৮, খৃঃ ১৫০৬, বৈশাখ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নদীয়ায় আগমন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ আসিয়া, নিতাই শ্রীনন্দনাচার্য্যের বাটীতে অতিথিভাবে লুকাইয়া থাকিলেন। পূর্ব্বরাত্রে, শ্রীনিমাই স্বপ্নে সবিশেষ জানিতে পারিয়া প্রত্যুষে নিত্যানন্দকে সন্ধান করিয়া আনয়ন করিবার জন্য ভক্তগণকে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ সন্ধান পাইলেন না। শ্রীনিমাই, ভক্তগণসঙ্গে শ্রীনন্দনাচার্য্যের বাটী গিয়া নিত্যানন্দকে বাহির করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্কেতালাপের পর উভয়ে ভাব গোপন করিলেন। শ্রীবাসগৃহে নিতাইয়ের বাস নির্দ্ধারিত হইল।

জ্যৈষ্ঠ

পূর্ণিমা তিথিতে তথায় তাঁহার ব্যাসপূজার আয়োজন হইল; দিবাভাগে নিতাই স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন এবং ব্যাস পূজার মালা শ্রীনিমাইয়ের গলে দিলেন। নিমাই অমনি ষড়ভুজ হইলেন, আব নিতাইয়ের মূর্চ্ছা হইল। শ্রীনিমাইয়েব "ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পূণ্যবতী তাহা সে পাইল"॥ নিতাইকে নিমাই শচীমাতার নিকট লইয়া গেলেন, "দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর"।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্যামসুন্দর রূপ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সীতাদেবীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া, শ্রীনিমাই তাঁহাদিগকে শ্যামসুন্দবরূপে দর্শন দিয়া প্রার্থিত বরদান করিলেন।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম দেশীয় একজন বিশিষ্ট ধনবান জমীদার ও শ্রীমুকুন্দ দত্তেব একগ্রামবাসী। নবদ্বীপেও তাঁহার বাটী ছিল। বাহিরের আচার ব্যবহার বিলাসী বিষয়ীব মত, কিন্তু এরূপ প্রেমিক কৃষ্ণভক্ত সেকালেও বিরল ছিল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীনিমাইয়ের সম্মতিক্রমে ইঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। পুণ্ডরীক, প্রভুব চরণাশ্রয় করিলেন।

শ্রীবাসালয়ে মহাপ্রকাশ। শ্রীবাসালয়ে শ্রীনিমাইয়ের সপ্ত প্রহরব্যাপী ভগবদ্ভাবের মহাপ্রকাশ হইল। ভক্তগণকে কৃপা ও ইচ্ছামত বরদান, শ্রীধরকে শ্যামসুন্দর রূপে দর্শন দিয়া কৃপা প্রকাশ ও অভিলষিত বরদান, শ্রীহরিদাস, মুকুন্দ ও মুবারিকে কৃপা ও শ্রীশচীদেবীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া তাঁহাকে প্রেমদান প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীনিমাই ভগদ্ভাব সম্বরণ করিলেন।

আষাঢ়

শ্রীজগাই মাধাই উদ্ধার। শ্রীজগন্নাথ (জগাই) এবং মাধব (মাধাই) রায় দুই ভ্রাতা নবদ্বীপের ধনী জমীদার এবং কাজীর অধীনে নবদ্বীপ সহবের কোটাল বা শান্তিরক্ষক ছিলেন। তাঁহারা "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে অনুক্ষণ"—ইঁহাদের

অত্যাচারে সমস্ত নগর উৎপীড়িত ও ত্রস্ত থাকিত। এই সময়, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের ঘরে ঘরে, জনে জনে হরিনাম বিতরণে ব্রতী হইলেন এবং এই দুই ভ্রাতার সমীপবর্ত্তী হইয়া লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তদিগের কাতর প্রার্থনায়, প্রভু এই দুই মহাপাষণ্ডের উদ্ধার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মাধাইয়ের নিকট মার খাইলেন কিন্তু ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের কর্ণে হরিনাম দিলেন। মাধাই গৃহে ফিরিলেন না। গঙ্গাতীরে নিজহস্তে একটি ঘাট ও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে "মাধাইয়ের ঘাট" এখনও বর্ত্তমান।

চাপাল গোপাল উদ্ধার। নবদ্বীপবাসী চাপাল গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, উচ্চকীর্ত্তনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া রাত্রিতে শ্রীবাসাঙ্গনের বহির্দ্বারে মদ্য মাংসাদি রাখিয়া গেলেন। অল্পকালে পরে তাঁহার কুষ্ঠ হইল। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বর দেবের নিকট প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনিমাইয়ের চরণাশ্রয় করিলেন। নিমাই তাঁহাকে শ্রীবাসের চরণোদক পান করিতে আদেশ দিলেন। তাহাতেই গোপালের উদ্ধার হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখরালয়ে নাট্যাভিনয়। প্রভুর পার্ষদ বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব কবিরাজের উদ্যোগে, আচার্য্যরত্নের বাটীতে সপার্ষদ নিমাই শ্রীকৃষ্ণলীলার নাট্যাভিনয় করিলেন। নিমাই শ্রীরাধা, গদাধর ললিতা, নিত্যানন্দ বড়াই, শ্রীবাস নারদ, এবং হরিদাস কোতোয়ালের কাচ কাচিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জ্ঞানচর্চ্চা। এই সময়, অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পরিকরগণকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগত হইয়া জ্ঞানচর্চ্চার পক্ষপাতী হইলেন। শঙ্করনামক তাঁহার জনৈক শিষ্য আসামে গিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া

শ্রীনিমাই, নিত্যানন্দসঙ্গে অদ্বৈতালয়ে আগমন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় জ্ঞান-চর্চ্চা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের পথে, অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে একখানি নৌকা বাহিবার বৈঠা দিয়া, উহাদ্বারা পতিত জীবকে ভবনদী পার করিতে আদেশ দিলেন। এই বৈঠা অদ্যাপি শ্রীগৌরীদাসমন্দিরে বর্ত্তমান আছে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৪২৯, বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী খৃঃ ১৫০৭,

শ্রীবাসাগ্রজ নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী অতি শিশুকালেই পিতামাতা হারাইয়াছিলেন। শ্রীবাস অতি অল্পবয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের অল্প পরেই তিনি বিধবা হন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে, নারায়ণীকে বিধবা না জানিয়া "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার নৈবেদ্যের মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভোজনে, নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। শ্রীবাসের কুমারহট্টালয়ে বৃন্দাবন ঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের শিশু লইয়া, নবদ্বীপ-সন্নিকট মামগাছি গ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করেন—এই ঠাকুর বাটী পরে "নারায়ণীর পাট" বলিয়া বিখ্যাত হয়। বৃন্দাবন বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অধ্যায়ন করেন এবং যথাসময়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আদেশে কিছুকাল পরে, বৃন্দাবন নবদ্বীপের সাত ক্রোশ পশ্চিমে দেণুড় গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য ভাগবত" রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে "চৈতন্য মঙ্গল" ছিল। পরে শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য কোগ্রামবাসী শ্রীলোচনদাস ঠাকুর "চৈতন্য মঙ্গল" লিখিলে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখা হয়।

ব্রজলীলার রসাস্বাদন। শ্রীনিমাই সপার্ষদে ব্রজলীলার সকল উৎসবগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণকে রসাস্বাদন করাইলেন।

শক ১৪২৯-৩০
খৃঃ ১৫০৭-৮

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের শিষ্যগ্রহণ। নবদ্বীপের সন্নিকট জান্নগড় গ্রামে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর, প্রভুর একজন পার্ষদ। অতিবৃদ্ধ হওয়ায়, প্রভু তাহাকে শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সেবিত গোপীনাথ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন; স্থির হইল, পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই যাহার দর্শন হইবে, তাহাকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পরদিন অতি প্রত্যুষে, সারঙ্গ গঙ্গাস্নান করিবার সময়, দ্বাদশবর্ষীয় নবোপনীত এক ব্রাহ্মণকুমারের মৃতদেহে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ হইল এবং তিনি প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া ঐ মৃত শিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন। কুমার ধীরে ধীরে জীবিত হইয়া সংজ্ঞালাভ করিলেন। প্রাতে শ্রীমহাপ্রভু সপার্ষদে আসিয়া তাঁহার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক বলিলেন, বর্দ্ধমান জেলায় গুস্করা ষ্টেশনের নিকট সরডাঙ্গা গ্রামের গোস্বামীবংশে তাঁহার জন্ম—নাম মুরারি। উপনয়নের পরই সর্পাঘাত করিলে, মৃত ভাবিয়া তাঁহাকে নদীর বন্যায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মুরারি আর বাটী না ফিরিয়া জান্নগড়ের শ্রীপাটেই রহিয়া গেলেন।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। ব্রজলীলায় প্রদ্যুম্ন। বর্দ্ধমান জেলায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড গ্রামে, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরাগ্রজ শ্রীমুকুন্দ কবিরাজের পুত্ররূপে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা বলিয়া থাকেন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বীকৃতপুত্র এবং মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুলসেবনে মুকুন্দ-পত্নী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। শিশু রঘু পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউকে লাড়ু খাওয়াইয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাবে এক কদম্ববৃক্ষে, বার মাস প্রত্যহ দুইটি করিয়া ফুল ফুটিত।

শক ১৪৩০
মাঘী শুক্লাপঞ্চমী
খৃঃ ১৫০৯,

ইনি শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রণাম সহ্য করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন, শ্রীনরহরি ঠাকুরের দ্বারা পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়া, তাঁহার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৌরমণ্ডলে প্রেমভক্তি প্রচারে, ইনি সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, এবং ইনি বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়া যান। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে সপার্ষদ সংকীর্ত্তনাধিবাসে রঘুনন্দনদ্বারা মাল্যচন্দন প্রদান করাইয়া ও কীর্ত্তনান্তে দধিভাণ্ড ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। সেইঅবধি তাঁহার বংশধরেরাই ঐ কার্য্যের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন।

শক ১৪৩০,
খৃ: ১৫০৯,

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ প্রতিষ্ঠা। রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হিত হরিবংশ সংসারত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইবার পথে, অনন্ত নামক বিপ্রের বাটীতে অতিথি হইলে, অনন্ত শ্রীরাধিকার স্বপ্নাদেশে, তাঁহার কৃষ্ণদাসী ও মনোহরীনাম্নী কন্যা ও সেবিত শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীবিগ্রহ হরিবংশকে অর্পণ করেন। হরিবংশ ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন গিয়া রাধাবল্লভজীব সেবা প্রকাশ করেন। হরিবংশ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। হবিবাসরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া, গোস্বামী হরিবংশকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলে, তিনি শ্রীরাধিকাব আজ্ঞায় করিতেছি বলিয়া বাব বাব গুরুআজ্ঞা অমান্য করেন এবং সেই কারণে গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন।

শক ১৪৩১,
বৈশাখী পঞ্চমী
খৃ: ১৫০৯,

শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরানীর আবির্ভাব। পিতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত, মাতা ভদ্রাবতী দেবী। জন্মস্থান অম্বিকা কালনা। সূর্য্যদাস রাঢ়াশ্রেণীভুক্ত ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীকংসারি মিশ্রের পুত্র। সূর্য্যদাসেব মুসলমানরাজ দত্ত "সরখেল" উপাধি ছিল। শ্রীনিতানন্দপ্রভু সূর্য্যদাসের দুই কন্যা

শ্রীমতী বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্রজলীলায় যথাক্রমে রেবতী ও অনঙ্গ মঞ্জরী ছিলেন।

কাজি দলন ও উদ্ধার। গৌড়ের বাদশাহার দৌহিত্র চাঁদ কাজি নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। নিমাইয়ের বিপক্ষদলেরা এবং কাজির অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীগণ, কাজির নিকট নিমাইয়ের উচ্চ নামসংকীর্ত্তন কোলাহলের পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়া, তাঁহাকে উহা নিবারণ করিতে বাধ্য করিল। কাজির লোকগণ সংকীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া, কীর্ত্তনকারী দিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া এবং কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া, সংকীর্ত্তন বন্ধ করিল। শ্রীনিমাই কাজির দর্পচূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন; কাজির আদেশ অমান্য করিয়া, নগরে সংকীর্ত্তনের আজ্ঞা ঘোষিত হইল। নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—মঙ্গল কলস, কদলী বৃক্ষ, পুষ্পমালা পতাকা ও দীপমালায় নগর সজ্জিত হইল। সন্ধ্যার পর, শত শত লোক মশাল হস্তে নিমাইয়ের বাটীর নিকট সমবেত হইলেন—সংকীর্ত্তনের বহু দল গঠিত হইল। সপার্ষদ নিমাই ভুবন মোহন নটবর বেশে, লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মধ্যে বাহির হইলেন। ঘাটে, পথে, গাছের উপর, অট্টালিকার উপর লোকে লোকারণ্য—চারিদিকে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি এবং হরিধ্বনি। এই জনস্রোত কাজির বাটীর সম্মুখীন হইলে, কাজি ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন, সৈন্যগণ বাহির হইতে সাহস পাইল না। উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত লোক সকল কাজীর ঘর বাড়ী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। শ্রীনিমাই সকলকে ক্ষান্ত করিয়া,কাজীকে নিকটে আনিলেন এবং তাঁহার মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। কাজির অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তাঁহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইল, কাজি প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপে কাজির উদ্ধার হইল—তাঁহার বংশে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবার সৃষ্টি হইল। চাঁদ কাজির সমাধি নবদ্বীপে "বল্লাল টিলার" নিকট বৈষ্ণবের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

শক ১৪৩১, কার্ত্তিক; খৃঃ ১৫০৯,

শ্রীগোবিন্দদাস কর্ম্মকারের গৃহত্যাগ ও শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয়। বর্দ্ধমান সহরের কাঞ্চন নগর মহল্লানিবাসী গোবিন্দদাস কর্ম্মকার সংসারের জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া গৃহত্যাগ করেন ও নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া তাঁহার আলয়েই রহিয়া যান। "গোবিন্দ দাসের করচা" নামে একখানি বহি প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার বর্ণনানুসারে এই গোবিন্দ দাসই মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই করচাকারে লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

শক ১৪৩১,
খৃঃ ১৫০৯,

শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য যশোহর জেলান্তর্গত তালখড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ বাল্যকালে মহাপ্রভুর সহপাঠী ও তাঁহার পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। লোকনাথ বিবাহ করেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভে, মাতাপিতার অগোচরে নবদ্বীপ আসিয়া, শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ভূগর্ভও গৌর-গদাধরের অনুমতিক্রমে লোকনাথের সহগামী হইলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী ছিলেন এবং কালে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দীক্ষাদান করিয়া ছিলেন।

শক ১৪৩১,
খৃঃ ১৫০৯,
অগ্রহায়ণ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুনরায় সন্দেহ হইল; প্রভুকে মনের কথা খুলিয়া বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে পুনরায়

পৌষ,

আর সন্দেহ না হয় সেইজন্য দ্বাপরে অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন তিনি সেইরূপ দেখিতে চাহিলেন। প্রভু তাঁহাকে এবং তৎসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীনিমাইয়ের সন্ন্যাস ও দাক্ষিণাত্যভ্রমণ কাল।

শক ১৪৩১, খৃঃ ১৫১০, মাঘ।

শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস। শ্রীনিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য ও সুখ-বিলাস দুষ্ট লোকের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহাকে প্রহার করিবার গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। নিমাই সমস্তই বুঝিলেন; শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত নির্জ্জনে সন্ন্যাসগ্রহণের পরামর্শ করিলেন—তিনি সন্ন্যাসী হইয়া, জীবের নিকট হরিনাম ভিক্ষা করিয়া জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবেন। ভক্তগণ ক্রমেই এ দারুণ কথা শুনিলেন; শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট, নিমাই বিদায় মাগিলেন, নানারূপে তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন, সান্ত্বনা করিলেন এবং অবশেষে নিজশক্তিবলে তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া ও জ্ঞানদান দিয়া অনুমতি আদায় করিয়া লইলেন। রাত্রিশেষে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলেন, সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, শচীর দুলাল কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট ছুটিলেন। নদীয়ায় যে ঘাটে প্রভু পার হইলেন, নদীয়াবাসী তাহার নাম রাখিলেন "নিদয়ার ঘাট"। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া গেল; ভক্তগণের কেহ কেহ তাঁহাদের সান্ত্বনায় রহিলেন, আর নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, আচার্য্যরত্ন এবং দামোদর, প্রভুর সন্ধানে বাহির হইলেন। নরহরি এবং গদাধরও পরদিন

তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন। সকলে কাটোয়ায় গিয়া শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রমে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। অসংখ্য জন-সমাগম; আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই হাহাকার করিতেছেন—কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ নীরবে রোদন করিতেছেন, আর কেহবা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রভুর অপূর্ব্ব বেশ—মুণ্ডিত কেশ, অরুণবসন, করে কমণ্ডলু, আর নয়নে অবিরাম জলধারা। কেশব ভারতী প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র দিলেন—নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। প্রভু পশ্চিমমুখে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। তিন দিবস রাঢ়দেশে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় ছুটাছুটি করিয়া, নিতাইয়ের কৌশলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে আসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ। নদীয়ার তাবৎ লোক শচীমাতার সঙ্গে প্রভুকে দেখিতে আসিলেন; কেবল আসিতে পাইলেন না, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীমাতার চরণে লুটাইয়া প্রভু ক্ষমা চাহিলেন। সপার্ষদ কীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল, অবশেষে শচীমাতার আজ্ঞায় স্থির হইল, প্রভু নীলাচলে বাস করিবেন।

যশড়ায় শ্রীজগদীশালয়ে। শ্রীজগদীশ ও মহেশ পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। জগদীশ অভিমান করিয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন না। প্রভু স্থির থাকিতে পারিলেন না, শ্রীনিত্যানন্দসঙ্গে যশড়ায় জগদীশালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং একদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহেশ পণ্ডিতকে দীক্ষা দিয়া নিজ পরিকরভুক্ত করিয়া লইলেন।

নীলাচল যাত্রা। জননী, জাহ্নবী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া, প্রভু নীলাচল যাত্রা করিলেন। কয়েকজনকে সঙ্গ ছাড়াইতে পারিলেন না,—শ্রীনিত্যানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দ; ইঁহারা প্রভুর সঙ্গে চলিলেন—সকলেই কৌপীনধারী উদাসীন। পথিমধ্যে

আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতকে এবং ছত্রভোগ তীর্থে (বর্ত্তমান খাড়িগ্রাম, থানা মথুরাপুর, জেলা ২৪ পরগণা) রাজা রামচন্দ্র খান্‌কে কৃপা করিলেন ; রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, কটকে সাক্ষীগোপাল এবং ভুবনেশ্বর, জাজপুর প্রভৃতিস্থানে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, ভুবনেশ্বর সন্নিকট ভার্গী নদীতীরে প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন—ঐ নদীর নাম চিরদিনের জন্য "দণ্ডভাঙ্গা নদী" হইল।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্য। দোলযাত্রার পূর্ব্বেই প্রভু নীলাচলে আসিলেন। সঙ্গীগণকে আঠারনালায় ত্যাগ করিয়া, প্রেমোন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া, প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আলিঙ্গন করিবার জন্য লম্ফ দিলেন এবং শ্রীঅঙ্গস্পর্শমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম-উদ্ধার। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এই সময় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, তাঁহাকে বহু অর্থব্যয়ে পুরীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত প্রভুকে, ক্রোধোন্মত্ত পাণ্ডাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহার শরীরে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রেম ও ভাব লক্ষণরাশি দর্শনে তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া, মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিজালয়ে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু দুইমাস কাল পুরীতে সার্ব্বভৌমাদির সহিত বাস করিলেন। জ্ঞানদর্পিত সার্ব্বভৌমের বিদ্যা ও জ্ঞান গর্ব্ব, প্রভুর অলৌকিক প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, কৃষ্ণপ্রেম ও রূপবৈভবের নিকট সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্বিত হইল। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন, ষড়ভুজমূর্ত্তি দেখাইলেন, আর সার্ব্বভৌম সবংশে চিরদিনের মত তাঁহার চরণে বিক্রীত হইলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য যাত্রা। তীর্থদর্শন উপলক্ষ করিয়া, প্রভু ৭ই বৈশাখ, দাক্ষিণাত্য-উদ্ধারে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিলেন, কৃষ্ণদাস বিপ্র এবং গোবিন্দ কর্ম্মকার। গোবিন্দ কর্ম্মকারের কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না। কৃষ্ণদাস বা কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শক ১৪৩২,
খৃঃ ১৫১০,

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের সন্ন্যাস। পুরুষোত্তম আচার্য্যের বাস নবদ্বীপে, প্রভুর প্রকাশের পর তাঁহার চরণাশ্রয় করেন এবং "প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলা বারাণসী গিয়া"। পুরুষোত্তম প্রভুর উপর রাগ ও অভিমান করিয়া, প্রভুর নাম-গন্ধহীন কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস লইলেন। নাম হইল, স্বরূপ দামোদর।

শ্রীগদাধর-নরহরির নীলাচল যাত্রা। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচল যাত্রা করিলে, গদাধর ও নরহরি গৌরশূন্য নবদ্বীপে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীভগবানাচার্য্য, শ্রীরামভট্ট প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহারা নীলাচল যাত্রা করিলেন। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর দক্ষিণ গমনবার্ত্তা শুনিয়া, প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় শ্রীনিত্যানন্দসহিত নীলাচলে রহিয়া গেলেন।

শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর বৃন্দাবনা-গমন। দুইজনে বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসযোগ্য জঙ্গল হইয়াছে, লীলাস্থান প্রায় সমস্তই লুপ্ত। শ্রীবিগ্রহ সকল স্থানান্তরিত, কেহ কিছুই বলিতে পারেন না। তাঁহারা পাগলের ন্যায় বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শুনিলেন, প্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে গিয়াছেন, অমনি প্রভুর উদ্দেশে উভয়ে নীলাচল যাত্রা করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ মিলন। রায় রামানন্দ, রাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনে বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা। দোলায় চড়িয়া, বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া, বহু সৈন্য, হাতীঘোড়া লইয়া গোদাবরীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন; এদিকে প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে গোদাবরী তটে আসিয়া, স্নানান্তে ঘাটে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। রামানন্দের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল, নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রভু, কতকালের পরিচিতের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলেন। রামানন্দ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু রামানন্দের মুখে জীবকে সাধন ভজন তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কিছু দিন তাঁহার নিকট রহিয়া ও তাঁহাকে বিষয়ত্যাগ করিয়া নীলাচল যাইতে আদেশ করিয়া, প্রভু দক্ষিণ দেশে চলিয়া গেলেন। রায় রামানন্দ গৌর-লীলার সাড়ে তিন জন "পাত্রের" একজন এবং ব্রজলীলায় শ্রীমতী বিশাখা সখী।

শ্রীগোপাল ভট্ট মিলন। বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রভু কাবেরী তীরস্থ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কট ভট্ট প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। বেঙ্কট ভট্টের ত্রিমল্ল ও প্রকাশানন্দ নামে দুই সহোদর এবং গোপাল নামে আট নয় বৎসরের একমাত্র পুত্র। প্রভুর দর্শনে গোপালের অপূর্ব্ব ভাবান্তর হইল। পিতার আদেশে, গোপাল প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কয়েক দিবস পরে, গোপাল স্বপ্নে শ্রীবাসাঙ্গনে সপার্ষদ মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন দেখিলেন; প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া নবজলধর শ্যামসুন্দররূপে দেখা দিলেন—গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া চরণতলে পড়িয়া গেলেন। বিদায়ের কালে, প্রভু বেঙ্কটকে আদেশ করিলেন, যেন গোপালের বিবাহ না দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে উত্তমরূপে

আষাঢ়-শ্রাবণ

শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়। গোপালকে, পিতামাতার অদর্শনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে শ্রীনিবাস দ্বারা গৌড়মণ্ডলে ভক্তি শাস্ত্র প্রচারের আজ্ঞা দিলেন।

মাঘী শুক্লা দশমী

সাধু তুকারামকে কৃপা। সাধু তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশকে প্রেমভক্তিতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভক্ত এবং ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী ছিলেন। পুনানগরের নিকট ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডার পুরে তাঁহার বাস। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে অকস্মাৎ দর্শন দিয়া অঙ্গ-স্পর্শে শক্তি সঞ্চার করিলে তুকরামের অর্দ্ধবাহ্য দশা হয়—প্রভু সেই অবস্থায় তাঁহাকে কৃপা করিয়া অদর্শন হইলেন। তুকারামের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইল। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ী।

শক ১৪৩৩ ভাদ্র খৃঃ ১৫১১

শ্রীবসু রামানন্দ মিলন। আহামদাবাদ নগরের নিকট শুভ্রামতী নদীতে স্নান করিবার সময়, গোবিন্দমুখে প্রভুর পরিচয় পাইয়া, কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। বসু রামানন্দ এই সময় তীর্থ পর্য্যটনকালে এতদঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎসঙ্গে গোবিন্দচরণ নামক তাঁহার দেশবাসী জনৈক ভক্ত। রামানন্দ প্রভুকে দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সকলে একত্রে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। প্রভু, রামানন্দকে মিতা সম্বোধন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ-প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্ত-সম্মিলন।

শক ১৪৩৩
৩রা মাঘ।
খৃঃ ১৫১২

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন। এই-রূপে মহাপ্রভু, "নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ। সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশ"। বহুতীর্থ-ভ্রমণ করিয়া, নীলাচলের নিকটে আসিয়া, প্রভু ভৃত্য দ্বারা ভক্তগণের নিকট আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন। ভক্তগণ, শ্রীনিতাইকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, প্রভুকে মহাসমারোহে নীলাচলে আনয়ন করিলেন। প্রভু শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশী মিশ্র, রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু; প্রভুর প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা, কাশী মিশ্রের আলয় প্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশী মিশ্রকে প্রভু কৃপা করিলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বেশে দর্শন দিলেন।

মাঘ।

গৌড়-মণ্ডলে সংবাদ প্রেরণ। প্রভুর প্রত্যা-গমন বার্ত্তা লইয়া শ্রীকালা কৃষ্ণদাস বিপ্র নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন।

ফাল্গুন।

শ্রীস্বরূপ দামোদরের নীলাচলাগমন। প্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। স্বরূপ দামোদর, কাশী হইতে গুরুর আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। ইনি "কৃষ্ণ রসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপই সাক্ষাৎ প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ"। ব্রজলীলায় শ্রীমতী বিশাখা সখী এবং গৌরাবতারে সাড়ে তিন জন পাত্রের একজন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব স্বরূপই সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রকাশিত করেন। প্রভুর গম্ভীরালীলা, স্বরূপ তাঁহার করচায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনকার কীর্ত্তনের উন্মাদিনী সুরের সৃষ্টিও তাঁহার দ্বারাই হইয়াছিল।

শ্রীপরমানন্দ পুরীর নীলাচলাগমন। পরমানন্দ পুরীর সুখ্যাতি তখন ভারতব্যাপী। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য—নিবাস ত্রিহুত। প্রভুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সন্ধানে নানা দেশ ও পরে নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আসিলেন ও প্রভুর নিকট রহিয়া গেলেন।

চৈত্র।

গোবিন্দ ও কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর নীলাচলাগমন। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর দুই সেবক গোবিন্দ কায়স্থ ও কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, তাঁহার দেহত্যাগের পর, গুরুর আদেশে নীলাচলে আসিয়া, প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন ও গোবিন্দ তাঁহার সেবায় রত হইলেন।

গোপীনাথের জন্ম। শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথের জন্ম এই বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নীলাচলাগমন। শ্রীপাদ কেশব ভারতীর পরমার্থ ভাই শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী, সে সময়কার একজন দেশবিখ্যাত সাধু ও পণ্ডিত। প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিলেন; পরিধানে চর্ম্মাম্বর—প্রভু কটাক্ষ করিলেন। ভারতী উহা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া, বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

শক ১৪৩৪
খৃ ১৫১২,
বৈশাখ।

শ্রীরায় রামানন্দের নীলাচলাগমন। রামানন্দ, রাজা প্রতাপ রুদ্রের অনুমতি লইয়া, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া রহিয়া গেলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, প্রভুর কৃপার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রভু রাজ-সংসর্গ করিবেন না।

জ্যৈষ্ঠ।

গৌড়-মণ্ডলের ভক্তগণের নীলাচলাগমন। প্রভুর নীলাচল-প্রত্যাগমন বার্ত্তায় গৌড়-মণ্ডলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—চারিদিকে আনন্দ কোলাহল এবং প্রভুকে নীলাচলে দেখিতে যাইবার আয়োজন! প্রায় দুই শত ভক্ত নীলাচলে আসিলেন। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীদামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শঙ্কর, পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুর এবং আরও কেহ কেহ প্রভুর নিকট রহিয়া গেলেন।

আষাঢ়।

চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দের জন্ম। অম্বিকানিবাসী সুবুদ্ধি মিশ্র ও রোদনী দেবীর পুত্র। সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্য-শাখান্তর্গত। জয়ানন্দ, শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং কালে চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড় মণ্ডলে প্রেরণ। শ্রীনিত্যানন্দ, প্রভুর নিকট নীলাচলে রহিয়া খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; যেখানে সেখানে প্রসাদ পান আর নিত্য কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। প্রভু তাঁহাকে, অনেক বুঝাইয়া, গৌড় মণ্ডলে প্রেমধন বিলাইতে পাঠাইলেন।

পৌষ।

শ্রীশিখি মাহিতিকে কৃপা। উৎকলবাসী শিখি মাহিতি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে লিখনাধিকারী ছিলেন। তাঁহার মুরারি নামে এক ভ্রাতা ও মাধবী নামে ভগিনী ছিলেন। প্রথম দর্শনাবধি মুরারি ও মাধবী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন; শিখি মাহিতির সে বিশ্বাস হইল না। তিনি মুরারি ও মাধবীর জন্য, শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বপ্নে শিখিকে কৃপা করিলেন এবং নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শিখি এরূপ কৃপাপাত্র হইলেন যে, গৌরলীলার সার্দ্ধ তিনজন

ফাল্গুন।

পাত্রের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইলেন। মাধবী দাসীও অর্দ্ধজন হইয়াছিলেন;

"মুরারির করচা" রচনা। শ্রীমুরারি গুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ বা "মুরারির করচা" এই দিনে রচিত শেষ হয়। এই গ্রন্থ "দামোদর-সংবাদ, মুরারি-মুখোদিত" এবং শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলার প্রামাণিক গ্রন্থ।

শক ১৪৩৫, আষাঢী শুক্লা-পঞ্চমী খৃঃ ১৫১৩,

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশ্যে গৌরকীর্ত্তন। ভক্তগণ, প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারেও নীলাচলে আসিয়াছেন। রথযাত্রার পর, প্রভু তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিতে বলিলেন কারণ, এবারে তিনি বিজয়াদশমী দিবসে গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৌরকীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হইল; একটি পদ রচনা করিলেন, আর শত শত ভক্ত মিলিয়া প্রকাশ্যে উদ্দণ্ড গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু রোধ করিতে পারিলেন না।

শক ১৪৩৬, আষাঢ খৃ ১৫১৪,

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পত্র। এই সময়, ভারত-বর্ষের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, কাশী হইতে প্রভুকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখেন। প্রভুর অজ্ঞাতসারে, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য কাশীযাত্রা করিলেন; সেখানে কিছু করিতে না পারিয়া ভাদ্র মাসে ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৌড়মণ্ডলে শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়মণ্ডল যাত্রা। জননী, জাহ্নবী ও জন্মভূমি দর্শন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেন। গদাধর ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া, গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত; প্রভু তাঁহাকে কোনমতে সঙ্গে লইলেন না। সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতি কিয়দ্দূর সঙ্গে গিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

শক ১৪৩৬, বিজয়া দশমী খৃঃ ১৫১৪,

প্রভুর নৌকা পানিহাটির রাঘবের ঘাটে আসিয়া লাগিল; ঘাটের ধারে অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে, প্রভু উঠিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং রাঘব-ভবনে একরাত্রি বাস করিয়া পুনর্ব্বার চলিলেন। এই বৃক্ষরাজ, বাঁধাঘাট এবং রাঘব-ভবন অদ্যাপি পানিহাটিতে বৈষ্ণবের তীর্থরূপে বিরাজিত। পরদিন প্রভু কুমারহট্টে (হালিসহরে) শ্রীবাসালয়ে উঠিলেন; শ্রীপাট কুমারহট্ট তাঁহার গুরুদেবের জন্মভূমি, একমুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া বহির্ব্বাসে উঠাইলেন। সপরিবার শ্রীবাসকে কৃপা করিয়া, পরদিন কাঞ্চনপল্লী গ্রামে (কাচড়াপাড়া) শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীবাসুদেব দত্তের বাটীতে শুভাগমন করিলেন এবং তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া, পরদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতালয়ে আসিলেন। লোকের জনতায় প্রভু অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। নবদ্বীপে কয়েকদিন লুকাইয়া থাকিবেন ভাবিয়া, বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে গোপনে উঠিলেন, কিন্তু লোকের জনতায় বাধ্য হইয়া, গঙ্গার অপর পারে কুলিয়ায় শ্রীমাধবদাস বা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে পলায়ন করিলেন; এখানে প্রভু সাতদিন রহিলেন। বোধ হয় এইজন্যই, কুলিয়ার নাম সাত-কুলিয়া হইয়া থাকিবে। একবার পিতৃগৃহ দর্শন করিতে আসিলেন; গৃহদ্বারে

কার্ত্তিক, কৃষ্ণা দশমী।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—প্রভু তাঁহাকে নিজ কাষ্ঠপাদুকা দান করিলেন এবং উহাদ্বারা তাঁহার বিরহ শান্তি করিতে আদেশ দিলেন।

দেবানন্দের অপরাধ-ভঞ্জন। নবদ্বীপে "ভাগবতিয়া দেবানন্দ", শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, এই মাধব দাসের বাটীতে প্রভু উহা ভঞ্জন করিলেন। দেবানন্দ বর চাহিলেন, এই কুলিয়া আসিয়া যে কেহ, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট নিজ অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করিবেন, তাঁহার সর্ব্বাপরাধ তদ্দণ্ডেই ভঞ্জন হইবে। প্রভু "তথাস্তু" বলিলেন, আর সেইঅবধি কুলিয়া "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" আখ্যা পাইল। সম্প্রতি কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেশনের নিকট "কোলে" নামক স্থানকে যে "দেবানন্দের অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" বলিয়া পরিচয় দিয়া, ঐস্থানে উৎসবাদি হইয়া থাকে, উহা ঠিক নহে। মাধবদাস বা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বাটী বর্ত্তমান সাতকুলিয়ায়—নবদ্বীপ-সন্নিকট চাটডাঙ্গা গ্রামের আধ মাইল দক্ষিণে। সম্প্রতি এই স্থানে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" স্থাপন করিয়া উৎসবের ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় ও বৈঁচীতে মাধবদাসের বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ। গঙ্গাতীরে অগ্রদ্বীপ গ্রামে প্রভু একদিন ভিক্ষা করিলেন; আহারান্তে মুখশুদ্ধি ইচ্ছা করিলেন, পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ, পূর্ব্বদিবসের সঞ্চিত হরিতকী-খণ্ড বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া দিলেন। প্রভু বুঝিলেন, গোবিন্দের সঞ্চয়-বাসনার ক্ষয় হয় নাই এবং সেইজন্য তাঁহাকে অগ্রদ্বীপে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে রহিয়া, প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন গঙ্গাস্নান কালে, একখানি কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া গোবিন্দের গাত্র স্পর্শ করিল, তিনি উহা তীরে উঠাইয়া রাখিলেন এবং

অগ্রহায়ণ

প্রভুর স্বপ্নাদেশমত পরদিন গৃহে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলেন সেখানি কাষ্ঠ নহে, একখানি উজ্জ্বল প্রস্তর।

কাটোয়ার পাঁচক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদীতীরে কুলাইগ্রামে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে, গোবিন্দ ঘোষঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বল্লভ ঘোষ পূর্ব্বে, মুর্শিদাবাদ জেলায়, কান্দির সন্নিকট রসোড়া গ্রামে বাস করিতেন। বল্লভের নয় পুত্র সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত, তন্মধ্যে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব সহোদর ছিলেন। তিন জনেই পদকর্ত্তা ও সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন এবং প্রভুর অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। কাশীপুর-বিষ্ণুতলায় গোবিন্দের বিবাহ হয়; সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করেন। বাসুদেব ঘোষ তমলুকে, মাধব ঘোষ দাইহাটে ও গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট করেন। কুলাইগ্রামে ইহাদের বাসচিহ্ন ও বংশধরেরা আছেন।

রামকেলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রভু, গৌড়রাজধানী বর্ত্তমান মালদহ সন্নিকট রামকেলি নগরে আসিয়া পৌছিলেন।

পৌষ।

এই সময় শ্রীসনাতন ও রূপ, মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হইয়া উঠেন। অদ্ধরাত্রে ছদ্মবেশে তাঁহারা প্রভুরচরণে মিলিলেন; প্রভু সপার্ষদে তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন এবং অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন এইরূপ সঙ্কেতবাক্য কহিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য জন-সংঘট্ট; শ্রীসনাতন, প্রভুকে এত লোক লইয়া বৃন্দাবনযাত্রা যুক্তিসঙ্গত নহে এইকথা নিবেদন করিলে, প্রভু সংকল্প ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

মকর সংক্রান্তির দিবস, প্রভু উদ্ধারণ দত্তঠাকুরের উদ্ধারণপুর পাটে শুভাগমন করিলেন। এই স্মৃতি উপলক্ষে, এই স্থানে এই সময় প্রতিবৎসর, কয়েকদিবসব্যাপী এক মেলা বসিয়া থাকে। তৎপর শ্রীখণ্ড হইয়া মাঘ মাসের প্রথমেই প্রভু অগ্রদ্বীপে আসিলেন।

অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ। গোবিন্দের প্রাপ্ত প্রস্তরে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইলেন। প্রভু স্বয়ং তাঁহার

মাঘ। প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষঠাকুর তাঁহার সেবাইত নিযুক্ত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম হইল "গোপীনাথ"। গোপী-নাথের কাহিনী এখানে শেষ করিয়া রাখি। গোপীনাথের সহিত গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভুর আদেশে, তিনি দার-পরিগ্রহ করিলেন, এক পুত্র জন্মিল এবং কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীর কাল হইল। গোবিন্দ, শিশুপুত্র ও গোপীনাথকে সমস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে পুত্রটিও দেহত্যাগ করিল। গোবিন্দ, গোপীনাথের উপর অভিমান করিয়া তাঁহাকে উপবাসী রাখিয়া পড়িয়া রহিলেন। গোপীনাথ কথা কহিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা করিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সমস্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের দেহত্যাগ হইলে মন্দির প্রাঙ্গণে দেহ সমাহিত হইল। গোপীনাথ যথারীতি অশৌচপালন করিলেন এবং মাসান্তে সর্ব্বসমক্ষে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে গোপী-নাথ, অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ঘোষ ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরদিগের গৃহবিবাদে এই শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল পাটুলির রাজ বাটীতে থাকিয়া, ঘটনাচক্রে নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হয়েন এবং তদবধি কৃষ্ণনগর রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া আইসেন। কলিকাতায় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, কিছুকাল এই শ্রীবিগ্রহ নিজালয়ে রাখিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু ও বালক রঘুনাথ। অগ্রদ্বীপ হইতে, প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতালয়ে আগমন করিলেন এবং তথায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-নির্য্যাণ মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিয়া গেলেন। সপ্তগ্রামের বালক রঘুনাথ

আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, প্রভু তাঁহাকে, অনাশক্তভাবে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিলেন।

শ্রীগৌরীদাসালয়ে আদি নিতাই-গৌর বিগ্রহ। অদ্বৈতালয়ে অবস্থিতিকালে, প্রভু একদিন শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া, অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের আলয়ে শুভাগমন করিলেন। প্রেমোন্মত্ত গৌরীদাস, প্রভুকে নিতাই-সঙ্গে চিরদিনের জন্য, তাঁহার মন্দিরে থাকিতে বলিলেন—না থাকিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। "প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ, প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।" নিতাই গৌর বিগ্রহ প্রস্তুত হইলেন; শ্রীঅদ্বৈতাদেশে তৎপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে "মহা সমারোহে দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিলা।" ইহাই সর্ব্বপ্রথম "নিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

শান্তিপুর হইতে, প্রভু কুমার-হট্টে শ্রীবাসালয়ে ও তথা হইতে পানি-হাটি রাঘব-ভবনে আসিলেন। ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, প্রভু বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শুনিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়ে রাখিয়া চৈত্র মাসের শেষে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন যাত্রা। বিজয়া দশমীর দিন প্রভু, নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। গৌড়-দেশাগত শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল।

শক ১৪৩৮, খৃঃ ১৫১৬, বিজয়া দশমী।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রভু কাশীধামে আগমন করিলেন এবং শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপন মিশ্রের নন্দন বালক রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রভুর দেশবাসী ভক্ত চন্দ্রশেখর সেন কাশীতে ছিলেন এবং প্রভুর চরণে মিলিত হইলেন। গৌড়ের জমীদার সুবুদ্ধি রায় জাতিচ্যুত হইয়া কাশীতে পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

অগ্রহায়ণ।

শ্রীরূপের বৃন্দাবন যাত্রা। প্রভুর সহিত রামকেলিতে মিলনের পর, শ্রীসনাতন ও রূপ, বিষয়ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জিত ধনসম্পত্তি, ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের পরিবারবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া ও সনাতনের প্রয়োজনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া এবং অনুজ বল্লভকে সঙ্গে করিয়া, শ্রীরূপ অগ্রেই গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

পৌষমাসে প্রভু প্রয়াগে আসিলেন এবং তথায় তিনদিবস থাকিয়া মথুরামণ্ডল যাত্রা করিলেন। মথুরায়, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

পৌষ।

শ্রীসনাতনের বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন গমন করিলে, সনাতন রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। গৌড়েশ্বর কোনমতে তাঁহার মনের গতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। বাদশাহ প্রজাশাসনের জন্য উড়িষ্যাদেশে গমন করিলেন, সনাতন রূপের গচ্ছিত অর্থে কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করিয়া, রাত্রিতে গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবনে আসিলেন; চারিদিকে জনরব উঠিল কৃষ্ণ আসিয়াছেন। বৃন্দাবন

তখন ছারেখারে গিয়াছে। তীর্থ চিহ্নাদি সমস্তই বিলুপ্ত প্রায় এবং সর্ব্বত্রই জঙ্গলময়। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছেন—কেবল দুই কুণ্ডের স্থানকে, সাধারণ লোকে "কালীপোক্‌রা" ও "গোরীপোক্‌রা" বলিত। প্রভু ঐ স্থানের ধান্যজমীর জলে স্নান করিলেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকর্ত্তৃক কালে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল, শ্যামকুণ্ডের মধ্য হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের শ্রীবজ্রনাভ-কৃত প্রাচীন কুণ্ড বাহির হইয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে; মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট বর্ত্তমান।

শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল না। প্রভুর আগমনের পূর্ব্বেই, তাঁহারা প্রভুর অন্বেষণে দক্ষিণদেশ যাত্রা করিয়াছেন। প্রভু লাহোরবাসী ভক্ত কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কৃপা করিলেন; নিজগলের গুঞ্জামলো দিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন—নাম হইল "কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী"। প্রভু তাঁহাকে পশ্চিমদেশে প্রেমপ্রচার করিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস মালোবারে, গুজরাটে এবং সিন্ধুদেশে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ ও সেবাপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

মকরসংক্রান্তির পূর্ব্বেই প্রভু প্রয়াগে প্রত্যাগত হইলেন। পথিমধ্যে পাঠান রাজপুত্র বিজলী খাঁ, তাঁহার যবন ধর্ম্মগুরু ও সৈন্যদিগকে, প্রভু কৃপা করিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাভাগবত "পাঠান-বৈষ্ণব" হইলেন। যবন ধর্ম্মগুরুর নাম হইল "রামদাস।"

শ্রীরূপ-শিক্ষা। ইতিমধ্যে রূপ ও অনুপম প্রয়াগে আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। প্রভু রূপকে দশদিবস নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিলেন ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

মাঘ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচারী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের নিবাস প্রয়াগের সন্নিকট আম্বুলী গ্রামে। তিনি প্রভুকে দেখিতে আসিলেন এবং প্রভুকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

ত্রিহুতের বৈষ্ণব পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় প্রভুর সাক্ষাৎলাভ করিলেন।

শ্রীসনাতন-শিক্ষা। মাঘ মাসের শেষে প্রভু কাশীধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীসনাতন আসিয়া প্রভুর চরণে মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে দুইমাস নিকটে রাখিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

মাঘ -ফাল্গুন

শ্রীপ্রকাশানন্দ উদ্ধার। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত ও কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের নেতা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইল—নাস্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রেমোন্মত্ত ভক্তে পরিণত হইলেন। প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন "প্রবোধানন্দ" এবং তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। প্রবোধানন্দ তাঁহার "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

নীলাচলে প্রত্যাগমন। চৈত্র মাসের শেষে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই।

চৈত্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৌড়মণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ ও গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থিতিকাল।

শক ১৪৩৯
খৃঃ ১৫১৭
জ্যৈষ্ঠ,
শুক্লা ত্রয়োদশী।

পানিহাটির দণ্ডমহোৎসব। এদিকে প্রভুর আদেশে, প্রেম-বিহ্বল পার্ষদগণ লইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়মণ্ডলে প্রেম-প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রভু আদেশ করিয়াছেন "কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়"; তাহাই হইল; প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। সুরধুনীর দুইকূলে পানিহাটী, খড়দহ, এড়িয়াদহ, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বড়গাছি, দোগাছিয়া, কুলিয়া প্রভৃতি স্থান গোলকের আনন্দসুধায় পরিপ্লুত হইল। শ্রীনিতাইয়ের সঙ্গে তাঁহার "আপ্তগণ" সকলেই আছেন—অভিরাম, সুন্দরানন্দ, কমলাকর, ধনঞ্জয়, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, উদ্ধারণদত্ত, গদাধর দাস, মুরারি, সদাশিব, পুরন্দর, জগদীশ, কৃষ্ণদাস হোড় প্রভৃতি মহাশক্তিধর অসংখ্য পার্ষদ; ইহাদের প্রত্যেকের শক্তি এতই অধিক যে "সভে যাঁরে স্পর্শ করেন হস্ত দিয়া, সেই হয় বিহ্বল, সকল পাশরিয়া।" সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটী শ্রীরাঘব-ভবনে তিনমাস সংকীর্ত্তনরঙ্গে অবস্থিতি করিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া, শ্রীনিতাইয়ের চরণে প্রণত হইলেন; প্রভু তাঁহাকে দণ্ড দিয়া কৃপা করিলেন। প্রেমভক্তি-চোর রঘুনাথকে দণ্ডাদেশ হইল "দধি চিড়া ভালমতে খাওয়াও মোরগণে।" মহাসমারোহে এই মহামহোৎসব সম্পন্ন হইল—শ্রীনিত্যানন্দের আহ্বানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ

হইলেন, তখন শ্রীনিতাই প্রত্যেক ভোগাধার হইতে এক একগ্রাস উঠাইয়া "মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস"। এই প্রেম মহোৎসব আজ চারিশত বৎসরের অধিক কাল, জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৎসর বৎসর পানিহাটীতে, সেই বাঁধাঘাটে ও সেই বৃক্ষরাজতলে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। ব্রজলীলায় শ্রীবিলাস-মঞ্জরী এবং গৌরলীলায় ছয় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রথমবারে শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনের সঙ্গী তাঁহার অনুজ শ্রীবল্লভ, পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, বল্লভের পুত্র। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে কাশীধামে গমন করিয়া, শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভগবৎ, কৃষ্ণ, পরমার্থ, ভক্তি, তত্ত্ব, ক্রম ও প্রীতি নামক সাতখানি সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা, ধাতুসংগ্রহ, সূত্রমালিকা, রসামৃতশেষ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত।

শক ১৪৩৯
খৃঃ ১৫১৭

শ্রীরূপের নীলাচলাগমন। শ্রীবৃন্দাবনে মাসাবধিকাল অবস্থিতি করিয়া, শ্রীরূপ একবার দেশে আসিলেন এবং প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া তথায় গমন করিলেন। নীলাচলে আসিয়া শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরূপ তখন তাঁহার "ললিত-মাধব" ও "বিদগ্ধ-মাধব" লিখিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে দশমাস নিকটে রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদী। দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার লোদীর রাজ্যশেষ ও ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যলাভ।

শক ১৪৩৯,
খৃঃ ১৫১৭

শ্রীসনাতন গোস্বামীর নীলাচলাগমন। এক-বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া, সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকট আসিলেন এবং যবন হরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। পথে আসিবার কালে, সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে ক্লেদযুক্ত কণ্ডু হইল। তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন পাপদেহ আর রাখিবেন না, রথের চক্রের নীচে প্রাণ দিবেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সমস্তই বুঝিলেন এবং সনাতনকে সংকল্পত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। পরে প্রভুর আলিঙ্গনে, সনাতনের "কণ্ডু গেল, অঙ্গ হইল সুবর্ণের সম"।

শক ১৪৪০ খৃঃ ১৫১৮,

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচলাগমন। পানিহাটির মহোৎসবের পর হইতে, রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং গৃহত্যাগের নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। একদিবস ঘটনাচক্রে, নিজ ইষ্ট-দেবতা শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের কৃপায়, রাত্রিশেষে রঘুনাথ উদ্ধার লাভ করিলেন এবং দ্বাদশ দিবসের অক্লান্ত পরিশ্রমে, পদব্রজে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহার নাম হইল "স্বরূপের রঘু"।

জ্যৈষ্ঠ।

কবীরের দেহত্যাগ। কবীর-পন্থী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কবীর এই সময়ে দেহত্যাগ করেন। কবীর রামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন; হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীসনাতনের নীলাচল ত্যাগ। এক বৎসর নিকটে রাখিয়া প্রভু সনাতনকে মহাশক্তিধর করিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন।

চৈত্র।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব। কাটোয়ার সাত মাইল অগ্নিকোণে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে চাকন্দী গ্রামে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও মাতা শ্রীখণ্ড-সন্নিকট যাজিগ্রামবাসী বলরাম আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, পুত্রকামনায় নীলাচলে আগমন করিলে, প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপা করেন এবং অচিরে তাঁহাদের এক পুত্রলাভ হইবে ও সেই পুত্রে তাঁহার শুদ্ধ প্রেম আবির্ভূত হইবে এইরূপ কহিয়া, তাঁহাদিগকে সত্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন। গৃহে আসিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভসঞ্চার হইল, গ্রামে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, এবং গ্রামের শক্তি-উপাসক জমীদার দুর্গাদাসের হরিভক্তি লাভ হইল। বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস, লক্ষ্মীপ্রিয়া এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত গৌরকান্তিবিশিষ্ট পুত্র প্রসব করিলেন। যথাসময়ে পুত্রের নাম রাখা হইল "শ্রীনিবাস"।

শক ১৪৪১, খৃঃ ১৫১৯, বৈশাখী পূর্ণিমা

শ্রীনিত্যানন্দ-বসুধা মিলন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে, শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার প্রিয়শিষ্য উদ্ধারণ দত্তঠাকুরের উদ্যোগে, অম্বিকা কালনানিবাসী রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের কন্যা শ্রীমতী বসুধা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে অবধূত নিত্যানন্দকে বেদবিহিত সংস্কার করিয়া উপবীত ধারণ করিতে হইয়াছিল।

শক ১৪৪১, খৃঃ ১৫১৯,

গৌড়বাদশাহ হোসেন সাহার—রাজ্য শেষ ও নাসিরুদ্দিন নসরৎ সাহার রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪৪১, খৃঃ ১৫১৯,

শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথজীর মন্দির নির্ম্মাণ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন-নাথজীর সেবাধিকার, তদীয় শিষ্য শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপর ন্যস্ত হয়। বল্লভাচার্য্য এই শ্রীবিগ্রহের গোবর্দ্ধনোপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

শক ১৪৪২, খৃঃ ১৫২০

শক ১৪৪৩, খৃঃ ১৫২১,

শ্রীনিত্যানন্দ-জাহ্নবা মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় সূর্য্যদাস পণ্ডিত, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জাহ্নবা-দেবীকে, শ্রীনিত্যানন্দ হস্তে সমর্পণ করেন।

শক ১৪৪৪-৪৫, খৃঃ ১৫২২-২৩,

শ্রীবীর হাম্বীরের জন্ম। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্লরাজবংশীয় নৃপতি বীর হাম্বীর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীদত্ত বৈষ্ণবনাম "চৈতন্যদাস"।

শক ১৪৪৫, খৃঃ ১৫২৩,

দেনুড়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলযাত্রাকালে, শিষ্য শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন দাসকে, নবদ্বীপের সাত মাইল পশ্চিম দেনুড় গ্রামে পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহাকে এইস্থানে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহপ্রকাশ ও লীলাবর্ণন করিতে আদেশ দেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় এই স্থানেই রহিয়া গেলেন।

শক ১৪৪৫, জ্যেষ্ঠ। খৃঃ ১৫২৩,

শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলাগমন। গৌড়মণ্ডলে আসিয়া, প্রেমোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সমস্ত নিয়মনিষ্ঠা ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন, শ্রীঅঙ্গে ইচ্ছামত বসনভূষণ পরিধান করিলেন এবং সুবর্ণ-বণিকদিগকে কৃপা করিয়া সমাজে উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে তাঁহার একদল প্রবল শত্রু সৃষ্টি হইল। বৈষ্ণবদিগের অনেকেও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। নীলাচলে প্রভুর নিকট শ্রীনিতাইয়ের নামে নানারূপ অভিযোগ আসিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ বাধ্য হইয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভু তাঁহার সমুদয় কার্য্যের সমর্থন করিয়া, তাঁহার স্তুতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন শ্রীনিতাইয়ের পার্ষদগণ ব্রজের গোপবালক—তাহারা কোন বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী নহেন। শত কুকর্ম্ম করিলেও নিতাই ব্রহ্মাদির বন্দনীয়।

চৈতন্যমঙ্গলকার লোচনদাসের আবির্ভাব।

শক ১৪৪৫, খৃঃ ১৫২৩,

বৰ্দ্ধমান জেলায় ই, আই, আর গুস্করা ষ্টেশনের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী কোগ্রামে, লোচনদাস বা ত্রিলোচন দাস বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কমলাকর দাস। লোচনের মাতুল-নিবাসও ঐ গ্রামে ছিল। বাল্যকালে লোচন বড় আদুরে ছিলেন এবং অতিকষ্টে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার আদেশে, লোচন "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "দুর্লভসার," "আনন্দ-লতিকা" "দেহ-নিরূপণ," "চৈতন্য-প্রেমাবলাস," "ধাতুতত্ত্বসার" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লোচনের রচিত। লোচনের ধামাল পদগুলি বড়ই মধুর।

শ্রীকবিকর্ণপূরের আবির্ভাব।

শক ১৪৪৬ খৃঃ ১৫২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ কাঁচড়াপাড়াবাসী শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেনরূপে কবিকর্ণপূর জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত নীলাচলে আসিয়া, শিশু পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপদাঙ্গুষ্ঠ চোষণ করিয়া দৈববিদ্যালাভ করেন। এই কৃপালাভের পর, তাঁহার মুখ হইতে প্রথমোচ্চারিত শ্লোকে, ব্রজগোপীদিগের কর্ণভূষণের বর্ণনা থাকায়, প্রভু তাঁহার নাম "কবিকর্ণপূর" দেন। "চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক," "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" "আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ," "চৈতন্য-চরিত মহাকাব্য" প্রভৃতি গ্রন্থ কবিকর্ণপূরের রচিত।

শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুর-নির্য্যাণ।

শক ১৪৪৭ খৃঃ ১৫২৫

অতিবৃদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের দৈনিক তিন লক্ষ নামজপ করা কঠিন হইয়া উঠিল; তিনি প্রভুর নিকট বিদায় চাহিয়া বর মাগিলেন, তিনি প্রভুর শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া ও চাঁদমুখখানি চাহিতে চাহিতে, নামের সহিত দেহত্যাগ করিবেন। তাহাই হইল; সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসকে প্রদক্ষিণ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন আর

হরিদাস "নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ"। প্রভু হরিদাসের দেহ কোলে উঠাইয়া নৃত্য করিলেন এবং সপার্ষদে সমুদ্রতীরে নিজহস্তে সমাধিস্থ করিয়া, মহোৎসবের জন্য স্বয়ং ভিক্ষা করিলেন।

শক ১৪৪৮
খৃঃ ১৫২৬

দিল্লীর বাদশাহ বাবর। বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর রাজ্য শেষ ও বাবরের রাজ্যারম্ভ।

পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের আবির্ভাব। পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য চিরঞ্জীব সেন ও মাতা শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক "কবি দামোদরের" কন্যা সুনন্দা দেবী। বিবাহের পর, চিরঞ্জীব পূর্ব্বনিবাস কুমার-নগর ত্যাগ করিয়া শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে বাস করেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দের অগ্রজ। শক্তি-উপাসক মাতামহের গৃহে পালিত হইয়া, উভয় ভ্রাতা বহুকাল শাক্ত ছিলেন, পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া, উভয়েই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শেষজীবনে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় বর্ত্তমান ভগবানগোলা ষ্টেশনের নিকট "তেলিয়া বুধুরী" গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। ইঁহাদের "কবিরাজ" উপাধি শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ প্রদত্ত। বুধুরীতে অবস্থানকালে, গোবিন্দ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় গমন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায়ের সহিত গোবিন্দের বিশেষ প্রণয় ছিল। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক দুইটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বুধরীতে বর্ত্তমান।

শক ১৪৪৯
খৃঃ ১৫২৭

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নীলাচল যাত্রা। শ্রীউদ্ধারণদত্ত ঠাকুর, ৪৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করেন এবং তথায় ৬ বৎসর অবস্থান করিয়া, শেষ জীবন শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

শক ১৪৫১
খৃঃ ১৫২৯

পদকর্ত্তা শ্রীজ্ঞান দাসের আবির্ভাব। বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রাম থানার অধীন, মনোহরসাহী পরগণা মধ্যস্থ বড়কাঁদরা বা রামজীবনপুর গ্রামে, গৃহী বৈষ্ণব বংশে শ্রীনিত্যানন্দশাখা পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে জ্ঞানদাসের পাটবাড়ীতে, তাঁহার স্থাপিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, জ্ঞানদাসের বংশধরদিগের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণবের পাটও এই গ্রামে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্ত্তনের সৃষ্টি এই গ্রামেই হইয়াছিল। এই গ্রামের সন্নিকট "বিশ্রামতলা" নামক স্থানে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা সিদ্ধ মনোহর দাসের পাট "দধিয়া বৈরাগীতলা" এই গ্রামের নিকট।

শক ১৪৫২
খৃঃ ১৫৩০

দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন। দিল্লীর বাদশাহ বাবরের রাজ্যশেষ ও হুমায়ুনের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪৫২
খৃঃ ১৫৩০

চাতরায় শ্রীকাশীশ্বর। উপগোপাল শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করেন। ১৬ বৎসর প্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া, স্বীয় জননীর চেষ্টায় ও প্রভুর আদেশে, ৩৩ বৎসর বয়সে, কাশীশ্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও হুগলী জেলায় বর্ত্তমান শ্রীরামপুর ষ্টেশনের অতি নিকট চাতরা গ্রামে, শ্রীপাট স্থাপন করেন।

শক ১৪৫৩
খৃঃ ১৫৩১

শ্রীকানাই ঠাকুরের আবির্ভাব। গোপাল শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র ঠাকুর কানাই, সুখসাগর গ্রামে জননী জাহ্নবা দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ দিবসে মাতৃ বিয়োগ হইলে, শ্রীনিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবাদেবী এই

শক ১৪৫৩
খৃঃ ১৫৩১

শিশুকে পুত্ররূপে প্রতিপালিত করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই শিশুর নাম "কৃষ্ণদাস" ও শ্রীজীব গোস্বামী "কানাই ঠাকুর" রাখিয়াছিলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব। রাজসাহী জেলার প্রধান নগর বর্ত্তমান "রামপুর বোয়ালিয়ার" ছয়ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমাংশে গড়েরহাট পরগণায় খেতুরী গ্রামে, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে, নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। নরোত্তম যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ তাঁহার স্থানে রাজা হন।

শক ১৪৫৩
১৫৩১
মাঘী পূর্ণিমা

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবনাগমন। প্রভুর আদেশমত, মাতাপিতার অপ্রকটের পর, শ্রীগোপাল-ভট্ট বৃন্দাবনে আগমন করিলেন ও শ্রীরূপ-সনাতন কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হইলেন। শ্রীরূপের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। এই সংবাদ নীলাচলে পৌঁছিলে, প্রভু তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত একখানি পত্রের সহিত নিজ ডোরকৌপীন ও বহির্ব্বাস আসন প্রসাদ স্বরূপ শ্রীগোপালভট্টের নিকট প্রেরণ করিলেন।

শক ১৪৫২
খৃঃ ১৫৩০

চাতরায় শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত চাতরায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জমাদারের নিকট জমাধার্য্যে, বহু জমাজমী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং তাহার উপর "গৌরাঙ্গপুর" "বাসুদেবপুর" ও "চাতরা" মৌজার পত্তন হইল। কাশীশ্বরের জননী, ভ্রাতা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজনগণ চাতরায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শক ১৪৫৪
ফাল্গুনী পূর্ণিমা
খৃঃ ১৫৩২

মাহেশে কমলাকর পিপলাই। অতিবৃদ্ধ ধ্রুবানন্দ, কমলাকর নামক ভক্তকে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার ভারার্পণ করিবার প্রত্যাদেশ পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই গোপাল শ্রীকমলাকর পিপলাই আত্মীয় স্বজনের অগোচরে সংসার ত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। ধ্রুবানন্দ তাহার হস্তে শ্রীবিগ্রহের সেবার ভারার্পণ করিয়া যথাসময়ে লীলা সম্বরণ করেন।

শক ১৪০৪
খৃঃ ১৫৩২

শ্রীতুলসী দাসের আবির্ভাব। যুক্ত-প্রদেশে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী রাজাপুরে ব্রাহ্মণ-কুলে ভক্ত তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম, মাতা তুলসী। শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, তুলসী নৃসিংহদাস নামক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিপালিত হন হনুমানের কৃপায়, শ্রীরাম ও সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা পুলিনের দক্ষিণে, তুলসী দাসের মঠে শ্রীরাম-সীতা ও তুলসীদাসের বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। তুলসীর হিন্দী রামায়ণ ও দোহা প্রসিদ্ধ।

শক ১৪৫৪
১৫৩২

গৌড় বাদশাহ ফিরোজসাহ। গৌড় বাদশাহ নাসিরুদ্দিন নসরৎ সাহার রাজ্য শেষ ও আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহার রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪৫৫

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তিরোধান শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর শেষ অষ্টাদশবর্ষ, প্রভু আর কোথায়ও গমন করেন নাই; নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরের নির্জ্জন কক্ষে বাস করিয়া, শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদগণের সহিত, ব্রজলীলা-রসাস্বাদনে মগ্ন থাকিতেন। প্রভুর এই লীলার নাম "গম্ভীরা লীলা"। এ লীলা বর্ণনা ত অতি দূরের কথা, বুঝিবার শক্তিও আমাদের মত বদ্ধজীবাধমের নাই।

শক ১৪৫৫
খৃঃ ১৫৩৩
প্রথম আষাঢ়

আষাঢ় মাসের প্রথমে, প্রভু লীলাসম্বরণ করিয়া অপ্রকট হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, প্রভুর অপ্রকটলীলার বর্ণনা না করিয়া, জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এ লীলা বর্ণনের অধিকার জীবের নাই।

উড়িষ্যাদেশে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের নাম "গম্ভীরা"। প্রভুর এই গম্ভীরা মন্দির, রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের বাটীতে অবস্থিত। প্রভুর অপ্রকটের পর, তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গম্ভীরা-আশ্রমের মহান্ত হইলেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সেবা স্থাপন করিলেন। গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের খড়ম, করঙ্গ ও ব্যবহৃত কন্থা যত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নিজ সম্প্রদায়কে "নিমানন্দ সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করেন। এই নিমানন্দ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের আর একটি পাটবাড়ী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জ মধ্যে আছেন। এইটি "ছোট মঠ" এবং নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দির "রাধাকান্তের মঠ" বা "বড় মঠ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরবর্ত্তী কাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রকটকাল।

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব।

শক ১৪৫৫, আসাঢ়ী শুক্লা-দশমী খৃঃ ১৫৩৩,

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই তদ্গত-প্রাণ শ্রীস্বরূপ দামোদর অচেতন হইলেন, আর চেতন হইল না, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইল। ভক্তগণের প্রতি দৈববাণী হইল, আর মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া যাইবে না, এখন ভক্তগণের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। নীলাচলের প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল।

নীলাচলে শ্রীনিবাস। পিতৃবিয়োগের পর, শ্রীনিবাস জননীর সহিত যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। নীলাচলে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য, শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে শ্রীসরকার ঠাকুরের অনুমতি লইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মহাপ্রভুর লীলাসংগোপনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নীলাচল যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। নীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে বাহ্যজ্ঞানশূন্য শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন; শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্দপুরী, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথাচার্য্য, শিখি মাহিতি প্রভৃতি প্রভুর প্রিয়পার্ষদ দিগের চরণে প্রণত হইলেন এবং প্রভুর বিরহে তাঁহাদের ও তৎসঙ্গে নীলাচলপুরীর যে নিদারুণ অবস্থা হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র বিরহে অধীর হইয়া এবং এ নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, শ্রীরঘুনাথ দাস উন্মত্ত ভাবে শ্রীবৃন্দাবন পথে ধাবিত হইয়াছেন। পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীনিবাসকে শ্রীভাগবত গ্রন্থ পড়াইবার জন্য, প্রভু শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রুজলে পণ্ডিত গোস্বামীর ভাগবতগ্রন্থের অক্ষরগুলি মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হওয়ায়, উহা পাঠের অযোগ্য হইয়াছে। সুতরাং তিনি গৌরমণ্ডলে শ্রীসরকার ঠাকুরের নিকট হইতে একখানি নূতন ভাগবতগ্রন্থ আনয়ন করিবার জন্য শ্রীনিবাসকে গৌড়মণ্ডল প্রেরণ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ। শ্রীসনাতন গোস্বামী, মহাবনবাসী পরশুরাম চৌবেনামক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ আনয়ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ভক্তব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হইলেন।

শক ১৪৫৫, মাঘী শুক্লা-দ্বিতীয়া খৃঃ ১৫৩৪,

শ্রীযমুনাতীরে "আদিত্যটিলা" নামক স্তূপের উপর একখানি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার মদনগোপালের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিলেন। শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীললিতাদেবীর শ্রীবিগ্রহ আনীত হইয়া মদনগোপালের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত হইলে, বিগ্রহের নাম "মদনমোহন" রাখা হয়। কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক মুলতান দেশীয়

জনৈক ধনবান বণিক কিছুকাল পরে, এক শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং এই মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি মন্দির, যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পিতামহ শ্রীগুণানন্দ মজুমদার (বসন্তরায়ের পিতা) ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের পর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাদশাহ আরঙ্গজেবের সময় মদনমোহনজীকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে, এই বিগ্রহ করৌলির রাজার অধিকারভুক্ত। শ্রীবৃন্দাবনের বর্ত্তমান প্রতিভূ মদনমোহন বিগ্রহ পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

শক ১৪৫৬, জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা খৃঃ ১৫৩৪, — শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুণ বিচ্ছেদে, পণ্ডিত গোস্বামী লীলা-সম্বরণ করিলেন।

নীলাচল-পথে শ্রীনিবাস। নীলাচল-প্রত্যাগত শ্রীনিবাস, শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের নিকট, নূতন ভাগবত গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন ; পথে যাজপুরে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীশ্রীগৌরগদাধর স্বপ্নাবেশে শ্রীনিবাসকে দর্শন দিয়া, নবদ্বীপ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করিতে কৃপাদেশ করিলেন—শ্রীনিবাস গৌড় অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক। শ্রীরায় রামানন্দ তাঁহার "জগন্নাথ-বল্লভ" নাটক রচনা শেষ করিলেন। এই গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু, অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদদিগের সহিত সর্ব্বদা আস্বাদন করিতেন। এই গ্রন্থের এক একটি শ্লোক আশ্রয় করিয়া, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর এক একটি সুললিত রসকীর্ত্তনের পদের সৃষ্টি করেন।

গৌড়মণ্ডলে শ্রীনিবাস। শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের স্বপ্নাদেশে,

শক ১৪৫৬ বর্ষাকাল খৃঃ ১৫৩৪ — শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ড হইয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিলেন। শ্রীশচীমাতা ইতিপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে, শ্রীনিবাসকে বাৎসল্যরসে

আদর ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, দামোদর, বিজয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও গদাধর দাস শ্রীনিবাসকে কৃপা করিলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আদেশে শ্রীনিবাস নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পৌষ, শুক্লা তৃতীয়া

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী লীলাসম্বরণ করিলেন। শ্রীজগদানন্দ দেবী সত্যভামার প্রকাশ। নিবাস কুমারহট্টে, শ্রীশিবানন্দ সেনের বাটীর নিকট। প্রভুর আদেশ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। জগদানন্দের তৈলভাণ্ড ভঞ্জন, শ্রীসনাতনকে প্রহারোদ্যম প্রভৃতি লীলাদ্বারা তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শক ১৪৫৬ মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া খৃঃ ১৫৩৫

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী-প্রতিপালিত পদকর্ত্তা রামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীবংশীবদন ঠাকুর-পুত্র চৈতন্য দাসের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রোৎসবে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীঅদ্বৈতঘরণী শ্রী ও সীতা দেবী, শ্রীনিত্যানন্দঘরণী দেবী বসুধা ও জাহ্নবা সকলেই বংশীবদনের আলয়ে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বাঘ্‌নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে; কেহ বলেন এই শ্রীপাট ও শ্রীবিগ্রহাদি বংশীবদন ঠাকুরকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন, আবার অনেকে ইহা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করেন। শ্রীপাটের বড় প্রাচীন বার্ষিক মহোৎসব শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষেই হইয়া থাকে, এবং শ্রীপাটের শ্রীবলরাম বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের চূড়াতলেও রামচন্দ্রের নামই খোদিত আছে। রামচন্দ্র জাহ্নবাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একজন

বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। "কড়চা-মঞ্জরী", "পাষণ্ড-দলন" ও "সম্পুটিকা" নামক গ্রন্থ ইঁহার রচিত। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ শচীনন্দন দাসও একজন পদকর্ত্তা।

শক ১৪৫৬
ফাল্গুনী কৃষ্ণা-
তৃতীয়া
খৃঃ ১৫৩৫

শ্রীরামানন্দ রায়ের তিরোভাব। ইঁনি শ্রীরাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। রাঘবেন্দ্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

শক ১৪৫৬
চৈত্র পূর্ণিমা
খৃঃ ১৫৩৫

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। গৌড়মণ্ডলে ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে, সদ্‌গোপ বংশে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা দাসী। জননীর অতি দুঃখের নিধি বলিয়া শিশুর নাম "দুখিয়া" রাখা হয়। দুখিয়ার শৈশবাবস্থায়, তাঁহার পিতা পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিয়া, উৎকলে দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করেন। বাল্যেই দুখিয়ার বৈরাগ্যোদয় হয়, বালক দুখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া, অম্বিকা কালনায় আগমন করেন এবং শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় দুখিয়ার নাম দেওয়া হয় "দুখী কৃষ্ণদাস।" শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "শ্যামানন্দ" নাম প্রদান করেন।

উত্তর ভারতে গোপীনাথ। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী উত্তর দেশে দেববন নামক স্থানে, "গৌড় ব্রাহ্মণ" গোপীনাথকে দীক্ষা দান করেন। গোপীনাথ উত্তর ভারতে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করেন।

শক ১৪৫৭
খৃঃ ১৫৩৫

বৃন্দাবনে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত। গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব। বিবাহের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল বড়গাছি, নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে বাস করিয়া, খড়দহে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করিলেন। বসুধাদেবীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রণামে কালগত হইল। অবশেষে গঙ্গানামে কন্যা ও কিছুকাল পরে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটে, বীরচন্দ্রনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া জীবিত রহিলেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী বন্ধ্যা ছিলেন। বালক বীরচন্দ্র চাঞ্চল্যবশতঃ, বাজীকরের ন্যায় অমানুষী কার্য্য সকল প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে সুশিক্ষা পাইয়া এই সকল ত্যাগ করেন ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। এই সময়, বহু নীচজাতি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। বিশেষ চেষ্টাতেও ইহারা হিন্দুসমাজে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরম দয়াল বীরচন্দ্র এই সকল লোকদিগকে ভেক দিয়া "নেড়া" ও "নোড়"র সৃষ্টি করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একচক্রে তাঁহার পিত্রালয় হইতে কুলদেবতা শ্রীশ্রীবঙ্কিম দেব, শ্রীঅনন্তদেব শিলা ও শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে খড়দহে আনয়ন করিয়া সেবা প্রকাশ করেন। তাঁহার অপ্রকটের পর, বীরচন্দ্র প্রভু গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি প্রস্তর আনিয়া, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া খড়দহে স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে, জাহ্নবাপালিত শ্রীগোপীজনবল্লভ ও শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেব অর্পিত হইয়া নোতাগ্রামে গমন করেন। গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের পিতা শ্রীসচ্চিদানন্দ বান্দ্যাপাধ্যায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়ভক্ত এবং মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। পিতামাতার অপ্রকটের পর গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ, শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর দ্বারা পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়েন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জাহ্নবামাতার ইচ্ছানুসারে নোতা ও মালদহের গদি যথাক্রমে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

শক ১৪৫৭,
খৃঃ ১৫৩৫,

বীর হাম্বীরের রাজ্যারম্ভ। বিষ্ণুপুরের ৪৮ সংখ্যক রাজা হাম্বীর মল্ল, তদীয় পিতা রাজা দমন মল্লের মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন। ইনি বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক। ইঁহার পিতামহ রাজা চন্দ্রমল্লের সময় (খৃঃ ১৪৬১—১৫০১) গোকুল নগরে "শ্রীশ্রীগোবিন্দচন্দ্র জীউ" ও চন্দ্রপুরে "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র জীউ" প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দায়ূদ খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, হাম্বীর মল্ল "বীর হাম্বীর" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। প্রথম বয়সে বীর হাম্বীর অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণান্তর পরম ভক্তে পরিণত হইয়া ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে, তিনি নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, তাল, তমাল, ভাণ্ডির প্রভৃতি বন; যমুনা ও কালিন্দি বাধ; মথুরা, দ্বারকা, গোকুল প্রভৃতি জনপদ স্থাপন করিয়া বিষ্ণুপুরকে গুপ্ত-বৃন্দাবন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। গিরিগোবর্দ্ধনের অনুকরণে তিনি এক মন্দির আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—উহাকে এখন লোকে "রাসমঞ্চ" বলিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীমদনমোহন, কালাচাঁদ ও রামকৃষ্ণ জীউ বীর হাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত। "দিনমণি-চন্দ্রোদয়"—প্রণেতা কবি মনোহর দাস রাজা বীর হাম্বীরের সভাসদ্ ছিলেন; সোনামুখিতে ইহার শ্রীপাট ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে সমাধি আছে।

শক ১৪৫৭ খৃঃ ১৫৩৫,

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অবধি, শ্রীরূপ লুপ্ত বিগ্রহদিগের কোনও সন্ধান করিতে পারিলেন না। একদা গোপবালক-বেশী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "গোমাটীলা" সমীপস্থ একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন। শ্রীরূপ ব্রজবাসীদিগের সাহায্যে, সেই স্থান খনন করাইয়া "যোগ-পীঠ" ও তন্মধ্য-গত "শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ" প্রাপ্ত হইলেন। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা

শক ১৪৫৭ মাঘী শুক্লা পঞ্চমী খৃঃ ১৫৩৬

হইল। পরে রাজা মানসিংহ বহু অর্থব্যয়ে গোবিন্দদেবের এক অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাদশাহ আরঙ্গজেবের সময় ঐ মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং গোবিন্দদেবকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি আদি গোবিন্দদেব জয়পুরেই বিরাজিত আছেন। বৃন্দাবনে পরবর্ত্তীকালে প্রতিভূ গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপিত করা হয়।

বৃন্দাবনের আদি শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ, বৃন্দাদেবী, গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ ও আরও কয়েকটি শ্রীবিগ্রহ, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে স্থাপিত করেন। গোবিন্দজীর বামে যে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি আছেন, ইনি পুরীধাম হইতে আনীত হইয়াছিলেন। তথায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে চক্রবেড় নামক স্থানে ইনি পূজিতা হইতেন।

শ্রীবলরাম বা নিত্যানন্দ দাসের আবির্ভাব।

শক ১৪৫৯
খৃঃ ১৫৩৭

"প্রেম-বিলাস"-রচয়িতা শ্রীবলরামদাস শ্রীখণ্ডগ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী। বাল্যকালেই শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, বলরাম বেষাশ্রয় করেন এবং "নিত্যানন্দদাস" নাম গ্রহণ করেন। "প্রেম-বিলাস" ব্যতীত, ইনি "বীরচন্দ্র-চরিত," "গৌরাঙ্গাষ্টক," "রস-কল্পসার", "কৃষ্ণলীলামৃত" ও "হাট বন্দনা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীযদুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৪৫৯
খৃঃ ১৫৩৭

বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও কবি শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত (বর্ত্তমান ই, আই, আর, সালার ষ্টেশনের নিকট) শ্রীপাট মালিহাটী গ্রামে, বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য-কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাট বুধাইপাড়ায় (বর্ত্তমান বহরমপুর সহরের নিকট গঙ্গার পশ্চিম তীরে) প্রায়ই থাকিতেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ তাঁহার রচিত ১। কর্ণানন্দ, ২। রস

কদম্ব অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধ-মাধবের" বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ, ৩। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "গোবিন্দ-লীলামৃত" গ্রন্থের ভাষায় পদ্যানুবাদ, ৪। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" বাঙ্গলায় পদ্যানুবাদ। এবং ৫। কৃষ্ণবাস্তব। ইঁনি একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন।

কবিকঙ্কন শ্রীমুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম।

শক ১৪৫৯ খৃঃ ১৫৩৭ — ইহার "শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা" পাঠে অনুমান হয়, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রতি ইঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল।

নন্দগ্রামে শ্রীবলভদ্র, কৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদা বিগ্রহ।

শক ১৪৬০ খৃঃ ১৫৩৮ মাঘী শুক্লাষষ্ঠী — শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজমণ্ডলে নন্দগ্রামে এই চারিটি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরিদাস নামক জনৈক ভক্তকে পূজারী নিযুক্ত করেন।

উপগোপাল শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব।

শক ১৪৬০ কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমী খৃ ১৫৩৮ — রুদ্র পণ্ডিত চাতরার শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয়। শ্রীপাট বল্লভপুর, শ্রীরামপুর রেলষ্টেশনের নিকট এবং শ্রীপাট মাহেশের এক মাইল উত্তর। বল্লভপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-জীউ, খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ এবং সাঁইবোনার শ্রীশ্রীনন্দদুলাল জীউ এক প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। বল্লভপুরের রথযাত্রা একটি বিখ্যাত উৎসব।

শক ১৪৬০ খৃঃ ১৫৩৮ — **গৌড় বাদশাহ হুমায়ুন।** গৌড়-বাদশাহ ফিরোজ সাহার রাজ্য শেষ ও হুমায়ুনের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪৬১ খৃঃ ১৫৩৯ — **দিল্লীর বাদশাহ সেরসাহ।** দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের রাজ্য শেষ ও সেরসাহার রাজ্যারম্ভ।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের তিরোভাব।

শক ১৪৬২ খৃঃ ১৫৪০ — উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র দেহ ত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম জানা রাজ্যলাভ করেন। শ্রীপ্রতাপ রুদ্র গৌরলীলায় চৌষট্টি মহান্তের অন্যতম।

শ্রীজয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল। শ্রীশ্রীপণ্ডিতগোস্বামীর আজ্ঞায় ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর কৃপায়, কবি জয়ানন্দ তাঁহার "চৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ এক কালে রচিত হয়েন নাই—জয়ানন্দ চৈতন্য-মঙ্গল গীত গাহিয়া বেড়াইতেন এবং চৈতন্য-মঙ্গলের পয়ার ও পদগুলি নানাস্থানে নানাসময়ে রচনা করিতেন। তাঁহার শেষজীবনে, এই পয়ার ও পদগুলি একত্রে "চৈতন্য-মঙ্গল"-গ্রন্থকারে গ্রথিত হয়। এই গ্রন্থ নানাকারণে বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হয়েন নাই। ইহার অনেক বর্ণনা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

শক ১৪৬২
খৃঃ ১৫৪০

গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব। ছয় বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া, গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর বংশীবটের নিকট দেহরক্ষা করেন। এখানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছেন। দত্তঠাকুরের বংশধরেরা হুগলি, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন। হুগলী জেলায় বালীনিবাসী শ্রীযুক্ত জগমোহন দত্তের দেব মন্দিরে, দত্তঠাকুরের একটী প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি বিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন; উঁহার নিত্য সেবা হইয়া থাকে। দত্তঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম শিলাও এই স্থানে বিরাজিত আছেন।

শক ১৪৬৩
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা একাদশী
খৃঃ ১৫৪১

শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৬৩
খৃঃ ১৫৪১

শ্রীজীব গোস্বামীর গৃহত্যাগ। চব্বিশ বৎসর বয়সে, শ্রীজীবগোস্বামী গৃহত্যাগ করিয়া, কাশীধাম হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। কাশীধামে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়াছিলেন।

শক ১৪৬৩
খৃঃ ১৫৪১

শ্রীগঙ্গাদেবীর বিবাহ। শ্রীনিত্যানন্দসুতা শ্রীমতী গঙ্গা দেবী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবাচার্য্যের করে অর্পিতা হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য নন্দাপুরনিবাসী বিশ্বেশ্বর মৈত্রের পুত্র এবং চট্টবংশীয় গৌরীদাসের গৃহে পালিত। ইনি শ্রীনিত্যানন্দের ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং গুরুর আজ্ঞায়, গুরুকন্যা গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কন্যা গ্রহণ করিয়া মাধবাচার্য্যের পিতৃপরিচয় প্রচ্ছন্ন; তাঁহার বংশ "গঙ্গাবংশ" নামে সমাজে প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্যের পুত্র গোপাল বল্লভ মৈত্র।

শক ১৪৬৩, খৃঃ ১৫৪১,

বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীদামোদর নামে এক শ্রীচক্র ছিলেন। তিনি ঐ শালগ্রাম শিলার সেবায় নিরত থাকিতেন। একদিন এক ধনবান মহাজন বৃন্দাবনের সমস্ত বিগ্রহগুলির জন্য নানাপ্রকার বস্ত্রালঙ্কার দান করিলেন। ভট্ট গোস্বামী তাঁহার শিলার হস্ত পদাদি না থাকায়, এই বস্ত্রালঙ্কারগুলি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পরাইতে না পাইয়া, নিদারুণ শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার শালগ্রাম চক্র আর নাই, এই শিলা হইতে "ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, মুরলী বদন। সুচিক্কণ অঙ্গ, রূপে ভুবন মোহন॥" শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীবিগ্রহটি দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত; ইহার শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বের শালগ্রাম শিলার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি নাই। শ্রীবিগ্রহের বামদিকে একখানি রজত মুকুট শ্রীমতীর উদ্দেশে সেবিত হয়েন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বসিবার পট্টা (পিঁড়া) যত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরের পশ্চিমদিকে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সমাধি আছেন।

শক ১৪৬৪, বৈশাখী পূর্ণিমা খৃঃ ১৫৪২,

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য। শ্রীকবি কর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য" রচনা শেষ করেন। এই সংস্কৃত মহাগ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মূল মুখ্যগ্রন্থ এবং তাঁহার অপ্রকটের নয় বৎসর পরে রচিত।

শক ১৪৬৪, আষাঢ় কৃষ্ণা দ্বিতীয়া খৃঃ ১৫৪২,

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নয় বৎসর প্রকট ছিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা বর্ণনার অতীত; "বিরহে বিবশ তনু বাহ্য নাহি স্ফুরে। হা গৌরাঙ্গ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে"॥ প্রভুর লীলা সম্বরণের ইচ্ছা হইল; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইল। সংবাদ পাইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু খড়দহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সপ্তদিবারাত্র নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিয়া "কিবা কথাবার্ত্তা কহে, কেহ নাহি জানে।" অষ্টম দিবসের প্রভাতে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; ভক্তগণের "মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে অগেয়ান। শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান॥" এমন সময় "যতেক মহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা। অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হইলা॥"

শক ১৪৬৪, আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী খৃঃ ১৫৪২,

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজী। "স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে। স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥" যমুনার তীরে শৃঙ্গারবটের নিকট এই শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইলেন। আদি বিগ্রহ মুসলমান অত্যাচারে জয়পুরে নীত হইলে, প্রতিভূ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। এই রাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীরূপ ও জীব গোস্বামী বাস করিতেন। এই মন্দির বাটীতে শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি বিদ্যমান আছেন।

শক ১৪৬৪, মাঘী শুক্লাদশমী খৃঃ ১৫৪২,

পদকর্ত্তা শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব।

শক ১৪৬৪, খৃঃ ১৫৪২,

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের দুই পুত্র, শ্রীচৈতন্য দাস ও নিত্যানন্দ দাস; চৈতন্যের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। রামচন্দ্র শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর দ্বারা গৃহীত ও প্রতিপালিত হয়েন। শ্রীশচীনন্দনের বংশধরেরা শ্রীপাট বাঘনাপাড়া ও বৈচীতে বাস করিতেছেন। শচীনন্দন একজন পদকর্ত্তা।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বৃন্দাবন যাত্রা।

শক ১৪৬৬ খৃঃ ১৫৪৪

জননী পরলোক গমন করিলে, কাশীশ্বর গয়া যাত্রা করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে এক শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় চাতরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

শ্রীমুরারি পণ্ডিতের আবির্ভাব।

শক ১৪৬৮ চৈত্র শুক্লানবমী খৃঃ ১৫৪৬

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অগ্রজ মহাদেবের পুত্র মুরারি পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীশ্বরের মন্ত্রশিষ্য এবং চাতরা শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহাদির সেবা ও যাবতীয় অধিকার ইহাকেই প্রদান করিয়া, কাশীশ্বর শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবাইতগণ মুরারির বংশধর।

মীরাবাইয়ের তিরোভাব।

শক ১৪৬৮ খৃঃ ১৫৪৬

মীরাবাই শেষজীবন মুক্তিক্ষেত্র দ্বারকায় অতিবাহিত করেন। প্রবাদ এইরূপ, যে তথায় মীরা নশ্বরদেহে রণছোড়জী শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের তিরোভাব।

শক ১৪৭০ খৃঃ ১৫৪৮ জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা ত্রয়োদশী।

কুলায়া পাগাড়পুর নিবাসি শ্রীছকড়ি চট্টের পুত্র ঠাকুর বংশীবদন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও শ্রীচৈতন্যদাস, সে সময় যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসরের শিশু।

বংশী একজন পদকর্ত্তা ছিলেন—তাঁহার চৈতন্যকীর্ত্তনের পদগুলি প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রধান শিষ্য জগদানন্দের পাট মেদিনীপুর জেলায় জগতী-মঙ্গলপুরে, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে বংশীর তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

মিঞা তানসেনের জন্ম। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গায়ক সাধক শ্রীহরিদাস স্বামীর সঙ্গীত ছাত্র তানসেন, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হিন্দুনাম রামতনু মিশ্র। বালক রামতনু বৃন্দাবনে এক ব্রজবাসীর গৃহে গোচারণ কার্য্য করিতেন। হরিদাস সেই সময় ইঁহাকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেন। বাদশাহ আকবর রামতনুকে বৃন্দাবন হইতে দিল্লীতে লইয়া যান। তথায় রামতনু এক যবনীর পাণিগ্রহণ করিয়া, মিঞা তানসেন নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধি আছে। বৃন্দাবনের "বাঁকে বিহারীজী" হরিদাস স্বামীর প্রতিষ্ঠিত। নিধুবন মধ্যে হরিদাসের সমাধি বিদ্যমান আছেন।

শক ১৪৭১
খৃঃ ১৫৪৯

শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থ রচনা। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থ-রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৭২
খৃঃ ১৫৫০

হিত হরিবংশের তিরোভাব। রাধা-বল্লভী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন হিত হরিবংশ শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মোহন চাঁদ নামে এক পুত্র হইয়াছিল।

শক ১৪৭৩
খৃঃ ১৫৫১
আশ্বিন।

বৈষ্ণব-তোষিণী টীকা রচনা। শ্রীসনাতন গোস্বামী "বৈষ্ণব-তোষিণী" নামক টীকা রচনা করেন।

শক ১৪৭৬
খৃঃ ১৫৫৪

শক ১৪৭৮
খৃঃ ১৫৫৬

বাদশাহ আকবর। দিল্লীর বাদশাহ আকবরের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৪৭৯
খৃঃ ১৫৫৭

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাব। এক-শত পঁচিশ বৎসর ধরাধামে প্রকট থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু লীলা সম্বরন করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ।

শক ১৪৮১
খৃঃ ১৫৫৯
শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশী।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব। গোপাল শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রাবণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিবস দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে ধীরসমীর কুঞ্জে গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি আছেন। এই কুঞ্জে গৌরীদাস, শ্রীশ্রীশ্যাম-রায় বিগ্রহ স্থাপন করেন। পত্নী বিমলাদেবীর গর্ভে গৌরীদাসের দুই পুত্র হয়,—বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ। রঘুনাথের দুই পুত্র, মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ। গৌরীদাসের অপ্রকটে তাঁহার নাতিজামাতা এবং মন্ত্রশিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর (শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামী বংশীয়) শ্রীপাটের ভাবপ্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীঈশান নাগরের বিবাহ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শাখা ঈশান নাগর শেষ জীবনে ৭০ বৎসর বয়সে সীতাদেবীর আদেশে পদ্মাতীরস্থ তেওতা গ্রামে বিবাহ করেন। ইহার তিন পুত্র—পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর ও কৃষ্ণবল্লভ নাগর। বিবাহের পর ঈশান লাউড়ে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। পরে লাউড় রাজ্য ধ্বংশ হইলে, তাহার বংশধরেরা গোয়ালন্দ ও তেওতার নিকট ঝাঁকপালে বাস করেন। তেওতার রাজপরিবার এই বংশের শিষ্য।

শক ১৪৮৪
খৃঃ ১৫৬২

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীবৃন্দাবনে ৫৮ বৎসর বয়সে, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অপ্রকট হয়েন। বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজবাড়ীতে ইঁহার সমাধি আছেন।

শক ১৪৮৫
আশ্বিনা শুক্ল দ্বাদশী
খৃঃ ১৫৬৩

শ্রীরসিকানন্দ দেবের আবির্ভাব। উড়িষ্যা দেশে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রয়ণী নাগরের রাজা অচ্যুতানন্দ দেবের পুত্ররূপে ও ভবানী ঠাকুরানীর গর্ভে রসিকানন্দ দেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের প্রধান ও অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুদেবের আজ্ঞায়, রসিকানন্দ উৎকলবাসী জনসাধারণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বহু সংখ্যক মুসলমানও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

শক ১৪৮৫
কার্ত্তিক, শুক্লা প্রতিপদ
খৃঃ ১৫৬৩

সিদ্ধ শ্রীশ্যামদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। রাঢ়ী-শ্রেণীভুক্ত ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে (এড়েবডাঙ্গার মুখুটি) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শাখা সিদ্ধ শ্যামদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হয় এবং

শক ১৪৮৫
খৃঃ ১৫৬৩

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হয়েন। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, শ্যামদাস মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কাঁদি মহকুমাধীন পাঁচতোপী গ্রামে, পাট স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্যামদাসের সেবিত শ্রীশ্রীসুদর্শন শালগ্রাম চক্র সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং এই শ্রীচক্রের সহিত শ্যামদাসের কথা হইত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া, ফতেসিংহ পরগণার মুসলমান জায়গীরদার তাঁহাকে সাততোলা সাপের বিষ পান করিতে দেন। সিদ্ধ শ্যামদাস তাঁহার শ্রীচক্র গলদেশে বন্ধন করিয়া, অনায়াসে এই বিষ পান করিয়াছিলেন। জায়গীরদার শ্যামদাসের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহার শ্রীচক্রের সেবার জন্য শ্যামদাসকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। গুরুদেবের আদেশে, শ্যামদাস শেষজীবনে দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হয়েন, কিন্তু তিনি স্ত্রীসম্ভাষণ করেন নাই। ঋতুকালে তাঁহার স্ত্রীকে শ্যামদাস একটি শ্রীফল ভক্ষণ করিতে দেন। উহা হইতেই তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েন এবং এই গর্ভে ঠাকুর শ্রীকিশোর দাস জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরদাস শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া, পিতৃদেবের শ্রীসুদর্শনচক্রের সহিত সেবাপ্রকাশ করেন। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় "বর্গীর হাঙ্গামায়" শ্রীমন্দিরসহ এই শ্রীবিগ্রহ ভগ্ন হইলে, বর্ত্তমান দারুময় শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হয়েন। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন, বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শ্রীমন্দিরে এই শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ ও শ্যামদাসের শ্রীসুদর্শন চক্র, তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা অনুরাগের সহিত পাঁচতোপী গ্রামে সেবিত হইতেছেন। সিদ্ধ শ্যামদাস ঠাকুর হইতে অধস্তন চারি পুরুষ পর্য্যায়ক্রমে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান বংশধর দিগের উপাধি "অধিকারী"। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত ইঁহাদের উপাধি "চক্রবর্ত্তী" ছিল। জীবাধম গ্রন্থকার এই বংশ-সম্ভূত এবং বংশ-পরম্পরায় দশম সংখ্যক, যথা—১। শ্রীঠাকুর শ্যামদাস, ২। শ্রীঠাকুর কিশোর দাস, ৩। শ্রীঠাকুর

রাধাকৃষ্ণ, ৪। শ্রীঠাকুর আত্মারাম, ৫। শ্রীঠাকুর গৌরচরণ, ৬। শ্রীঠাকুর কৃষ্ণকেশব, ৭। শ্রীঠাকুর রামনারায়ণ, ৮। শ্রীঠাকুর কৃষ্ণসুন্দর, ৯। শ্রীমহান্তঠাকুর নন্দদুলাল, ১০। শ্রীমুরারিলাল অধিকারী।

পদকর্ত্তা দিব্যসিংহ। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পুত্ররূপে পদকর্ত্তা দিব্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ঘনশ্যাম যখন মাতৃগর্ভে, সেই সময় দিব্যসিংহ বুধুরী ত্যাগ করিয়া, সপরিবারে শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বুধুরীতে যে পৈত্রিক ভূসম্পত্তি ছিল, সমস্তই নবাব সরকারে খাস হইয়া যায়। পরে ঘনশ্যামের মধুর পদাবলী শ্রবণে, নবাব বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৪৬০ বিঘা জমীদান করেন এবং বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা দেন। ঘনশ্যামের পৌত্র শ্রীহরিদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

শক ১৪৮৫
খৃঃ ১৫৬৩

শ্রীশ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীশ্রীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞায়, শ্রীনিবাস শান্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল, কৃষ্ণনগর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া এবং জননীর চরণধুলি মস্তকে ধরিয়া, বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, মৌড়েশ্বর, একচক্রা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, ও অযোধ্যাপুরী দর্শন করিয়া মথুরায় বিশ্রামঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শক ১৪৮৫, অগ্রহায়ণ, শুক্লা দ্বিতীয়া
খৃঃ ১৫৬৩

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব। উপগোপাল শ্রীকাশীশ্বর বা কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হয়েন। প্রতি বৎসর চাতরায় এই দিবস তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

শক ১৪৮৫, চৈত্র বারুণী
খৃঃ ১৫৬৪,

শক ১৪৮৫, চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী খৃঃ ১৫৬৪,

শ্রীকমলাকর পিপলাইয়ের তিরোভাব। গোপাল শ্রীকমলাকর পিপলাই ৭১ বৎসর প্রকট থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হয়েন।

শক ১৪৮৬, খৃঃ ১৫৬৪, আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীসনাতন গোস্বামী অপ্রকট হয়েন। তথায় দ্বাদশ আদিত্যটিলার নিকট তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছেন। এই তিরোভাব তিথি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, ব্রজবাসীগণ ঐ দিবস মহা আড়ম্বরের সহিত গিরিগোবর্দ্ধন পরিক্রমন করিয়া থাকেন এবং এই আষাঢ়ী পূর্ণিমার নাম তাঁহারা "মুড়িয়া পূর্ণিমা" রাখিয়াছেন।

শক ১৪৮৬, শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী। খৃঃ ১৫৬৪,

শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীসনাতন গোস্বামীর অপ্রকটের ২৭ দিবস পরে, বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউর শ্রীমন্দিরে শ্রীরূপ গোস্বামী অপ্রকট হয়েন। এই মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছেন। প্রতি বৎসর এই মন্দিরে শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে, এই তিরোভাব উৎসব মহা সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস। বিশ্রামঘাটে শ্রীনিবাস, বৃন্দাবন-প্রত্যাগত কয়েকটি ব্রাহ্মণমুখে, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর অপ্রকটবার্ত্তা অবগত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গৌড়মণ্ডলে তাঁহাদের গ্রন্থপ্রচার করিতে কৃপাদেশ করিলেন। এদিকে শ্রীজীব ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীও এইরূপ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীনিবাসের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীঅঙ্গনে, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাঁহাকে নিজ আশ্রমে

লইয়া আসিলেন। শ্রাবণী কৃষ্ণা দ্বাদশী দিবসে, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসকে যথাবিধানে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। গুরুর আজ্ঞায়, শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিরস শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই শ্রীনিবাস ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদিগের অনুমতি লইয়া, শ্রীনিবাসকে "আচার্য্য" উপাধি দান করিলেন এবং সেই অবধি তিনি "শ্রীনিবাসাচার্য্য" নামে পরিচিত হইলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। বাল্যেই নরোত্তমের বৈরাগ্যোদয় হয়। খেতরীবাসী কৃষ্ণদাস নামক জনৈক গৌরভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বালক "নরু" ইহার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন এবং দারপরিগ্রহ না করিয়া, যৌবনের প্রারম্ভেই মাতাপিতার অগোচরে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি হইয়া, নরোত্তম পদব্রজে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্নে, নরোত্তমের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে সন্ধান করিয়া নিকটে আনয়ন করিলেন। প্রভুর আদেশে, উদাসীন অকিঞ্চন বৈষ্ণব বৃন্দাবনাগমন করিলে, শ্রীজীব গোস্বামীই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতেন। শ্রীজীবের আশ্রয়ে থাকিয়া, নরোত্তম বৃন্দাবনের সাধু দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শক ১৫৮৭, খৃঃ ১৫৬৫,

শ্রীনরোত্তমের দীক্ষা। বৃন্দাবনে নরোত্তম, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর দর্শন লাভ করিলেন এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। লোকনাথের দৃঢ় সংকল্প, তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। নরোত্তম, লোকনাথের কুঞ্জের নিকট বাস করিয়া, অলক্ষিতে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন এবং এমন কি তাঁহার মল-মূত্র পরিষ্কারাদি নীচ সেবায়ও রত হইলেন

শক ১৪৮৯, খৃঃ ১৫৬৭,

লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের সেবা ও প্রেমচেষ্টায় পরিতুষ্ট হইয়া সংকল্প ভগ্ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং নরোত্তমকে যথাকালে মন্ত্রদীক্ষা দান করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রমে নরোত্তমের শ্রীনিবাসের সহিত মিলন হইল এবং উভয়ে তথায় রস ও ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থ রচনা। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ও পালিত পুত্র শ্রীঈশান নাগর তাঁহার "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৯০
খৃঃ ১৫৬৮

বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামানন্দ। "দুঃখী কৃষ্ণদাস" অম্বিকার শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিলেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিকুঞ্জবনের সেবা করিতে করিতে, কৃষ্ণদাস একদিন এক সোনার নূপুর প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীললিতাদেবী কৃষ্ণদাসের নিকট প্রকট হইয়া শ্রীশ্রীরাধারাণীর এই নূপুর লইয়া গেলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তদবধি কৃষ্ণদাসের নাম "শ্যামানন্দ" রাখিলেন এবং তদবধি শ্যামানন্দের ও পরে শ্যামানন্দী বৈষ্ণবদিগের কপালে নূপুর চিহ্নাকৃতি তিলকের সৃষ্টি হইল।

শক ১৪৯২-৯৪
খৃঃ ১৫৭০-৭২

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক রচনা। শ্রীকবি কর্ণপূর তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৯৪
খৃঃ ১৫৭২

শ্রীবৃন্দাবনে বাদসাহ আকবর। দিল্লীর সম্রাট আকবর বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য, সামন্ত রাজন্যবর্গের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং তথায় বৈষ্ণবদিগের এবং বৃন্দাবনের অলৌকিক দৈবশক্তি ও

শক ১৪৯৫
খৃঃ ১৫৭৩

প্রভাবাদি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, সঙ্গীয় রাজন্যবর্গকে বৃন্দাবনে দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। বৈষ্ণবদিগের ইচ্ছায় আকবর ব্রজমণ্ডলে জীবহিংসা নিবারণের "ফর্ম্মান্" (লিখিত রাজাদেশ) দিলেন। এই আদেশে ব্রজমণ্ডলে সর্ব্ববিধ জীবহিংসা এবং এমন কি বৃক্ষাদি ছেদন পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এই আদেশ অদ্যাপি বলবৎ আছে। আকবর বৃন্দাবনের নাম "ফকিরাবাদ" রাখিলেন এবং শ্রীহরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেনকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়া গেলেন।

শ্রীতুলসীদাসী রামায়ণ রচনা।

শক ১৪৯৬
খৃঃ ১৫৭৪

শ্রীতুলসীদাস তাঁহার হিন্দী রামায়ণ রচনা শেষ করেন।

গৌড়-মণ্ডলে শ্রীগ্রন্থ প্রেরণ।

শক ১৪৯৬
অগ্রহায়ণ
শুক্লাপঞ্চমী
খৃঃ ১৫৭৪।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ গোস্বামীর আদেশ স্মরণ করিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে গোস্বামীদিগের ভক্তি-গ্রন্থসহ গৌড়মণ্ডলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। একটি কাষ্ঠের বড় সিন্দুকমধ্যে সমুদয় গ্রন্থ আবদ্ধ করিয়া, গোশকটে বোঝাই করা হইল এবং দশজন অস্ত্রধারী পদাতিক সঙ্গে দেওয়া হইল। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে, গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গৌড়মণ্ডল যাত্রা করিলেন।

বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরি।

শক ১৪৯৭
জ্যৈষ্ঠ
খৃঃ ১৫৭৫

শ্রীনিবাস প্রভৃতি ক্রমে, বিষ্ণুপুর-রাজ বীর হাম্বীরের রাজ্যমধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। গোপালপুর নামক স্থানে বীর হাম্বীরের দস্যুগণ গ্রন্থের সিন্দুক লইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া, শ্রীনিবাস গ্রন্থের অনুসন্ধানে ব্রতী হইলেন। দেউলী গ্রামবাসী কৃষ্ণবল্লভনামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের

সাহায্যে, শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক পণ্ডিত রাজসভায় ভাগবত পাঠ করিতেন, তাঁহার ব্যাখ্যায় গ্রন্থের প্রকৃত অভিপ্রায় স্ফুট হইত না। শ্রোতৃবর্গের ও রাজার অনুরোধে, শ্রীনিবাস নিজেই ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যারম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাসের পাঠ শুনিয়া রাজা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং অপহৃত গ্রন্থগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনরোত্তমের নিকট গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ প্রেরিত হইল।

আষাঢ়ী কৃষ্ণা-তৃতীয়া।

বীর হাম্বীরের দীক্ষা। রাজা বীর হাম্বীর, ব্যাস চক্রবর্ত্তী ও বিপ্র কৃষ্ণবল্লভ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

শক ১৪৯৭
খৃঃ ১৫৭৫
আষাঢ়

খেতুরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দসঙ্গে খেতুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, রাজকুমারের উৎকট বৈরাগ্য ও ভিখারীর বেশ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই বিষ্ণুপুর হইতে গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল এবং এই শুভ সংবাদে খেতুরীতে মহা আনন্দোৎসব হইল। অনন্তর শ্যামানন্দ কাটোয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ও অম্বিকা হইয়া, উৎকল দেশে ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শক ১৪৯৫-৯৭
খৃঃ ১৫৭৩-৭৫

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দিবানিশি দাসীগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া রোদন করিতেন এবং এক একটী তণ্ডুলে এক একবার ষোলনাম জপ করিয়া, যতগুলি তণ্ডুল হইত স্বহস্তে রন্ধন ও শ্রীগৌরাঙ্গকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ

করিতেন। শ্রীশচীমাতার অপ্রকটের পর, তিনি আর প্রাচীরের বাহির হয়েন নাই; শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অধীর হইয়া, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমনের অল্পকাল পূর্ব্বে অপ্রকট হয়েন।

শক ১৪৯৭
খৃঃ ১৫৭৫

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৯৭
খৃঃ ১৫৭৫

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা শেষ। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন— তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর।

শক ১৪৯৭
খৃঃ ১৫৭৫

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস। কয়েক মাস বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করিয়া, শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে আসিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। বিষ্ণুপুর হইতে কৃষ্ণবল্লভ ও ব্যাসাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, তখন নির্জ্জন ভজনগৃহে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাস করিতেছেন এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অদর্শনে, শ্রীগদাধর দাস নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাটোয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে আসিয়া, সরকার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে "সরকার ঠাকুরের" নিকট লইয়া গেলে, তিনি শ্রীনিবাসকে দার পরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল যাজিগ্রামে মাতৃসেবা করিতে অনুরোধ করিলেন।

শক ১৪৯৮
খৃঃ ১৫৭৬

তীর্থদর্শনে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। কিছুকাল খেতুরীতে অবস্থিতি করিয়া, নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি দর্শনহেতু শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপে তখন প্রভুর পার্ষদ ও পরিকরদিগের মধ্যে কেবল শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীনিধি পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও

শ্রীঈশান প্রকট ছিলেন। ইঁহাদের সাহায্যে, প্রভুর লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া নরোত্তম শান্তিপুর, অম্বিকা ও ত্রিবেণী হইয়া খড়দহে আসিলেন। তথায় শ্রীবীরচন্দ্র ও শ্রীজাহ্নবামাতার অনুমতি লইয়া খানাকুল হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন প্রভুর পার্ষদ ও পরিকরদিগের মধ্যে তখন শ্রীগোপীনাথাচার্য্য, মামু গোসাই, শিখি মাহিতি, কানাই খুটিয়া, মঙ্গরাজ ও রায় রামানন্দের কনিষ্ঠ বাণীনাথ প্রকট আছেন এবং গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, শ্রীবক্রেশ্বরের অপ্রকটে প্রভুর গদি পাইয়াছেন। ইঁহাদের সাহায্যে লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া, নরোত্তম উৎকলমধ্যস্থ নৃসিংহপুরে শ্রীশ্যামানন্দের নিকট আগমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস অপেক্ষা করিয়া শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করতঃ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাজিগ্রাম হইতে কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগদাধর দাস ও তাঁহার শিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্রীনিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রা হইয়া খেতুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শক ১৪৯৮
খৃঃ ১৫৭৬

শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থ রচনা। কবি কর্ণপূর তাঁহার "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

শক ১৪৯৮
খৃঃ ১৫৭৬

কবি কর্ণপূরের তিরোভাব। শ্রীকবি কর্ণপূর দেহত্যাগ করেন।

শ্রীনিবাস-জননীর তিরোভাব। মাঘ মাসে শ্রীনিবাস-জননী পরলোক গমন করিলেন। শ্রীনিবাস মহা সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিলেন।

শক ১৪৯৮
মাঘ
খৃঃ ১৫৭৭

বিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীমদনমোহন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে রাজা বীরহাম্বীর যাজিগ্রাম যাইবার পথে বীরভূমি পরগণায় বৃষভানুপুরে এক ব্রাহ্মণগৃহে রাত্রিযাপন করেন। ব্রাহ্মণগৃহে সেবিত শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া রাজার মনে অত্যন্ত লোভ জন্মে এবং যাজিগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মদনমোহন জীউর স্বপ্নাদেশে ঐ শ্রীবিগ্রহ বিষ্ণুপুরে লইয়া যান। ব্রাহ্মণ দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া বিষ্ণুপুরে আসিলে, মদনমোহন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, তিনি দিবাভাগে বিষ্ণুপুরে এবং রাত্রিতে বৃষভানুপুরে তাঁহার আলয়ে থাকিবেন। মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ নানাকারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া, মদনমোহনের স্বপ্নাদেশে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট লক্ষাধিক টাকায় এই শ্রীবিগ্রহ আবদ্ধ রাখেন। তদবধি মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠিত আছেন।

শক ১৪৯৮
ফাল্গুন
খৃঃ ১৫৭৭

শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রথম বিবাহ।

শক ১৪৯৯
বৈশাখী
কৃষ্ণা তৃতীয়া
খৃঃ ১৫৭৭

যাজিগ্রামবাসী গোপালদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুভ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর কন্যার নাম রাখা হইল শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী। কন্যার দুই ভ্রাতা শ্যামদাস ও রামচরণ এবং তাঁহাদের পিতা গোপালদাস, শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দীক্ষা। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্রকে দীক্ষাদান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যে রামচন্দ্রের ভক্তিশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য জন্মিল।

শক ১৪৯৯
খৃঃ ১৫৭৭

শক ১৫০৩
খৃঃ ১৫৮১
কার্ত্তিক

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতের তিরোভাব। নবদ্বীপে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত অপ্রকট হইলেন।

শক ১৫০৩
কার্ত্তিক
খৃঃ ১৫৮১

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রকটে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ দাস গদাধর নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাটোয়ায় আসিলেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কাটোয়ার বর্ত্তমান "মহাপ্রভুব বাটীই" গদাধর দাসের শ্রীপাট। এই স্থানেই তিনি অপ্রকট হয়েন এবং শ্রীকেশব ভারতীর সমাধিব পার্শ্বে সমাধি গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অধ্যক্ষতায় মহাসমারোহে এই তিরোভাবোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। গদাধর দাসেব অপ্রকটে, তদীয় মন্ত্রশিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীপাটের ও শ্রীবিগ্রহাদিগের সেবাধিকাব প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান সেবাইতগণ এই যদুনন্দনের বংশধর।

শক ১৫০৩
কার্ত্তিক কৃষ্ণা-
একাদশী
খৃঃ ১৫৮১

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীখণ্ডে শ্রীসরকাব ঠাকুর অপ্রকট হইলেন। কথিত আছে, তিনি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ সদেহে অন্তর্হিত হয়েন। শ্রীমুকুন্দ ঠাকুবের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুব, নরহরির দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন মহাসমাবোহে এই বিরহোৎসব সম্পাদন কবিলেন। শ্রীগদাধর দাসেব উৎসবে আগত সমস্ত মহান্ত ও বৈষ্ণবগণ কাটোয়া হইতে যাজিগ্রাম হইয়া শ্রীখণ্ডে আগমন করিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্যের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যকীর্ত্তন, সমবেত বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে বিমোহিত করিল। রামাই নামক এক অন্ধ ভক্ত শ্রীবীরচন্দ্রের কৃপায় চক্ষুলাভ করিল। উৎসবান্তে বৈষ্ণবগণ নিজ নিজালয়ে

প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে, শ্রীখণ্ডে এই তিরোভাবোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

শক ১৫০৩
মাঘী কৃষ্ণা-দ্বাদশী
খৃঃ ১৫৮২

দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। রাঢ়ীশ্রেণী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাস মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমায় টেঞা-বৈদ্যপুর সন্নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর হরিদাস বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিলে, প্রভু তাঁহাকে স্বপ্নাবেশে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করিতে কৃপাদেশ করেন। হরিদাস শ্রীবৃন্দাবনে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া, মাঘ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে অপ্রকট হয়েন। হরিদাসের আদেশে তাঁহার দুই পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শক ১৫০৩
মাঘী বাসন্তী পঞ্চমী।
খৃঃ ১৫৮২

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র কবিরাজ। ইতিমধ্যে বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র আসিলে, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া বাসন্তী পঞ্চমীর দিবস বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। উৎকল হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও এই সময় নীলাচল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীআচার্য্য প্রভুর অন্বেষণে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও গৌড়মণ্ডল হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। রামচন্দ্রের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া, গোস্বামীগণ তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি দান করিলেন।

শক ১৫০৩
খৃঃ ১৫৮২

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্র ও শ্যামানন্দসঙ্গে গৌড়দেশ যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী এবারেও তাঁহাদের সঙ্গে অনেক গ্রন্থ গৌড়মণ্ডলে প্রচার জন্য পাঠাইলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থও এই সঙ্গে পাঠান হইল। বর্ষার পূর্ব্বেই শ্রীনিবাস প্রভৃতি বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিবস বিশ্রাম করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্রের সহিত বিষ্ণুপুরে দুই মাস অবস্থিতি করিলেন। রাণী ও রাজপুত্র ধাড়ী হাম্বীর আচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং বিষ্ণুপুরের শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ আচার্য্য প্রভুর দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বিষ্ণুপুরের বহুসংখ্যক লোক আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শক ১৫০৪
খৃঃ ১৫৮২

লঘুতোষিণী টীকা। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "লঘুতোষিণী টীকা" প্রণয়ন করেন।

শক ১৫০৪
খৃঃ ১৫৮২

গোপাল শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব

শক ১৫০৪
অগ্রহায়ণ
কৃষ্ণাত্রয়োদশী
খৃঃ ১৫৮২

কাঞ্চনগড়িয়ায় মহোৎসব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের দুই পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকটে রহিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পিতৃদেবের তিরোভাবোৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে উৎসবের বিরাট আয়োজন হইল। শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণসঙ্গে কাঞ্চনগড়িয়ায় আসিয়া মহোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্যপ্রভুর

শক ১৫০৪
মাঘী কৃষ্ণ-
একাদশী
খৃঃ ১৫৮৩

নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আচার্য্যপ্রভু, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের আলয় তেলিয়া-বুধুরী গ্রামে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে, তদীয় কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ রামচন্দ্রের আদেশে, কুমারনগরের বাস পরিত্যাগ করিয়া তেলিয়া-বুধুরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বুধুরীতে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম। আচার্য্য প্রভু বুধুরীতে আগমন করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ, দেবীর স্বপ্নাদেশে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। খেতুরী হইতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শুভক্ষণে শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজে প্রথম সাক্ষাৎ হইল,—উভয়ে উভয়ের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে মহামহোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভুর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যপ্রভু সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল।

খেতুরীর মহোৎসব। সপার্ষদ শ্রীআচার্য্যপ্রভু খেতুরীতে শুভাগমন করিলেন। শ্রীনবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, অম্বিকা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, উৎকল প্রভৃতি শ্রীপাটে নিমন্ত্রন-পত্র লইয়া পনের জন লোক প্রেরিত হইল। নানাস্থান হইতে ভক্ত-মণ্ডলী আসিতে লাগিলেন—উৎকল হইতে সশিষ্যে শ্যামানন্দ প্রভু, শান্তিপুর হইতে সগণে শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীকানাই ঠাকুর প্রভৃতি মহাবৈষ্ণবগণ, শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, কাটোয়া হইতে শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, আকাইহাট হইতে শ্রীকালাকৃষ্ণদাস, এইরূপ শত সহস্র মহান্তগণ সগণে আগমন করিলে, খেতুরী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে লোকে লোকারণ্য

শক ১৫০৪
ফাল্গুনী পূর্ণিমা
খৃঃ ১৫৮৩

হইল। শ্রীপাট খড়দহ হইতে জাহ্নবা মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, বলরাম দাস, পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস প্রভৃতি বহু মহান্তগণ আগমন করিলেন। খেতুরীতে প্রেমের পারাবার উথলিয়া পড়িল। ঘাটে, পথে, মাঠে, শত সহস্র সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া দিবানিশি উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইতে লাগিল। শ্রীনিবাসাচার্য্য মহাসমারোহে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবল্লভীকান্ত বিগ্রহদিগের অভিষেক করিয়া স্থাপিত করিলেন। এই প্রেম-মহোৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে সংকীর্ত্তনরঙ্গে ক্ষণকালের জন্য সর্ব্ব-নয়নগোচর হইয়াছিলেন। এই মহোৎসবে ঠাকুর মহাশয়ের অসভ্য দেশ পবিত্র ও ভক্তিময় হইয়া উঠিল। মহোৎসব শেষ হইলে মহান্তগণ একে একে বিদায় হইলেন। মাসাধিক কাল অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য বিদায় হইয়া গেলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একত্রে খেতুরীতে বাস করিয়া ভজন-সাধন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় ক্রমে আরও চারিটি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহাদের নাম—শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ বাখা হয়।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শাখা। ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-প্রশাখায় দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোক, সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, ঠাকুর মহাশয়ের প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিল। গোয়াস গ্রামের শক্তি-উপাসক ধনবান ব্রাহ্মণ জমীদার শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যের দুইপুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ, ভগবতী পূজার ছাগাদি খরিদ করিতে আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে পতিত হইলেন। হরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। বালুচরের নিকটবর্ত্তী গাম্ভীলা গ্রামের বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে "চক্রবর্ত্তী ঠাকুর" নামে বিখ্যাত হইলেন। রামকৃষ্ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ গঙ্গা-

নারায়ণের নিকট দীক্ষিত হইয়া গাম্ভালায় রহিয়া গেলেন। গঙ্গানারায়ণ, পত্নী নারায়ণী ও একমাত্র বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী পক্বপল্লীর রাজা নরসিংহ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ নারায়ণ, রাজমহলের রাজা রাঘবেন্দ্র রায় ও তাঁহার দুই পুত্র চাঁদরায় এবং সন্তোষ রায়, রাজা গোবিন্দরাম, জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় করিলেন। রামকৃষ্ণ ও হরিরামের শিষ্যগণ এক্ষণে সয়দাবাদে বাস করিতেছেন। স্বনাম ধন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩
বৈশাখ।

বীরচন্দ্রের বিবাহ। খেতুরীর মহোৎসব শেষ করিয়া শ্রীজাহ্নবা দেবী বীরচন্দ্রসঙ্গে তড়া-আটপুরে শ্রীপরমেশ্বরী দাসের পাটে আগমন করিয়া, শ্রীরাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঝামাটপুর নিবাসী শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ দিয়া বধূদ্বয়কে লইয়া শ্রীপাট খড়দহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কালে শ্রীবীরচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী নারায়ণীর গর্ভে একমাত্র পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ও তিন কন্যা ভুবন-মোহিনী, নবদুর্গা ও নবগৌরী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপাট মাহেশের শ্রীজগদানন্দ পিপলাই অধিকারী মহাশয়ের কন্যা কদম্বমালার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয় এবং ইহার গর্ভে রামদেব, কৃষ্ণদেব, বিষ্ণুদেব ও রাধামাধব নামক চারি পুত্র ও ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিতবংশীয় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ হয়। রামদেব ও রাধামাধবের বংশধরেরা এখন বিদ্যমান আছেন।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩
জ্যৈষ্ঠ

শ্রীবসুধা দেবীর তিরোভাব। নববধূ লইয়া শ্রীজাহ্নবাদেবী খড়দহে প্রত্যাগমন করিলে, শ্রীবসুধা দেবী অপ্রকট হইলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী। অতঃপর শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী, তাঁহার খুল্লতাত শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল, জামাতা শ্রীমাধবাচার্য্য, গোপাল শ্রীপরমেশ্বরীদাস, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীভগবান কবিরাজ প্রভৃতি আপ্তগণসহ শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীমধু পণ্ডিত, বড়ু গঙ্গাদাস প্রভৃতি যে সকল মহা বৈষ্ণবগণ সে সময় প্রকট ছিলেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ হইল। শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিক্ষাগুরু শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীমধুপণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের বামে বসাইবার জন্য একটি শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি, গৌড়দেশ হইতে পাঠাইতে শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর প্রতি গোপীনাথের স্বপ্নাদেশ হইল। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া, গোস্বামীগণ তাঁহার "কবিরাজ" উপাধি দিলেন। অতঃপর শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী বৃন্দাবনত্যাগ করিয়া খেতুরী, বুধুরী, একচক্রা, মৌড়েশ্বর, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, নবদ্বীপ, অম্বিকা ও সপ্তগ্রাম হইয়া, ফাল্গুন মাসে খড়দহে প্রত্যাগমন করিলেন।

শক ১৫০৫
আষাঢ়
খৃঃ ১৫৮৩

বিষ্ণুপুরে মহোৎসব। খেতুরীর উৎসবের পর শ্রীআচার্য্যপ্রভু যাজিগ্রামে আগমন করিলেন। রাজা হাম্বীরের ইচ্ছায়, খেতুরীর মহোৎসবের ন্যায় আর একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। কার্ত্তিক মাসের রাস-পূর্ণিমায় মহোৎসবের কাল নিরূপিত হইল। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁহার গড়েরহাটী কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া শুভাগমন করিলেন; খেতুরীর মহোৎসবের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাগম হইল। শ্রীমদনমোহন ও তিনশত আশি শ্রীবিগ্রহ লইয়া রাসমঞ্চ প্রস্তুত হইল। মহাসমারোহে

শক ১৫০৫
কার্ত্তিক রাস-পূর্ণিমা
খৃঃ ১৫৮৩

মহোৎসব নিষ্পন্ন হইল। চারিমাস বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করিয়া, রামচন্দ্র কবিরাজকে লইয়া ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে ও শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বিষ্ণুপুরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ। বিষ্ণুপুরের রাজপণ্ডিত শ্রীব্যাসাচার্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ নকল করিয়া রাখেন। এই সকল গ্রন্থে যে শ্লোক আছে, তাহাতে এই গ্রন্থ ১৫০৩ শকাব্দায় হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩

কবি অন্ধ সুরদাসের আবির্ভাব। হিন্দী পদকর্ত্তা ও শ্রীমদ্ভাগবতের হিন্দী অনুবাদক সিদ্ধভক্ত কবি অন্ধ সুরদাস, বাদশাহ আকবরের সঙ্গীতসভার রত্ন বাবারামের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আগরা ও মথুরার মধ্যবর্ত্তী গয়ঘাটে সুরদাসের বাস ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া বিট্‌ঠলনাথের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। সুরদাসের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুরদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি বৃন্দাবনে বিদ্যমান আছেন।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩

নবদ্বীপে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র। বিষ্ণুপুরে মহোৎসবের সময় স্থির হয়, তিনজনে একত্রে একবার শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিবেন। চৈত্রমাসে তিনজনে শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করিলেন। শ্রীশচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয় ভৃত্য অতিবৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুর সে সময় প্রভুর গৃহে বাস করিতেছিলেন। ঈশান ঠাকুরের সাহায্যে তাঁহারা নবদ্বীপের লীলাস্থানাদি দর্শন করিয়া শ্রীখণ্ড যাত্রা করিলেন।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩
চৈত্র

শ্রীঈশান ঠাকুরের তিরোভাব।

শক ১৫০৫
খৃঃ ১৫৮৩
চৈত্র

নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শ্রীখণ্ড যাইবার পথে শ্রীআচার্য্যপ্রভু শুনিলেন শ্রীশচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভৃত্য শ্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন।

শক ১৫০৬
খৃঃ ১৫৮৪
বৈশাখ

যাজিগ্রামে বীরহাম্বীর ও রাজ-মহিষী। শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীআচার্য্যপ্রভু যাজিগ্রামে নিজালয়ে আগমন করিলেন। রাজা বীরহাম্বীর রাজমহিষীর সহিত বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আগমন করিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন।

শক ১৫০৬
বৈশাখ
খৃঃ ১৫৮৪

শ্রীজাহ্নবার-শ্রীরাধিকা বিগ্রহ। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীজাহ্নবাদেবী, হালিসহরের নয়ন ভাস্করের দ্বারা এক অপূর্ব্ব শ্রীরাধিকা বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীপরমেশ্বরীদাস ও শ্রীনৃসিংহ-চৈতন্য ঠাকুরের সহিত ঐ বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে কাটোয়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি ঐ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। রাজা বীর হাম্বীর এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে একসহস্র মুদ্রা দান করিলেন। বৃন্দাবনে এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর বামে বসান হইল। আদি শ্রীবিগ্রহ এখন জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রতিভূ-বিগ্রহের বামপার্শ্বের মূর্ত্তিটিকে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়।

শক ১৫০৬
খৃঃ ১৫৮৪
শ্রাবণী
শুক্লাচতুর্থী

নন্দন ঠাকুরের তিরোভাব। রাজা বীর হাম্বীর মহিষীসহ বিষ্ণুপুর প্রত্যাগমন করিলে, শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্রসহ একবার খেতুরী গমন করিলেন এবং তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া যাজিগ্রাম হইয়া শ্রীখণ্ডে আগমন করিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আদেশে দিবসত্রয়ব্যাপী হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আর

এই সংকীর্ত্তনরঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর দেহ সঙ্গোপন করিলেন। রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীঠাকুর কানাই মহাসমারোহে মহোৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্যপ্রভু বিষ্ণুপুর গমন করিলেন। তথায় রাজা তাঁহার জন্য এক সুন্দর ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

শক ১৫০৭
শ্রাবণী শুক্লা
পঞ্চমী
খৃঃ ১৫৮৫

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য দেববনবাসী বিপ্র শ্রীগোপীনাথের উপর শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবার ভারার্পণ করিয়া অপ্রকট হইলেন। গোপীনাথ চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার ইষ্টলাভের পর, তদীয় ভ্রাতা শ্রীদামোদর সেবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান সেবাইতগণ এই দামোদরের বংশধর।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বিতীয় বিবাহ।

শক ১৫০৮
খৃঃ১৫৮৬

বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি কালে, রাজা বীর হাম্বীরের অনুরোধে শ্রীআচার্য্য প্রভু পশ্চিম-গোপালপুরনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতী (পরে গৌরাঙ্গপ্রিয়া) দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব।

শক ১৫০৮
আশ্বিনী শুক্লা
দ্বাদশী
খৃঃ ১৫৮৬

শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণান্তিকে স্থান পাইবার জন্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কাতর প্রার্থনা করিলেন। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীদাসগোস্বামীর সমাধি বিরাজিত আছেন।

শক ১৫০৮
খৃঃ ১৫৮৬

শ্রীবিট্ঠলনাথের তিরোভাব। বল্লভাচারী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিট্ঠলনাথ দেহরক্ষা করেন।

শক ১৫০৮
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা
চতুর্থী
খৃঃ ১৫৮৬

পদকর্ত্তা দ্বিজবলরাম দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীশ্রীবালগোপাল দেবের মন্দিরে ইষ্ট মন্ত্র জপ ও নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পদকর্ত্তা দ্বিজবলরাম দাস নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন।

শক ১৫১০
খৃঃ ১৫৮৮
শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন।

শক ১৫১০
আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশী
খৃঃ ১৫৮৮

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর চিতা-সমাজ বিরাজিত আছেন।

শক ১৫১১
খৃঃ ১৫৮৯

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-রচয়িতা শ্রীলোচন দাস ঠাকুর অপ্রকট হয়েন।

শক ১৫১১
খৃঃ ১৫৮৯
কার্ত্তিকী শুক্লা
প্রতিপদ

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীচৈতন্য ভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেহ সঙ্গোপন করেন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ।

শক ১৫১২
খৃঃ ১৫৯০

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য রাজা মানসিংহ বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে, বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জয়পুরি লাল পাথর দিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাদশাহ আরঙ্গজেবের অত্যাচারে এই অপুর্ব্ব মন্দির ভগ্ন করা হয়।

শক ১৫১২
খৃঃ ১৫৯০

ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ-রচনা। গোপালদাস নামক ভক্তকবি "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা প্রচলিত নরহরি-কৃত "ভক্তি-রত্নাকর" হইতে ভিন্ন গ্রন্থ।

রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পলতা গ্রন্থ। শ্রীপাট বুধইপাড়া-নিবাসী বৈষ্ণব-কবি শ্রীগোপালদাস "রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পলতা" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। পদকীর্ত্তন ইহার ব্যবসায় ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীমুকুন্দদাস গোসাঞি ইঁহাকে এই গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

শক ১৫১২
খৃঃ ১৫৯০

শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভে শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য্যপ্রভুর পুত্রদিগের মধ্যে ইনিই সবিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। ইনি একজন পদকর্ত্তা ও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্য প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীঈশ্বরী দেবীর গর্ভে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণনামক দুই পুত্র এবং হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকানাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা-দিগের মধ্যে শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীই সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মুনিপুরনিবাসী রামকৃষ্ণ ও কুমুদ চট্টরাজ দুই সহোদর শ্রীআচার্য্যপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের পুত্র শ্রীগোপী-বল্লভ ও কুমুদের পুত্র শ্রীচৈতন্য চট্টরাজ, যথাক্রমে শ্রীহেমলতা ও কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বহরমপুরের সন্নিকট গঙ্গার পশ্চিম কুলে বুধইপাড়া, শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাট।

শক ১৫১৩
খৃঃ ১৫৯১

শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-গ্রন্থ রচনা। বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রাম থানান্তর্গত শ্রীপাট বড় কান্দরাবাসী কায়স্থ কবি শ্রীজয়গোপাল দাস "কৃষ্ণ-বিলাস" গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গোপাল শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন।

শক ১৫১৭
খৃঃ ১৫১৫

শক ১৫১৭
খৃঃ ১৫৯৫

মিঞা তানসেনের মৃত্যু। শ্রীহরিদাস স্বামীর কৃপাপাত্র শ্রীমিঞা তানসেন আগরায় দেহত্যাগ করেন।

রস-কদম্ব গ্রন্থ রচনা। বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীতীরস্থ আরোঢ়া গ্রামনিবাসী কবি বল্লভদাস "রস কদম্ব" গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার গুরুদেবের নাম নরহরিদাস।

শক ১৫২০
খৃঃ ১৫৯৮

দাদু পন্থী-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক দাদুর তিরোভাব। দাদুপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দাদু জয়পুরের নিকট নারিনায় অপ্রকট হয়েন।

শক ১৫২৫
খৃঃ ১৬০৩

মহাভারত রচনা। কাটোয়ার সন্নিকট সিঙ্গি গ্রাম-নিবাসী কবি কাশীরাম দাস মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব রচনা শেষ করেন।

শক ১৫২৬
খৃঃ ১৬০৪

শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর দীক্ষা। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভু, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দসুত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শক ১৫২৬
খৃঃ ১৬০৪

বঙ্গে মানসিংহ। বঙ্গদেশে বারভুঁইয়াদিগের মধ্যে যশোহরাধিপতি রাজা প্রতাপাদিত্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের চাঁদরায় ও কেদাররায় এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য, দিল্লীর বাদশাহ রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংশ করেন ও তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান। প্রতাপাদিত্যের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব, তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীপাট খড়দহের কামদেব পণ্ডিতের বংশধর শ্রীচাঁদশর্ম্মাকর্ত্তৃক খড়দহে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। চাঁদরায় ও কেদাররায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

শক ১৫২৬-৩৭
খৃঃ ১৬০৪-১৫

শক ১৫২৭
খৃঃ ১৬০৫

বাদশাহ জাহাঙ্গীর। বাদশাহ আকবরের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র সেলাম, জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

শক ১৫২৯
খৃঃ ১৬০৭
বৈশাখী পূর্ণিমা

কর্ণানন্দ গ্রন্থরচনা। শ্রীপাট মালিহাটিবাসী পদকর্ত্তা ও কবি শ্রীযদুনন্দনদাস ঠাকুর, তাঁহার গুরু শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাট বুধইপাড়ায় বসিয়া কর্ণানন্দ গ্রন্থরচনা শেষ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরিত এবং তাঁহার লীলা ও শাখা বর্ণনার ইহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

শক ১৫৩২
কার্ত্তিকী
শুক্লাষ্টমী
খৃঃ ১৬১০

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর তিরোভাব। লীলাবসানের সময় আগতপ্রায় বুঝিয়া, শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিতে লীলাসম্বরণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও অপ্রকট হইলেন। বৃন্দাবনে ধীর-সমীরের নিকট শ্রীআচার্য্যপ্রভুর কুঞ্জে, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাধি পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় বিরাজিত আছেন। বৈষ্ণবসমাজে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতাররূপে পূজিত। "শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস"। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম ও শক্তি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং এই শক্তি ও প্রেমপ্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে গ্রাস করিয়াছিল।

শ্রীপাট যাজিগ্রাম। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট যাজিগ্রাম, কাটোয়া রেল ষ্টেশনের দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই শ্রীপাটে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সেবিত শ্রীবংশীবদন ও লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা, শ্রীগতিগোবিন্দপ্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই ও

শ্রীগোপালজী এবং শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর সেবিত শ্রীশ্রীরাধামাধব শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর আবির্ভাব এবং কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিতে তিরোভাব উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। পাটবাটীর পশ্চিম দিকে শ্রীআচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক এক অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে; শ্রীআচার্য্যপ্রভু এই স্থানে বসিয়া ভক্তি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতেন। ইহার পূর্ব্ব দিকে একটি তমালবৃক্ষের তলে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর উপবেশন স্থান বাধান আছে। ইহার উত্তর দিকে শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রাচীন শ্রীমন্দিরের স্থান এবং "ডাইল ঢালা" নামক পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে একখানি পাথরের উপর শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণচিহ্ন বিদ্যমান আছে। পাটবাটীর নিকট দুইটি বৃহৎ জলাশয় শ্রীবীরহাম্বীর রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশধরেরা মাণিকাহার, মালিহাটি, বেগুণকোলা, যাজিগ্রাম, দক্ষিণ খণ্ড, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী গাম্ভীলা গ্রামে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিজ ইচ্ছায় অর্দ্ধগঙ্গাজলে অপ্রকট হইলেন। প্রথমে গাম্ভীলায় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে ও পরে খেতুরীতে মহোৎসব হইল। এই বিরহোৎসব উপলক্ষে আদ্যাপাধি প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে খেতুরীতে মহোৎসব ও মেলা হইয়া থাকে।

শক ১৫৩৩
কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমী
খৃঃ ১৬১১

পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের তিরোভাব।

শক ১৫৩৪
খৃঃ ১৬১২
আশ্বিন কৃষ্ণা প্রতিপদ

আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অপ্রকট হয়েন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

শক ১৫৩৮ আশ্বিন খৃঃ ১৬১৬

বাঘ্‌নাপাড়ায় শ্রীবলরাম-মন্দির। শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর শ্রীবলরামদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন।

শক ১৫৪৩ খৃঃ ১৬২১

শ্রীবীরহাম্বীরের তিরোভাব। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব-রাজা বীরহাম্বীর দেহ ত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র ধাড়ী হাম্বীর রাজ্য লাভ করেন। ইনি শ্রীআচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীজীবগোস্বামী ইঁহার নাম শ্রীগোপালদাস রাখেন।

শক ১৫৪৫ শ্রাবণ, শুক্লা সপ্তমী ১৬২৩

শ্রীতুলসীদাসের তিরোভাব। কাশীধামে অসি-গঙ্গাতীরে ভক্তকবি শ্রীতুলসীদাস অপ্রকট হয়েন।

শক ১৫৪৭ খৃঃ ১৬২৫ ফতেয়াবাদ

পদকর্ত্তা সৈয়দ আলাওয়াল। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা সৈয়দ আলোয়াল সাহেব ফরিদপুর জেলান্তর্গত পরগণায় জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

শক ১৫৪৭ খৃঃ ১৬২৫

মুক্তাচরিত পয়ার। কবি শ্রীনারায়ণ দাস মুক্তা-চরিত ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন।

শক ১৫৪৯ খৃঃ ১৬২৭ শ্রাবণ

শ্রীমদনমোহনের নাটমন্দির। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন দেবের উত্তর দিকের নাট মন্দির নির্ম্মাণ হয়।

শক ১৫৪৯ খৃঃ ১৬২৭

বৃন্দাবনে শ্রীযুগলকিশোরজীর মন্দির। চৌহানবংশীয় ঠাকুর নোন্‌করণ সিংহ বৃন্দাবনে দ্বিতীয় যুগল কিশোরজীর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

শক ১৫৪৯ খৃঃ ১৬২৭

বিষ্ণুপুরে-রাজা রঘুনাথ মল্ল। বিষ্ণুপুরের রাজা ধাড়ী হাম্বীরের অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে, তদীয় সহোদর রঘুনাথ মল্ল রাজ্যলাভ করেন। রঘুনাথ গতিগোবিন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, শ্রীআচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ-

পুত্র শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ মানসে শ্রীপাট যাজিগ্রাম যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বর্দ্ধমানের কাজি তাঁহাকে ধৃত করিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সম্রাটপুত্র সুজার নিকট প্রেরণ করেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই সময় রঘুনাথকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। রঘুনাথ শেষে এই ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজা হইয়া রঘুনাথ "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ সকলেই এই উপাধি গ্রহণ করেন। রঘুনাথের সময় জোড় বাঙ্গলা, ও শ্যামরায়, কালাচাঁদ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়।

শক ১৫৫০
খৃঃ ১৬২৮

দিল্লীর বাদশাহ সাহজাহান। দিল্লী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজ্য শেষ ও সাহজাহানের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৫৫২
আষাঢ়ী কৃষ্ণা
প্রতিপদ
খৃঃ ১৬৩০

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব। স্বীয় প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য রসিকানন্দকে শ্রীপাটের মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ও তাঁহার হস্তে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের ভারার্পণ করিয়া, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সমাদ্দার পরগণার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সমাধি বিরাজিত আছেন। শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাবের অতি অল্প পূর্ব্বেই তদীয় গুরুদেব শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর অপ্রকট হয়েন। শ্যামানন্দ প্রভু সমস্ত উৎকল দেশকে প্রেম-ভক্তি বন্যায় প্লাবিত করিয়া জনসাধারণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উৎকল ও বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলামধ্যে ধারেন্দা, নৃসিংহপুর, গোপীবল্লভপুর, বলরামপুর প্রভৃতি স্থান শ্যামানন্দ ও তদীয় প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রেম-ভক্তি প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ,

প্রভু রাধামোহন ও অম্বর-রাজ সওয়াই জয়সিংহ।

শক ১৫৫৭
খৃঃ ১৬৩৫

গোবিন্দ মিশ্রের গীতা। কুচবিহারনিবাসী কবি গোবিন্দ মিশ্র ভাষায় পয়ারে গীতাগ্রন্থের অনুবাদ করেন।

শক ১৫৫৮
খৃঃ ১৬৩৬

গিরিধরের গীত-গোবিন্দ। কবি গিরিধর "গীতগোবিন্দ" ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন।

শক ১৫৫৮
খৃঃ ১৬৩৬

গোবিন্দ-মন্দিরে ছত্রী নির্ম্মাণ। রাণা ভীম সিংহের পত্নী রাণী রম্ভাবতী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-দেবের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নামক স্থানে স্বনামধন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট, বিশ্বনাথ ভক্তি ও রস-

শক ১৫৬৮
খৃঃ ১৬৪৬

শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার নিকট (মতান্তরে তস্য পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণের নিকট) দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বেষাশ্রয় করেন। তাঁহার বেষাশ্রয়ের নাম "হরিবল্লভ"। বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস করিয়া, তথায় শ্রীগোকুলানন্দ নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপে অবধারণ করিয়া, তদনুরূপ ভজন সাধনের প্রচলন করেন এবং সেইজন্য শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যবর্গের সহিত ইঁহার মনোমালিন্য হয়।

কিন্তু এই পরকীয়া মতই প্রবল হইয়া কালে সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত হয়। বিশ্বনাথ অসাধারণ পণ্ডিত এবং পদকর্ত্তা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দু, মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, প্রেম-সম্পুট, স্বপ্ন-বিলাসামৃত, সাধ্যসাধন-কৌমুদী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীগীতাগ্রন্থের টীকা এবং বিদগ্ধমাধব, গোপাল তাপনী, চৈতন্য-চরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থের টিপ্পনী এবং ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি নামক পদ-সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করেন।

গদাধরের জগন্নাথ-মঙ্গল। বাঙ্গলা মহাভারত-প্রণেতা কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাস পুরী জেলায় মাখনপুর গ্রামে বসিয়া "পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ রচনা করেন। পরে এই গ্রন্থের নাম "জগন্নাথ-মঙ্গল" রাখা হয়। গদাধর গৌরাঙ্গভক্ত ছিলেন।

শক ১৫৭০
খৃঃ ১৬৪৮

হরিচরণের অদ্বৈত মঙ্গল। "অদ্বৈত-মঙ্গল" নামক এই অদ্বৈতাচার্য্য-জীবনী গ্রন্থখানি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের জনৈক শিষ্য হরিচরণ দাসকর্ত্তৃক রচিত হয়। হরিচরণের নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল।

শক ১৫৭২
খৃঃ ১৬৫০

মাহেশের জগন্নাথ ও ঢাকার নবাব। গোপাল শ্রীকমলাকর পিপলাইয়ের পুত্র শ্রীচতুর্ভুজ অধিকারীর প্রপৌত্র শ্রীরাজীব লোচন অধিকারীর সময়,শ্রীপাট মাহেশের শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের সেবায় অর্থের অপ্রতুল হয়। ঢাকার তাৎকালিক নবাব বাহাদুর এই দেবসেবার জন্য, ১১৮৫ বিঘা জমী দান করেন। ঐ

শক ১৫৭৫
খৃঃ ১৬৫৩

জমীর উপর বর্ত্তমান "জগন্নাথপুর" মৌজা স্থাপিত হয়। এই মৌজা মাহেশের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিরোভাব। শ্রীরসিকানন্দ দেব রথযাত্রার দিবস, রেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদর্শন হইলেন। দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীচরণে একটি অপূর্ব্ব সুগন্ধময় পুষ্প শোভা পাইতেছে। শ্রীঅঙ্গণে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধির নিকট ঐ পুষ্প সমাহিত করা হইল। এই সমাধি মন্দির অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। উৎকল দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে রসিকানন্দ শ্যামানন্দের প্রধান সহায় ছিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে সমগ্র উৎকল দেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শক ১৫৭৬ আষাঢ়া শুক্লা দ্বিতীয়া খৃঃ ১৬৫৪

সনাতনের ভাগবত। শ্রীসনাতন চক্রবর্ত্তী নামক কবি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন।

শক ১৫৮০ খৃঃ ১৬৫৮

বিষ্ণুপুর-রাজ বীর সিংহ। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরসিংহ রাজ্যলাভ করেন। ইহার সময় শ্রীশ্রীলালজীর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়।

শক ১৫৮০ খৃঃ ১৬৫৮

দিল্লির বাদশাহ আরঙ্গজেব। দিল্লীর বাদশাহ সাহাজাহানের রাজ্য শেষ ও আরঙ্গজেবের রাজ্যারম্ভ।

শক ১৫৮০ খৃঃ ১৬৫৮

মথুরায় জুমা মস্‌জিদ। ১৫৮২ শকে আবদন্নবী নামক জনৈক মুসলমান সেনাপতি, বাদশাহ আরঙ্গজেবকর্ত্তৃক মথুরায় ফৌজেদার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তিনি একটি ভগ্ন হিন্দু দেব-মন্দিরের উপর একটি বৃহৎ জুমা মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৫৯১ শকে বিদ্রোহী জাঠ সর্দ্দার গোকুলের সহিত যুদ্ধে আবদন্নবীর মৃত্যু হয়।

শক ১৫৮৩ খৃঃ ১৬৬১

অন্ধ সুরদাসের তিরোভাব। অন্ধ সুরদাস গোকুলে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে, সুরদাস শ্রীশ্রীমদনমোহন নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শক ১৫৮৫
খৃঃ ১৬৬৩

শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা নরহরিদাস মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত নশীপুর-সন্নিকট রেঞাগ্রামে শ্রীজগন্নাথ নামক বিপ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই নরহরির বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর স্বপ্নাদেশে তাঁহার পাচকরূপে নিযুক্ত হয়েন, এই জন্য তিনি "রসুইয়া পূজারী" নামেও পরিচিত ছিলেন।

শক ১৫৮৬
খৃঃ ১৬৬৪

ভজন-মালিকা-গ্রন্থ। ভজন-মালিকা গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণরামদাস বেলঘড়িয়ার নিকট নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শক ১৫৮৮
খৃঃ ১৬৬৬

নাথদ্বারে শ্রীনাথজী-নাথ। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথ শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে উদয়পুরে স্থানান্তরিত করিবার সময়, পথিমধ্যে সিহাড় গ্রামে রথচক্র মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া যায়। উদয়পুরের মহারাণা ঐ স্থানেই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, উক্ত গ্রামখানি শ্রীগোবর্দ্ধননাথকে দান করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীনাথজী-নাথ" এবং এই স্থানের নাম "নাথদ্বার" রাখা হইল।

শক ১৫৯০
খৃঃ ১৬৬৮

বৃহন্নারদীয় পুরাণ। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা শ্রীগোবিন্দ মাণিক্যের আদেশে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাঙ্গানুবাদ পয়ারে রচিত হয়।

শক ১৫৯১
খৃঃ ১৬৬৯

মথুরা-মণ্ডলে আরঙ্গজেব। বাদশাহ আরঙ্গজেব সসৈন্যে মথুরায় আসিয়া, সেকালের তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির ধ্বংশ করিয়া, তদুপরি এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং মথুরার নাম রাখিলেন "ইসলামাবাদ"। এদিকে পূজারিগণ যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া শ্রীবৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, মদনমোহন, রাধা বিনোদ, রাধামাধব, রাধাদামোদর প্রভৃতি প্রধান প্রধান শ্রীবিগ্রহগুলিকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হইল। মথুরা হইতে শ্রীশ্রীকেশব দেব উদয়পুরে নাথদ্বারে নীত হইলেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির ভাঙ্গিয়া তদুপরি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হইল এবং প্রধান প্রধান দেব মন্দিরগুলিকে অঙ্গহীন করিয়া বৃন্দাবনের নাম রাখা হইল 'মুমিনাবাদ'। শ্রীবৃন্দাবন আবার বনজঙ্গলে পরিণত হইল। বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীরাধারমণজী, বাঁকে বিহারীজী ও রাধাবল্লভজী ব্যতীত প্রধান বিগ্রহগুলি প্রায় সমস্তই বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবী কাম্যবনে গিয়াছিলেন।

শক ১৫৯২
খৃঃ ১৬৭০

রামগোপালের রস-কল্পবল্লী। শ্রীখণ্ডের শ্রীঠাকুর রঘুনন্দনের বংশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, কবি এবং প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীমদন গোপাল শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর রতিকান্তের শিষ্য শ্রীরাম গোপাল রায় চৌধুরী "রস-কল্পবল্লী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার কৃত "নরহরি-শাখা-নির্ণয়" এবং "রঘুনন্দন-শাখা নির্ণয়" গ্রন্থ শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাম গোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস "রস-মঞ্জরী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য।

শক ১৫৯৫
খৃঃ ১৬৭৩

রামগোপালের বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীচক্রপাণি চৌধুরী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য।

কিশোর নগরে ভাইয়া দেবকী নন্দন। "ভাইয়া দেবকীনন্দন" প্রথমজীবনে বামাচারী সাধক ছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবী স্ত্রীর সঙ্গগুণে এবং দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া মহা বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হয়েন। উৎকট বৈরাগ্যের তাড়নায় সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইবার পথে, টাকীর বসু বংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরূপনারায়ণ বসু, দেবকীনন্দনকে নিবৃত্ত করিয়া, টাকীর সন্নিকট জালালপুরে লইয়া আসেন। দেবকীনন্দন এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া "কিশোরনগর" নামক পল্লীর স্থাপন করেন ও তথায় অলৌকিকরূপে প্রাপ্ত নিজ শ্রীশ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। চব্বিশপরগণার বসিরহাট মহকুমার টাকী মিউনিসিপালিটীর অধীন কিশোরনগর বা জালালপুরে এই শ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহ বিরাজিত আছেন।

শক ১৫৯৮
খৃঃ ১৬৭৬

বিষ্ণুপুর-রাজ দুর্জ্জন সিংহ। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দুর্জ্জন সিংহ রাজ্য লাভ করেন। ইঁহার সময় শ্রীশ্রীমদন মোহন দেবের কারুকার্য্য খচিত শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়।

শক ১৬০৫
খৃঃ ১৬৮৩

আউল মনোহর দাস বাবাজীর তিরোভাব।

হুগলী জেলায় জাহানাবাদ গোঘাটের নিকট বদনগঞ্জ গ্রামে আউল মনোহরদাস বাবাজীর সমাধি বিদ্যমান আছে। মনোহর দাস বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীরের সভায় কবি ও সভাসদ্ ছিলেন। সোনামুখিতে ইহার শ্রীপাট আছে।

শক ১৬০৭
২৯ পৌষ
খৃঃ ১৬৮৬

শক ১৬১৪
খৃঃ ১৬৯২

কৃষ্ণদাসের নারদ-পুরাণ। অম্বিকা-কালনা নিবাসী সুবর্ণবণিক কৃষ্ণদাস নারদপুরাণ অনুবাদ করেন। ইনি বেষাশ্রয় করিয়া রামকৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন।

শক ১৬১৪
খৃঃ ১৬৯২

শ্রীজয়দেবের স্মৃতি-রক্ষা। কবি শ্রীজয়দেবের জন্মভূমি বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে, বৰ্দ্ধমানের মহারাণী শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। এই শ্রীবিগ্রহ এই স্থানে বর্ত্তমানকালে বিরাজিত আছেন। শ্রীজয়দেব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় ভ্রমরঘাটের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মুসলমান অত্যাচারের সময় এই শ্রীবিগ্রহ কাম্যবনে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। বর্ত্তমানে এই শ্রীবিগ্রহ কিষনগড় রাজ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান মঠে বিরাজিত আছেন বলিয়া প্রবাদ।

শক ১৬১৮
খৃঃ ১৬৯৭
চৈত্র শুক্লাদশমী

অনুরাগবল্লী গ্রন্থ রচনা। ভক্ত-কবি শ্রীমনোহর দাস শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া অনুরাগবল্লী নামক শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-চরিত গ্রন্থরচনা করেন। ইনি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্য। আচার্য্যপ্রভুর শ্যালক ও শিষ্য রামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য কাটোয়ার সন্নিকট বেগুণকোলা নিবাসী শ্রীরামচরণ চট্টরাজ, মনোহর দাসের দীক্ষাগুরু। মনোহর বেগুণকোলায় বাস করিয়া শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

শক ১৬১৮
খৃঃ ১৬৯৭
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা

প্রভু রাধামোহনের আবির্ভাব। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীপ্রভু রাধামোহন মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বর্ত্তমান ই, আই, আর সালার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট মালিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগদানন্দ প্রভু দক্ষিণখণ্ড গ্রামে বিবাহ

করেন এবং যাজিগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া দক্ষিণখণ্ডে শ্বশুরালয়ে বাস করেন। যাদবেন্দ্র নামে আট বৎসরের একমাত্র পুত্র রাখিয়া তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে, জগদানন্দ একদা স্বপ্নাবেশে দেখিলেন, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাঁহাকে মালিহাটীতে বাস করিয়া দার পরিগ্রহ করিতে বলিতেছেন। ঐ পত্নীগর্ভে প্রথমজাত পুত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়া তিনি তাঁহার অবশিষ্ট কার্য্যগুলি করিবেন বলিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য অন্তর্হিত হইলেন। জগদানন্দ অবিলম্বে মালিহাটিতে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন ও দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথমজাত পুত্রের নাম শ্রীআচার্য্যপ্রভুর আদেশানুসারে রাধামোহন রাখিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রভু রাধামোহনকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর "দ্বিতীয় প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত-কবি, পদকর্ত্তা এবং অসাধারণ শক্তিধর ছিলেন। "পদামৃত সমুদ্র" নামক পদ-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া রাধামোহন তাহার "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন এবং স্বকীয়াবাদী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবজগতে পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। মহারাজ নন্দকুমার এবং পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ ইঁহার মন্ত্র শিষ্য ছিলেন।

পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দের আবির্ভাব। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদেব শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ডের বাস পরিত্যাগ করিয়া, বর্দ্ধমান জেলায় রাণীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত আগরডিহি-দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দ এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর থানার অধীন যোফ্লাই গ্রামে বাস করেন। তথায় তাঁহার সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। জগদানন্দ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক

শক ১৬২৪
খৃঃ ১৭০২

শক্তির পরিচয় পাইয়া পঞ্চকোটের রাজা তাঁহাকে আমলালা নামক মৌজা দান করেন।

শক ১৬২৬
খৃঃ ১৭০৪

সারার্থদর্শিনী টীকা। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের "সারার্থদর্শিনী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন।

শক ১৬২৯
খৃঃ ১৭০৭

দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ। দিল্লীর বাদশাহ আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে বাহাদুর শাহ বাদশাহ হইলেন।

ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাস। শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর তাঁহার "ভক্তি-রত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাস" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

শক ১৬৩০
খৃঃ ১৭০৮

শক ১৬৩২
খৃঃ ১৭১০

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম। নবদ্বীপের বৈষ্ণব-দ্বেষী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহ। বিষ্ণুপুরের পরম ধার্ম্মিক রাজা গোপাল সিংহ রাজ্যলাভ করেন। তিনি রাজ্যমধ্যে এই রাজাদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ ও তদূর্দ্ধবর্ষীয় স্ত্রীপুরুষ সকলকেই প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মমত হরিনাম জপ করিতে হইবে। এই নামজপকে সাধারণ লোকে "গোপালের বেগার" বলিত।

শক ১৬৩৪
খৃঃ ১৭১২

প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অনুবাদ। ভক্ত কবি প্রেমদাস শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত "চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের" ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন এবং এই অনুবাদগ্রন্থের নাম "চৈতন্য চন্দ্রোদয়-কৌমুদী" রাখেন। প্রেমদাসের পূর্ব্বনাম পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ। বর্দ্ধমান

শক ১৬৩৪
খৃঃ ১৭১২

:জলায় ই, আই, আব পানাগড় ষ্টেশনের ৩।৪ ক্রোশমধ্যস্থ কুলনগব গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইহাব বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর অনুশিষ্য এবং "প্রেমদাস" ইহার গুরুদত্ত নাম। ষোড়শবর্ষ বয়সে প্রেমদাস বৃন্দাবনে গিয়া কিছুকাল শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের পাচকেব কার্য্য করিয়াছিলেন। "মনঃশিক্ষা" "বংশীশিক্ষা", "রাধারস-কারিকা" নামক আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রেমদাসের রচিত।

ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর হুগলী জেলায় বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতা ভূরসুট পরগণাব জমীদার ছিলেন।

শক ১৬৩৪
খৃঃ ১৭১২

প্রেমদাসের বংশী-শিক্ষা। ভক্তকবি প্রেমদাস তাঁহার "বংশী-শিক্ষা" গ্রন্থ রচনা কবেন। এই গ্রন্থ শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়াব ইতিবৃত্ত-মূলক।

শক ১৬৩৮
খৃঃ ১৭১৬

স্বকীয়া-পরকীয়া বাদ। অম্বরবাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়া অম্বর হইতে রাজধানী তুলিয়া আনিয়া জয়পুরে স্থাপন করিলেন। ইহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীব বাদশাহ ইহাকে "সওয়াই" উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকালে বৈষ্ণবগণের স্বকীয়া ও পরকীয়া মতের ভজন লইয়া মহা বিরোধ উপস্থিত হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিরুদ্ধপক্ষীয় বৈষ্ণবগণ রাজা জয়সিংহকে শাস্ত্র বিচারে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীগোবিন্দদেবের সহিত শ্রীরাধিকা মূর্ত্তির পূজা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, কারণ শ্রীরাধার নাম কোন প্রাচীন পুরাণ বা শাস্ত্রে নাই। রাজা, শ্রীমতী রাধিকার শ্রীমূর্ত্তি পৃথক গৃহে রাখিয়া স্বতন্ত্র পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বৃন্দাবনে

শক ১৬৪০
খৃঃ ১৭১৮

হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তখন শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার আদেশে শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী সুপণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে গিয়া স্বকীয়াবাদী বৈষ্ণবদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া পরকীয়ামত স্থাপন করিয়া আসিলেন; পুনরায় পূর্ব্বের মত সেবা প্রচলিত হইল। গৌড়মণ্ডলে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যনামক জনৈক পণ্ডিতকে জয়পুর রাজসভা হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইল। সর্ব্বত্র জয় করিয়া শ্রীপাট মালিহাটী গ্রামে আসিয়া, এই পণ্ডিত প্রভু রাধামোহনের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে প্রভু রাধামোহন সমগ্র বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত হইয়া সুবিমল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন।

বলদেবের গোবিন্দ-ভাষ্য। পরম বৈষ্ণব সুপণ্ডিত-শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই সময় তাঁহার বিখ্যাত "গোবিন্দভাষ্য" রচনা করেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী শৈব পণ্ডিত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথায় বেষাশ্রয় ও "গোবিন্দদাস" নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনকন্দরে বাস ও ভজন-সাধন করেন। ইঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। ইনি শ্যামানন্দী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইনি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শক ১৬৪১
খৃঃ ১৭১৯

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজ্যারম্ভ।

মথুরা-মণ্ডলে সওয়াই জয়সিংহ। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ জয়সিংহকে মথুরা-মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। জয়সিংহ সাত বৎসর কাল এই রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, শ্রীব্রজমণ্ডল পুনঃ সংস্কার

শক ১৬৪৩-৫০
খৃঃ ১৭২১-২৮

করিতে আরম্ভ করিলেন। আরঙ্গজেবকর্তৃক ভগ্ন ও অঙ্গহীন শ্রীমন্দির গুলির সংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। বাদশাহের সম্মতিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহদিগের প্রতিভূ-বিগ্রহ তাঁহাদের শ্রীমন্দিরে স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

শক ১৬৫২ **কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-কদম্ব গ্রন্থ রচনা।**

খৃঃ ১৭৩০ বীরভূম জেলান্তর্গত মঙ্গলডিহির পদকর্ত্তা ভক্ত কবি

৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীনয়নানন্দ দাস তাঁহার কৃষ্ণভক্তি-রস-কদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন।

মঙ্গলডিহির শ্রীপাট। বীরভূম জেলায় সিউড়ির দশমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে মঙ্গলডিহি গ্রাম একটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণব-কেন্দ্র। এখানকার ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। নৈমিষ্যারণ্যবাসী শ্রীধ্রুব গোস্বামীনামক জনৈক সাধুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ ও বলরাম শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, পর্ণিগোপাল মঙ্গলডিহিতে প্রতিষ্ঠা করেন।

পানু ঠাকুরের অপ্রকটে তাঁহার পাঁচ শিষ্য অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম এই শ্রীপাট ও বিগ্রহদিগের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। কিশোরের দৌহিত্র হইতে মঙ্গলডিহিতে "মদনগোপালের পাট" সৃষ্টি হইয়াছে। কানুরামের দুই পৌত্র পদকর্ত্তা গোকুলানন্দ বা গোকুলচন্দ্র ও কবি নয়নানন্দ। গোকুলচন্দ্রের পুত্র কবি ও পদকর্ত্তা জগদানন্দ "শ্যাম-চন্দ্রোদয়" নামক নাটক রচনা করেন।

খয়রাসোলের শ্রীপাট। উপরিউক্ত অনন্তের বংশধরেরা শ্রীবলরাম বিগ্রহসহ বীরভূম জেলায় খয়রাশোলে গিয়া তথায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। এখানে গোষ্ঠোৎসব যাত্রা মহাসমারোহের সহিত হইয়া থাকে।

শক ১৬৫৭
খৃঃ ১৭৩৫

অহল্যাবাইয়ের জন্ম। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৃন্দাবনে চৈন বা চীরঘাটের উপর কুঞ্জ ও সদাব্রত নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীচৈনবিহারী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন।

শক ১৬৬৫
খৃঃ ১৭৪৩

সওয়াই জয়সিংহের মৃত্যু। জয়পুরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ দেহত্যাগ করেন। ইহার সময় হইতে জয়পুরের রাজাগণ ব্রজমণ্ডলের অনেক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

শক
খৃঃ ১৭৪৪

শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যধ্বংশ। শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্য ধ্বংশ হইলে, শ্রীঈশান নগরের বংশধরগণ পদ্মা নদীর পূর্ব্বতীরে তেওতা গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাগর্ভে মায়াপুর, নবদ্বীপে তোতারাম বাবাজী ও মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্রসিংহ।

শক ১৬৬৯
ভাদ্র
খৃঃ ১৭৪৭

গঙ্গাগর্ভে মায়াপুর। ভাদ্র মাসের বন্যায় শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যস্থ প্রাচীন মায়াপুরের শ্রীগৌরাঙ্গ-বাসগৃহ ও লীলাসংক্রান্ত অধিকাংশ স্থান গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইয়া গেল। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণপল্লীনামক পল্লী ছিল এবং তাহার উত্তরে বৈদিক পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাস গৃহ ছিল।

মালঞ্চপাড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। প্রাচীন মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ-বাসগৃহ ও মন্দির গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইলে, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, সেবাইতগণ মালঞ্চ পাড়ার পশ্চিমে গোসাঞিপাড়ায় আনয়ন করেন।

শক ১৬৬৯ ভাদ্র
খৃঃ ১৭৪৭

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ। দিল্লীর শেষ বুদ্ধিমান, উদারপ্রকৃতি ও শক্তিমান বাদশাহ-মহম্মদশাহের রাজ্য শেষ হয়। এই বাদশাহের সময়ে শ্রীবৃন্দাবন পুনঃসংস্কার এবং জয়পুরে স্থানান্তরিত শ্রীবিগ্রহদিগের প্রতিভূ-বিগ্রহ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েন।

শক ১৬৭০
খৃঃ ১৭৪৮

মুড়গ্রামে শ্রীনিতাইসুন্দর গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবসু-জাহ্নবা-জনক শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের জনৈক বংশধর, কাটোয়া মহকুমাধীন কেতুগ্রাম থানার পাঁচ মাইল উত্তরে মূড়গ্রামের ধনী কায়স্থ শিষ্যের দ্বারা, শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা হইতে মূড়গ্রামে আনীত হইয়া তথায় স্থাপিত হয়েন ও শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ঘটনা ঠিক কোন সময় হইয়াছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট কালে হওয়াই সম্ভব। কারণ, এই গ্রামে "নিত্যানন্দতলা" নামে একটিস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই গ্রামে শুভাগমন করিয়া এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, সেইজন্য এই গ্রাম অভিশপ্ত হইয়াছিল। এই বংশে শ্রীনিতাই সুন্দর গোস্বামী প্রভু অনুমান ১৬৭০ হইতে ৮০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ইঁহার বৈরাগ্যোদয় হইলে, কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অল্প দিনের জন্য একবার মূড়গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময়

শক ১৬৭০-৮০
খৃঃ ১৭৪৮-৫৮

শ্রীশ্রীরাধারমণদেব তাঁহাকে রাত্রিতে অন্নভোগের ব্যবস্থা করিতে প্রত্যাদেশ দেন। তদবধি শ্রীবিগ্রহদিগের রাত্রিতে অন্নভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিছুকাল মূড়গ্রামে অবস্থিতি করিয়া, নিতাই সুন্দর পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল ভজন-সাধন করিয়া ধীর-সমীর কুঞ্জে শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের বামে সমাধি গ্রহণ করেন। ইঁনি চিরকুমার ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগৌর সুন্দর গোস্বামীর পৌত্র শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামী বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার কৃপায় গলিতকুষ্ঠগ্রস্ত জনৈক গোপের আরোগ্য লাভ হইয়াছিল। ইঁহার বংশধরগণ মূড়গ্রামে বাস করিয়া মহানুরাগের সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থকারের পিতৃদেব শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা শ্রীশ্যামদাস ঠাকুর-বংশীয় নিত্যধামগত শ্রীনন্দদুলাল মহান্ত ঠাকুর এই শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামীর দৌহিত্র।

মূড়গ্রামের এই গোস্বামী বংশ শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পরিবার। ইঁহাদের গুরুপ্রণালী যথা—শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, ২। বিষ্ণুদাস গোস্বামী, ৩। অনন্তাচার্য্য গোস্বামী, ৪। মধুসূদন গোস্বামী, ৫। রামচন্দ্র গোস্বামী, ৬। কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী ৭। গৌরসুন্দর গোস্বামী ৮। গোবিন্দ মণি ঠাকুরাণী ৯। বিনোদমণি ঠাকুরাণী।

বনোয়ারিবাদের বৈষ্ণবরাজ। মুর্শিদাবাদ জেলায় বনোয়ারিবাদ (কাটোয়ার ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম) রাজ পরিবারের প্রথম রাজা শ্রীনিত্যানন্দদাস (তন্তুবায়) দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের নিকট রাজা উপাধি এবং তদুপযুক্ত ভূ-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া সোনারুন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার তিনপুত্র বনোয়ারিদেব, গোবিন্দদেব ও কিশোরদেব। বনোয়ারিদেব নিজ নামানুসারে রাজধানীর নাম বনোয়ারিবাদ রাখিয়া শ্রীশ্রীবনোয়ারিজী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং বৃন্দাবনের অনুকরণে তাল, তমাল, ভাণ্ডীর,

শক ১৬৭২
খৃঃ ১৭৫০

নিকুঞ্জ প্রভৃতি বন, মানসরোবর মানসগঙ্গা প্রভৃতির দ্বারা রাজধানী ভূষিত করেন। এরূপ আদর্শ বৈষ্ণবরাজপরিবাব এবং এরূপ অনুরাগ ও মহা সমারোহের শ্রীবিগ্রহ সেবা সে সময়ে এবং তৎপর বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বিরল ছিল। ইঁহারা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধরদিগের কৃপাপাত্র।

শক ১৬৭৪
খৃঃ ১৭৫২

বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্যসিংহ। বিষ্ণুপুরের শেষ স্বাধীন রাজা চৈতন্যসিংহ রাজ্যলাভ করেন।

শক ১৬৭৪
খৃঃ ১৭৫২

শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী বিক্রমপুরমধ্যস্থ জপ্‌সাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "হরিলীলা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শক ১৬৭৪
খৃঃ ১৭৫২

মথুরামণ্ডল লুণ্ঠন। দিল্লীর বাদশাহ আহম্মদ শাহের মুসলমান সেনাপতি ভরতপুরে জাঠ-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন এবং দিল্লীতে ফিরিবার পথে মথুরামণ্ডল লুণ্ঠন ও হিন্দু অধিবাস দিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেন।

শক ১৬৭৫-৮০
খৃঃ ১৭৫৩-৫৮

নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী। ১৬৭৫ শক পর্য্যন্ত নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেন। এই সময় হইতে ভাগীরথী নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে বহিতে আরম্ভ হয়েন। অতঃপর কিছুকাল ভাগীরথী নবদ্বীপের পূর্ব্বপশ্চিম উভয় দিকেই প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিকেই প্রবলা হয়েন। পশ্চিমদিকের স্রোতস্বিনী "বুড়ীগঙ্গা" "ভাগীরথীর খাত" বা "আদিগঙ্গা" নাম প্রাপ্ত হয়।

শক ১৬৭৬
খৃঃ ১৭৫৪
মাঘী শুক্লাপঞ্চমী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর তিরোভাব। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হয়েন।

মাহেশে নূতন জগন্নাথ মন্দির। শ্রীপাট মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইলে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীনয়ানচাঁদ মল্লিক বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শক ১৬৭৭
খৃঃ ১৭৫৫

জোফ্‌লাইয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর থানার অধীন জোফ্‌লাই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া "দামিনীদাম" ও "গৌরকলেবর" এই দুইটি পদ রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপিত করেন। জোফ্‌লাই গ্রামে এই শ্রীবিগ্রহ ও জগদানন্দের অদ্ভূত কীর্ত্তি "গৌরাঙ্গ-সাগর" নামক পুষ্করিণী অদ্যাপি বিরাজিত।

শক ১৬৭৭
খৃঃ ১৭৫৫

শক ১৬৭৯
খৃঃ ১৭৫৭

পলাশীর যুদ্ধ।

পদ-কল্প-তরু গ্রন্থ। শ্রীপ্রভু রাধা মোহনের "পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থের" কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলনের অল্পপরে তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমাধীন টেঞা-বৈদ্যপুর নিবাসী শ্রীগোকুলানন্দ সেন (গুরুদত্ত নাম বৈষ্ণবদাস) উক্ত গ্রন্থের সমস্ত পদ ও তৎসহ নিজকৃত এবং অন্যান্য পদযোগ দিয়া "পদ-কল্প-তরু" গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণবদাস একজন বিখ্যাত রস-কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। কয়েকটি নূতন সুরের সৃষ্টি ইঁহাদ্বারা হইয়াছিল। ইঁহার বন্ধু ও গ্রামবাসী স্বজাতি কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (গুরুদত্ত নাম উদ্ধব দাস) সেকালের একজন উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব এবং পদকর্ত্তা ছিলেন।

শক ১৬৮০-৮৪
খৃঃ ১৭৫৮-৬২

নবদ্বীপে তোতারাম দাস বাবাজী। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীতোতারামদাস বাবাজী মহাশয় এই সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম রামদাস বাবাজী, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "তোতারাম বাবাজী" নাম দিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ মালঞ্চপাড়ায় সেবাইতদিগের নির্দ্দিষ্ট পালানুসারে ঘরে ঘরে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রীমন্দির ছিল না। সেবাইত বংশের কেহ কেহ বামসীতাপাড়ায় বাস করায়, শ্রীবিগ্রহকে এস্থানেও আসিতে হইত। তোতারাম বাবাজী মহাশয়ের উদ্যোগে বর্ত্তমান "মহাপ্রভু পাড়া" নামকস্থানে কাঁচা শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সেবাইত দিগকে এই স্থানে নিয়মিতভাবে আসিয়া নিত্যসেবা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

শক ১৬৮৪
খৃঃ ১৭৬২

উপাসনা-চন্দ্রামৃত গ্রন্থ। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল লাল দাস (অপর নাম কৃষ্ণদাস) কর্ত্তৃক "উপাসনা-চন্দ্রামৃত" গ্রন্থরচিত হয়।

শক ১৬৮৪
খৃঃ ১৭৬২

কান্দীতে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ। দেওয়ান শ্রীগঙ্গাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধাকান্ত সিংহ কান্দীতে নিজনামে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন।

শক ১৬৮৫-৯০
খৃঃ ১৭৬৩-৬৮

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আবির্ভাব। গোয়ালন্দের ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পদ্মার পর পারে মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমাধীন ভাদরাগ্রামে বঙ্গজ-কায়স্থ ঘোষ বংশে শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষরায়ের একমাত্র পুত্ররূপে জগবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। এই জগবন্ধুই কালে শ্রীসিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজী নামক মহাপুরুষরূপে পরিচিত হয়েন। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমন্দিরে থাকিতেন এবং তাঁহাকে মধুরভাবে ভজন করিতেন।

শক ১৬৯০
খৃঃ ১৭৬৮

নবদ্বীপের বড় আখড়া। নবদ্বীপে শ্রীল তোতারাম বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা এই আখড়া স্থাপিত হয়। বৈষ্ণব-দ্বেষী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বা অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। নবদ্বীপে তোতারামের উপর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের যথেষ্ট অত্যাচার হয়। শ্রীযুক্ত দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ মহাশয় তোতারামকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বাবাজী মহাশয়ের বড় আখড়া স্থাপন করিয়া দিয়া, ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যকমত ভূসম্পত্তি পাট্টা করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতঃপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রপক্ষীয় লোক বা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বাবাজী মহাশয়ের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারেন নাই।

শক ১৬৯০
খৃঃ ১৭৬৮

হরিলীলা গ্রন্থ। বিক্রমপুর নিবাসী কবি জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী একত্রে মিলিয়া "হরিলীলা" নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন।

শক ১৬৯৪
খৃঃ ১৭৭২

বৃন্দাবনে রাধাবল্লভজীর মন্দির। বৃন্দাবনে হিত-হরিবংশের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর বর্ত্তমান শ্রীমন্দির গুজরাট দেশের লালুভাইনামক জনৈক ভক্ত বণিকের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

শক ১৬৯৪
খৃঃ ১৭৭২

শক ১৬৯৬
খৃঃ ১৭৭৪

ভক্তি-লীলামৃত গ্রন্থ। মহারাষ্ট্র দেশীয় কবি মহিপতি "ভক্তি-লীলামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীলালাবাবুর আবির্ভাব। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (অপর নাম লালাবাবু) মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল বিষয় ও রাজকার্য্য করিয়া, ত্রিশ বৎসর বয়সে

শক ১৬৯৭
খৃঃ ১৭৭৫

ভিক্ষুকের বেশে বৃন্দাবন গমন করেন। ইনি যে সময় বৃন্দাবন গমন করেন তখন ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।

বরাহনগরে শ্রীপাট। কলিকাতা হইতে ৩।৪ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে বরাহনগর গ্রামে শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যশাখা "সুন্দরঠাকুর" এবং গোপাল শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বাসও এই গ্রামে ছিল বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই শ্রীপাট বহুকাল লুপ্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীপাট খড়দহের গোস্বামীদিগের শিষ্য কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীকালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বপ্নাদেশে, এইসময় শ্রীপাটের উদ্ধার করিয়া শ্রীভাগবতাচার্য্যের সমাধি সংলগ্ন স্থানে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাধিস্থানও অতি আশ্চর্য্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাগবাজারের নিজবাটীতে সেবিত একটী জগন্নাথ বিগ্রহও কালে এই শ্রীপাটে নীত হইয়াছেন। ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমন-স্মৃতি মহোৎসব হইয়া থাকে। বরাহনগরবাসী শ্রীরঘুনাথ মিশ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। রামকেলী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বরাহনগরে রঘুনাথের মুখে শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং রঘুনাথকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধি দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথের রচিত "কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী" নামক গ্রন্থ আছেন।

শক ১৬৯৭
খৃঃ ১৭৭৫

মালিহাটীতে মহারাজা নন্দকুমার। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার ইষ্টদেব প্রভু রাধামোহনের বিবাহের সময় একবার শ্রীপাট মালিহাটীতে আগমন করেন। গোপালপুর নিবাসী শ্রীঈশান চন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী রাণীঠাকুরাণীর সহিত প্রভু রাধামোহনের বিবাহ হয়। মহারাজা নন্দকুমার নিজব্যয়ে

শক ১৬৯৭
খৃঃ ১৭৭৫

এই বিবাহ মহাসমারোহে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এইসময় তিনি মালিহাটীতে এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন—রাধাসাগর নামক এই পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। অতঃপর নন্দকুমার ফাঁসীর অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবার পথে, আর একবার মালিহাটী আগমন করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তাঁহার ইষ্টদেব প্রভু রাধামোহন ভদ্রপুর হইতে কোন কারণে অপমানিত হইয়া মালিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নন্দকুমার কলিকাতা যাইবার পথে গুরুদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে মালিহাটী আসিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন দেন নাই।

পদকর্ত্তা গোবর্দ্ধন দাসের তিরোভাব।

শক ১৭০০
খৃঃ ১৭৭৮

জয়পুরের শ্রীশ্রীগোকুল চন্দ্র শ্রীবিগ্রহের প্রধান কীর্ত্তন গায়ক ও পদকর্ত্তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীগোবর্দ্ধন দাস দেহ রক্ষা করেন।

প্রভু রাধামোহনের তিরোভাব।

শক ১৭০০
খৃঃ ১৭৭৮
চৈত্রী শুক্লানবমী

পক্ষাধিককাল নির্জ্জন গৃহে ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উচ্চ নাম কীর্ত্তনের সহিত প্রভু রাধামোহন দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার প্রিয় সেবকদ্বয় কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঈশ্বরীজীউর জীর্ণ কুঞ্জের সংস্কার করিয়া মালিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে রাধামোহন প্রভু তাঁহাদিগকে স্থূল দেহে দর্শন দান করিয়া বৈশাখের কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্থীতে মহোৎসব করিতে আদেশ দেন। প্রভু-রাধামোহন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের সপ্তদিবস মধ্যে তাঁহার পত্নী স্বামীর অনুগমন করিলেন। মালিহাটীগ্রামে প্রভুরাধামোহনের পাট বাটীতে অদ্যাপি রামনবমী দিবসে তাঁহার তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দাস বসু চৌধুরীর দেহত্যাগ। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীজয় গোবিন্দদাস বসু চৌধুরী দেহত্যাগ করেন।

শক ১৭০১
খৃঃ ১৭৭৯

পদকর্ত্তা জগদানন্দের তিরোভাব। পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ জোফ্‌লই গ্রামে অপ্রকট হয়েন। তথায় এই তিথিতে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব মহাসমারোহে হইয়া থাকে

শক ১৭০৪
৫ই আশ্বিন; বামন দ্বাদশী
খৃঃ ১৭৮২

চৈতন্য দাস বাবাজীর সন্ন্যাস গ্রহণ। বালক জগবন্ধু ১৫।১৬ বৎসর বয়সে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে নবদ্বীপে আগমন করেন এবং বেধাশ্রয় করিয়া চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন এবং "হা বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর" এই নাম সকল সময়েই উচ্চারণ করিতেন। ইহার দুই বৎসর পরে, তিনি একবার তাঁহার গুরু দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং তথায় ৩।৪ বৎসরকাল থাকিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

শক ১৭
খৃঃ ১৭৮৩

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা গ্রন্থ। বৰ্দ্ধমান জেলায় ই, আই, আর গুস্করা ষ্টেশন-সন্নিকট চানক গ্রামের শ্রীশচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, শ্রীরূপগোস্বামীর-কৃত "উজ্জ্বল-নীলমণি" গ্রন্থের ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন।

শক ১৭০৭
খৃঃ ১৭৮৫

কাঁচড়াপাড়ার শ্রীমন্দির। কলিকাতার মল্লিক পরিবারের কোন ধনী ভক্ত কাঁচড়াপাড়ার শ্রীনাথ পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীশিবানন্দ সেন-সেবিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। এই শ্রীমন্দির কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল অন্তরে কৃষ্ণপুর নামক স্থানে অবস্থিত।

শক ১৭০৮
খৃঃ ১৭৮৬

কাঁচড়াপাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাপাট এবং শ্রীনাথ পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীকবিকর্ণ পূর, শ্রীকান্তসেন, শ্রীরামপণ্ডিত প্রভৃতি মহাভক্ত দিগের লীলাভূমি। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এখানে শ্রীশিবানন্দ সেনের তিরোভাব উৎসব হয় না।

নবদ্বীপে মণিপুর-রাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ।

শক ১৭১০
খৃঃ ১৭৮৮

মণিপুরের স্বাধীন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ যুবরাজ লাবণ্য চন্দ্র সিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কন্যা, "লাইবৈরী" ও তাঁহার স্বপ্নাদেশে নির্ম্মিত ললিত ত্রিভঙ্গ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহসহ শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়ার রাজা। শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল না এবং তাঁহার ভয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ একটি কূপমধ্যে অতি গোপনে মাটি চাপা অবস্থায় রক্ষিত ছিলেন।

নবদ্বীপে মণিপুর-কুঞ্জ প্রকাশ। মণিপুর-রাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ প্রকাশ্যভাবে নবদ্বীপে তাঁহার ললিত ত্রিভঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন এবং এই ব্যাপারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোন আপত্তিথাকিলে তিনি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ সেবায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মন্দিরাদি স্থাপনের জন্য ষোল বিঘা পরিমিত স্থানকে "মণিপুর" নাম দিয়া, নামমাত্র জমায় ভাগ্যচন্দ্রকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে নবদ্বীপে "মণিপুর-কুঞ্জ" স্থাপিত হইল। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহও কূপমধ্য হইতে উত্তোলিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে স্থাপিত হইলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-গৃহে গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের শ্রীমন্দির। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মভিটা গঙ্গা-গর্ভে মগ্ন হওয়ার ৪৫ বৎসর পর, দেওয়ান শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অনেক অনুসন্ধানের দ্বারা রামচন্দ্রপুরে এই স্থান আবিষ্কার করেন এবং এই স্থানের উপর নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট এক বৃহৎ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি এই মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেবাইতদিগের আপত্তিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালে এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে মগ্ন ও প্রোথিত হইয়া যায়।

শক ১৭১৪
খৃঃ ১৭৯২
১লা অগ্রহায়ণ

মুড়গ্রামে শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামী। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীগৌর-সুন্দর গোস্বামীর পুত্র শ্রীপঞ্চানন গোস্বামীর পুত্ররূপে মুড়গ্রামে শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরণের অনেক অলৌকিক প্রভাবের প্রবাদ অদ্যাবধি মুড়গ্রামে প্রচলিত আছে। একদা তিনি শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দির প্রান্তে উপবেশন করিয়া মালাজপ করিতেছেন, এমন সময় গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত জনৈক গোপ আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কাতর নিবেদন করিল যে তাঁহার শ্রীচরণোদক গ্রহণ করিলে সে ব্যাধিমুক্ত হইবে। অনন্যোপায় হইয়া গোস্বামী তাহাকে গোশালা হইতে শ্রীশ্রীরাধারমণের গাভীদোহন করিয়া আনিতে বলিলেন। গোপের দোহনভাণ্ড ধারণ করিবার ক্ষমতা না থাকায় সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোস্বামী কিছু ছাই হাতে উঠাইয়া উহা দ্বারা গোপকে নিজ হস্ত মর্দ্দন করিতে বলিলেন। গোপ ঐরূপ করিবামাত্র সম্পূর্ণরূপে নিরোগি হইয়া পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হইল এবং বংশ পরম্পরানুক্রমে শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের দুগ্ধদোহন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

শক ১৭১৪
খৃঃ ১৭৯২

চৈতন্যচরণের তিন পুত্র, রাধা গোবিন্দ, গঙ্গা নারায়ণ ও দোলগোবিন্দ এবং চারি কন্যা। প্রথমা কন্যার বিবাহ কেঁচুনিয়ার পাটে শ্রীজাহ্নবা-পালিত শ্রীঠাকুর দাস ঠাকুরের বংশে, দ্বিতীয়া কন্যা গৌরীপুরে শ্রীঅভি-রামঠাকুরের শাখা গোস্বামী বংশে এবং তৃতীয়া কন্যা চন্দ্রমুখী দেবীর বিবাহ পাঁচতোপীতে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা শ্রীশ্যামদাস ঠাকুরবংশে গ্রন্থকারের পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ঠাকুরের সহিত হয়। রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গানারায়ণের বংশধরেরা মূড়গ্রামে বাস করিয়া অনুরাগের সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন। চৈতন্যচরণের প্রথমা কন্যার পৌত্র বিরক্ত বৈষ্ণব শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী মূড়গ্রামে বাস করিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীভগবানদাস বাবাজী, শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী।

চিড়িয়া কুঞ্জের শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজীর তিনটি শিষ্য। শ্রীবৃন্দাবনের চিড়িয়াকুঞ্জের শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের তিনটি প্রধান শিষ্য শ্রীভগবানদাস বাবাজী, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী একই সময়ে তিনটি ভাব অবলম্বন করিয়া ভজনসিদ্ধ হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ভজননিষ্ঠ হইলেও ইঁহারা পরস্পরে একাত্মা ছিলেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল ইঁহাদের প্রধান লীলাস্থলী এবং ইঁহাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগত পরিব্যাপ্ত।

শ্রীভগবানদাস বাবাজী। ইনি একমাত্র নামনিষ্ঠ ছিলেন এবং সর্ব্বদা নাম জপ করিতেন। বৈষ্ণব-অধরামৃতে ইনি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট যশোড়াগ্রামে গঙ্গাতীরে একটি কুটীরে কিছুকাল ভজন সাধন করিয়া ইনি শ্রীপাট অম্বিকা-কালনায় আগমন করেন ও তথায় জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হয়েন। এই স্থানে ইঁহার সমাধি মন্দির ও ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনাম ব্রহ্মের সেবা আছেন।

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী। ইনি পরম বিধিনিষ্ঠ ছিলেন। দেহান্ত কাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও ইঁহার আহ্নিকপূজা ও নিয়মনিষ্ঠার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইঁহার আদেশানুসারে অনেক উদাসীন শুদ্ধ ভক্ত শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শুভাগমন করেন। তন্মধ্যে শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় উৎকট বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণানুরাগের আদর্শ ছিলেন। ১৮১৬ শকাব্দায় ১৪ই ফল্গুন, সোমবার ফাল্গুনী শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে অপ্রকট হয়েন।

শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে থাকিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে মধুর ভাবে ভজন করিয়া তাঁহার প্রেমসেবা করিতেন। স্ত্রীলোকের ন্যায় সকল সময়েই তাঁহার সলজ্জ ভাব এবং তিনি স্ত্রীলোকের মত বেশভূষা করিতেন। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে "আমার ভজন হলো সারা। গৌরের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা"॥ এই কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে অপ্রকট হয়েন।

শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী ও ভাগবত-ভূষণ।

শক ১৭১৪
খৃঃ ১৭৯২

জিরেট বলাগড় হইতে শ্রীভাগবত-ভূষণ ঠাকুর নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। সে সময়ে ভাগবতভূষণের মত একনিষ্ঠ গৌড়ভক্ত আর কেহ

ছিলেন না। ইঁহার নাম রামতনু মুখোপাধ্যায়ে; নদীয়া জেলায় কোন পল্লীতে ইঁহার জন্ম হয়। যৌবনের প্রারম্ভে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, রামতনু রাণাঘাটের নিকট উলাগ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, তিনি উলার বাস ত্যাগ করিয়া জিরাট বলাগড়ে নিজ ভগ্নিপতির বাটীতে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়েন এবং তথায় কয়েকটি শুদ্ধ গৌরভক্ত সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিতে থাকেন। নবদ্বীপে আসিয়া ভাগবত-ভূষণ, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। বাবাজীমহাশয় ভাগবত-ভূষণকে প্রথম দর্শনাবধি দুশ্ছেদ্য প্রেমডোরে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং উভয়ে একত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীজিয়ড় নৃসিংহ ঠাকুর। শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় ভাগবত-ভূষণের সহিত জিরেট বলাগড়ে আসিলেন এবং তথায় ভাগবত-ভূষণের বন্ধু গৌরগত-প্রাণ শ্রীজিয়ড় নৃসিংহ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই রসিক ভক্তের নাম জিয়ড় নৃসিংহ ঠাকুর, নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলায়। বৰ্দ্ধমানের জজ আদালতে ইঁনি একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া কালে এরূপ উচ্চশ্রেণীর ভক্তে উন্নীত হইয়াছিলেন যে শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ও ইঁহার নিকট নাগরীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী, শ্রীভাগবত-ভূষণ ও জিয়ড় নৃসিংহ ঠাকুরের শুভ-সম্মিলনে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল—জিরেট, বলাগড়, নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান এবং তৎসঙ্গে সমগ্র রাঢ় দেশ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমভক্তির তরঙ্গে ডুবু ডুবু হইল। ভাগবত-ভূষণ সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মপ্রচার ও শ্রীগৌর মন্ত্রে দীক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য-শাখায় দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নবদ্বীপে প্যারি ও সখিমাতা। শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের বৈমাতৃক বালবিধবা ভগিনী প্যারি ও তাঁহার বিধবা ননদিনী সখিমাতা দেশত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন এবং বাবাজী মহাশয়ের সেবা-পরিচর্য্যা ও তাঁহার নিকট গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। মাধুকরী করিয়া ইঁহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন এবং মাধুকরী-লব্ধ ভিক্ষাংশের দ্বারা বাবাজী মহাশয়ের সেবা করিতেন। ইঁহারা উভয়েই কালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

শক ১৭১৫
খৃঃ ১৭৯৩

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলীর পদ্যানুবাদ। শ্রীখণ্ডবাসী কবি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী" স্তবের ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন।

শক ১৭১৫
খৃঃ ১৭৯৩

পদকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসাদ। পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ লস্কর জন্মগ্রহণ করেন।

শক ১৭১৬
খৃঃ ১৭৯৪

অহল্যাবাইয়ের দেহত্যাগ। দেবী অহল্যাবাই ৬০ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার কীর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

শক ১৭১৭
খৃঃ ১৭৯৫

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমদনমোহন। বিষ্ণুপুরের শেষ স্বাধীন রাজা শ্রীচৈতন্যসিংহ নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া, কলিকাতা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট শ্রীমদন মোহন জীউকে লক্ষাধিক টাকায় আবদ্ধ রাখেন। আর এই ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। তদবধি শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বাগবাজারে অবস্থান করিতেছেন।

শক ১৭১৭
খৃঃ ১৭৯৫

কৃষ্ণ-যাত্রার গোবিন্দ অধিকারী। হুগলী জেলা মধ্যস্থ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকট জাঙ্গিপাড়া গ্রামে

শক ১৭১৯ "জাতি বৈরাগী" কুলে শ্রীগোবিন্দ অধিকারী জন্মগ্রহণ
খৃঃ ১৭৯৭ করেন। ইনি নিজে দূতির বেশে আসরে নামিতেন।

শক ১৭১৯ **মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু।**
খৃঃ ১৭৯৭ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র শিবচন্দ্র রাজ্যলাভ করেন।

শক ১৭২৫ **ইংরাজ অধিকারে মথুরা-মণ্ডল।**
খৃঃ ১৮০৩ মথুরা-মণ্ডল বৃটিশ অধিকারে আইসে।

শক ১৭২৫ **আনন্দচন্দ্র শিরোমণির জন্ম।**
শ্রাবণ। "সুবল-সংবাদ" "অক্রূর-সংবাদ", "কলঙ্ক-ভঞ্জন," "উদ্ধব-
খৃঃ ১৮০৩ সন্দেশ" গ্রন্থ-রচয়িতা ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্রীআনন্দচন্দ্র শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন।

শক ১৭৩২
খৃঃ ১৮১০

শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীসদাশিব কবিরাজের বংশধর শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী নদীয়া জেলায় ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তমবর্ষ বয়সে শিশু কৃষ্ণকমল পিতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ব্যাকরণাদি পাঠ করেন এবং ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে দেশে প্রত্যাগত হইয়া নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করেন। তথায় "নিমাই-সন্ন্যাস" যাত্রার অভিনয় করিয়া কৃষ্ণকমল নদীয়াবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি ঢাকায় আসিয়া বাস করেন এবং "স্বপ্ন-বিলাস" "বিচিত্র-বিলাস" "নন্দ-হরণ" "সুবল-সংবাদ" ও "রাই-উন্মাদিনী" প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করেন। ঢাকায় তিনি "বড় গোঁসাই" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জ। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া

শক ১৭৩২
খৃঃ ১৮১০

লালাবাবু পঁচিশলক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীমন্দির ও তৎসহ অতিথি-শালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং বার্ষিক ২৪ হাজার টাকা লাভের জমিদারী খরিদ করিয়া, এই মন্দির ও অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান করিলেন। কুঞ্জমধ্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা ও শ্রীরাধিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শ্রীবিগ্রহের মত বড় মূর্ত্তি বৃন্দাবনে আর নাই।

শক ১৭৩৪
খৃঃ ১৮১২

খানাকুলে শ্রীমন্দির। হুগলী জেলায় আরামবাগ-সন্নিকট মাধবপুরবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ-নামক জনৈক ধনবান ভক্ত শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শক ১৭৩৭
খৃঃ ১৮১৫

শ্রীজগদীশ-পণ্ডিত-চরিত রচনা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে কবি শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের চরিত্র-বর্ণনা-মূলক "শ্রীজগদীশ পণ্ডিত-চরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শিষ্যপর্য্যায়ে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের ষষ্ঠ-স্থানীয়।

শক ১৭৪০
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা
খৃঃ ১৮১৮

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর আবির্ভাব। শ্রীহট্ট জেলায় ফুলতলা বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানে, নবশাখ বারুই কুলে শ্রীসিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বনাম শ্রীকেশব। বাল্যকাল হইতেই ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং দার পরিগ্রহ করিয়া ত্রিশবর্ষ পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বর্ত্তমান

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ। চব্বিশপরগণা জেলার জয়নগর-সন্নিকট বড় গ্রামের বৈষ্ণব জমীদার শ্রীনন্দকুমার বসু বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বর্ত্তমান কালে নানাদেশের ধনী ভক্তের দ্বারা এই শ্রীমন্দিরের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শক ১৭৪১
খৃঃ ১৮১৯

লালাবাবুর তিরোভাব। শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী পরম বিরক্ত প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া লালাবাবু বৃক্ষতলে বাস করিতেন এবং মাধুকরী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। একদা শ্রীগোবর্দ্ধন-পথে অশ্ব-পদাঘাতে তাঁহার জীবনান্ত হইলে সেই স্থানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শক ১৭৪৩
খৃঃ ১৮২১

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ। চব্বিশ-পরগণা জেলার বড় গ্রামের জমীদার শ্রীনন্দকুমার বসু বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদন-মোহনজীর বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শক ১৭৪৫
খৃঃ ১৮২৩

বনোয়ারিবাদে বড় ও ছোট হুজুরের দেহত্যাগ। বনোয়ারিবাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রাজা বনোয়ারিদেব (বড়হুজুর) ও কিশোরদেব (ছোটহুজুর) দেহত্যাগ করেন। বনোয়ারিবাদে ইঁহাদের বৈষ্ণব-কীর্ত্তি ইঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শক ১৭৪৬
খৃঃ ১৮২৪

বৃন্দাবনে শ্রীজীর মন্দির নির্ম্মাণ। জয়পুরের পাটরাণী শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী বৃন্দাবনে শ্রীজীর বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শক ১৭৪৮
খৃঃ ১৮২৬

শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের আবির্ভাব।

শক ১৭৫৫ চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী খৃঃ ১৮৩৩

যশোহর জেলান্তর্গত নড়াইল মহকুমাধীন মহিষখোলা গ্রামে, সম্ভ্রান্ত দক্ষিণবাঢ়া কুলীন কায়স্থ ঘোষবংশে, শ্রীযুক্ত মোহন চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী কনক সুন্দরী দাসীর পুত্ররূপে শ্রীরাধা-রমণ চরণদাস দেব আবির্ভাব হয়েন। পিতামাতা ইহার নাম রাখিয়া ছিলেন শ্রীমান্ রাইচরণ ঘোষ। জয়পাশা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর সহিত রাই চরণের প্রথম বিবাহ হয় ও পরে ফরিদপুর জেলান্তর্গত ঘোড়াখালি গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তথায় শ্বশুরালয়ে বাস করেন এবং এই সময় খুলনা জেলায় মূলগড়বাসী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। কিছুকাল মামুদপুর জমিদারী কাছারীতে নায়েবীর কার্য্য করিয়া, দেবীর স্বপ্নাদেশে রাই চরণ গৃহত্যাগ করেন ও অযোধ্যায় সরযূতীরে সিদ্ধগুরু শ্রীশঙ্করারণ্য পুরীর (পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নিবাস খড়দহ) কৃপালাভ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন; পরে শ্রীবৃন্দাবনাদি নানা তীর্থ পরিভ্রমণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করেন। নবদ্বীপ হইতে শ্রীনীলাচলে গমন করেণ ও তথায় বহুকাল ভজন সাধন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ গৌরহরিদাস মহান্ত (শ্রীসিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য) মহাশয়ের নিকট বেষাশ্রয় ও "শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী" নাম গ্রহণ করেন।

হরি-লীলা-শিখরিণী-প্রণেতা ঈশ্বর চন্দ্র।

শক ১৭৫৭ খৃঃ ১৮৩৫

ঢাকা জেলায় মুকসুদপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত সাহাবংশে কবি ঈশ্বর চন্দ্র মুন্সী জন্মগ্রহণ করেন। কাব্য ও সঙ্গীত রচনায়, শ্রীকৃষ্ণ কমল গোস্বামী ঈশ্বর চন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত "হরি-লীলা-শিখরিণী"

নামক পদাবলী গ্রন্থ তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে অসাধারণ প্রেম-ভক্তির পরিচায়ক।

গীতাবলী-রচয়িতা পীতাম্বর দে। "গীতাবলী"-রচয়িতা শ্রীপীতাম্বর দে বীরভূম জেলায় বোলপুর চৌকীর অন্তর্গত জনুবাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শক ১৭৬০
খৃঃ ১৮৩৮

শ্রীকেদার নাথ ভক্তিবিনোদ। কলিকাতা রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত (কায়স্থ) পরিবারে, ভক্ত শ্রীকেদার নাথ দত্ত মহাশয় ১৭৬০ শকাব্দার জন্মগ্রহণ করেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ভক্তি-শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করেন। শ্রীপাট বাঘ্ নাপাড়ার শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বংশীয় শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শেষজীবনে বেষাশ্রয়ের পর "ভক্তি বিনোদ ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়া বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে অনেকগুলি মন্ত্রশিষ্য করেন। ভক্তি-ধর্ম্ম ও অনেকগুলি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়া, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইনি কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব-সৎশাস্ত্র-বিরোধীদিগের কুহক-জাল হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া, বর্ত্তমান শিক্ষিতসমাজে যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শক ১৭৬০
খৃঃ ১৮৩৮

শ্রীবনোয়ারিলাল সিংহজী মহাশয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমান্তর্গত পাঁচতোপী গ্রামে সম্ভ্রান্ত উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থকুলে রাঢ়ের উজ্জ্বলতম রত্ন প্রেমিক ভক্ত শ্রীবনোয়ারি লাল সিংহজী মহাশয় ১৭৬০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ইঁহার বৈরাগ্যোদয় হইলে, স্বগ্রামবাসী একনিষ্ঠ পরমভক্ত সুপণ্ডিত ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের সুগায়ক শ্রীকৃষ্ণ-দয়াল চন্দ্রজী মহাশয়ের সুসঙ্গে, ইঁহার বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি পুরিপুষ্ট হইয়া

শক ১৭৬০
খৃঃ ১৮৩৮
আষাঢ়।

উঠে। পরে নিজালয়ে শ্রীশ্রীহরিবাসর প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু শুদ্ধভক্তের এক মহাসম্মিলনী গঠন করিয়া ইনি সমগ্র রাঢ় মণ্ডলে প্রেমের প্রবল তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সেবা ও অতিথি সৎকার এই মহাপুরুষের মহাব্রত ছিল। তাঁহার প্রকট কালে শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীনীলাচল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের অসংখ্য উদাসীন সাধু বৈষ্ণব তাঁহার আলয়ে শুভাগমন করিয়া, পরমাদরে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া ভজন সাধন করিতেন। দশ, পনের মূর্ত্তি শ্রীবৈষ্ণব প্রত্যহই তাঁহার আলয়ে উপস্থিত থাকিতেন; ইহাদের ভজনসাধন ও কীর্ত্তনানন্দে সমগ্র গ্রামটি গোলকের আনন্দ-সুধায় পরিপ্লুত হইত। জীবাধম গ্রন্থকারের পিতৃদেব শ্রীনন্দদুলাল মহান্তঠাকুরের সহিত এই মহাপুরুষের প্রেম-সৌহার্দ্দ্য অতীতের সেই সুদিনের শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমপ্রাণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সিংহজী মহাশয়ের অপ্রকটের নয় বৎসর পরে, তাঁহার পবিত্র আলয়ে অতি আশ্চর্য্যরূপে দেহত্যাগ করিয়া, মহান্ত মহাশয় এই প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। যশোহর জেলায় মাগুরা গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমীদার কায়স্থকুলে শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষের পুত্ররূপে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ ১৭৬১ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতৃদেবীর প্রতি শিশির কুমার প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন এবং তাঁহার নামের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য স্বগ্রামে "অমৃত বাজার" নামে বাজার, ডাকঘর ও দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই গ্রাম "অমৃত বাজার" নামে পরিচিত হয়। ধর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে শিশির কুমার প্রেমানুরাগে শ্রীভগবদ্দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অল্পকাল মধ্যেই, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-

শক ১৭৬১
শ্রাবণ
খৃঃ ১৮৩৯

প্রদর্শিত বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব সৎশাস্ত্র-বিরোধীদিগের কুহক জাল হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া শিক্ষিত সমাজকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট করেন। শ্রীছয় গোস্বামীদিগের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ করিতে গিয়া শিশিরকুমার গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমারসাস্বাদনে বিভোর হইয়া উঠেন। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ লীলা ও তত্ত্ব জগদ্বাসীকে বুঝাইবার জন্য অতি সরল, সুমধুর, অমিয়মাখা ভাষায় "শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত" গ্রন্থ প্রচারিত করিয়া শিশির কুমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীনবহরি ঠাকুর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী "গৌরলীলা লিখিবে যে, এখনো জন্মেনি সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু" সফল করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

শক ১৭৬৩
খৃঃ ১৮৪১

শ্রীধাম শান্তিপুরের শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশে শ্রীআনন্দ কিশোর গোস্বামীর পুত্ররূপে আচার্য্য বিজয় কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দ কিশোর গোস্বামী অসাধারণ নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। ভোগবন্ধনের কাষ্ঠগুলি পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গাজলে ধুইয়া লইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "লাকড়া ধোয়া গোঁসাই" বলিত। তিনি তাঁহার শ্রীশালগ্রাম শিলা গলদেশে বন্ধন করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে এক বৎসরে নীলাচলে উপনীত হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে লালাবাবুর সমাধি।

শক ১৭৬৪
খৃঃ ১৮৪২

শ্রীবৃন্দাবনে লালাবাবুর সমাধি নির্ম্মিত হয়। ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবদিগের পদরজ পড়িবে বলিয়া, সমাধির উপর কোন মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই; ইষ্টকদিয়া সামান্য ভাবে একটি বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চৈতন্য-লীলামৃত-প্রণেতা জগদীশ্বর গুপ্ত।

শক ১৭৬৭
খৃঃ ১৮৪৫

"চৈতন্য-লীলামৃত" প্রণেতা শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত শ্রীখণ্ডে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

নবদ্বীপে কৃষ্ণদাস বাবাজী। ত্রিশবৎসর সংসারাশ্রমে বাসের পর, কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হয়েন। বিবাহিত পত্নী আছেন জানিতে পারিয়া বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণদাসকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করেন। গৃহে ফিরিয়া কৃষ্ণদাস দশ বৎসর কাল সাধন ভজন করেন।

শক ১৭৭০
খৃঃ ১৮৪৮

পণ্ডিত শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। ১৭৭০ শকে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বংশে পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। মনিপুর-নিবাসী রামকৃষ্ণ ও কুমুদ চট্টরাজ দুই সহোদর শ্রীআচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কুমুদের পুত্র শ্রীচৈতন্য চট্টরাজ কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রসিকমোহনের প্রপিতামহ পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম চট্টরাজ বীরভূম জেলার ভূম্যধিকারী ছিলেন। রসিকমোহন তদীয় সুপণ্ডিত পিতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার নিকটেই দীক্ষিত হয়েন। তৎপরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত-প্রবর শ্রীভুবন মোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন কালে ইনি "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ "আনন্দ বাজার বিষ্ণুপ্রিয়া" শ্রীপত্রিকার ক্রমাগত ২২ বৎসর কাল সম্পাদকতা করিয়া ইনি বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হয়েন এবং পরে "শ্রীরায় রামানন্দ" "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" "স্বরূপ দামোদর" "শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী", "শ্রীমদ্দাস গোস্বামী", "নীলাচলে ব্রজমাধুরী" প্রভৃতি বহু অমিয়মাখা শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

শক ১৭৭০
খৃঃ ১৮৪৮

শ্রীনন্দদুলাল মহান্ত ঠাকুর। মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দী মহাকুমাধীন পাঁচতোপী গ্রামে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা সিদ্ধ শ্যামদাস ঠাকুর-বংশে, গ্রন্থকারের পিতৃদেব শ্রীনন্দদুলাল মহান্ত ঠাকুর ১৭৭১ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জননী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবী শ্রীশ্রীবসু-জাহ্নবা-জনক শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত-বংশীয় মুড়গ্রামবাসী সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামীর কন্যা। আশৈশব বৈষ্ণব-সঙ্গ, উৎকট বৈরাগ্য, ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবল আসক্তি ও ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য ইনি জনসমাজে "মহান্ত মহাশয়" নামে পরিচিত ছিলেন। স্বনামধন্য বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীবনোয়ারি লাল সিংহজী মহাশয় পাঁচতোপী গ্রামে একটি আদর্শ বৈষ্ণব সমাজ গঠন করিয়া যে প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া ছিলেন, তাহা প্রধানতঃ মহান্ত মহাশয়েরই উদ্যম ও চেষ্টার ফল। উভয়ে উভয়কে বড় ভাল বাসিতেন এবং উভয়েই তাঁহাদের জীবন বৈষ্ণব ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসর্গ করেন। পাঁচতোপীর বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফল।

শক ১৭৭১
খৃঃ ১৮৪৯
২ই কার্ত্তিক

এঁড়িয়াদহে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ। কলিকাতার ৬।৭ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীদাস গদাধরের শ্রীপাট এঁড়িয়াদহে কলিকাতার ধনী ভক্ত শ্রীমধুসূদন মল্লিক শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের সেবা প্রকাশ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা এই শ্রীপাটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই শ্রীপাটের আদি শ্রীবিগ্রহ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সে সময় শ্রীপাটের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

শক ১৭৭১
খৃঃ ১৮৪৯

পালপাড়ায় শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। গোপাল শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট মশিপুর গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইল, তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ বেলেডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়েন। কালে এই স্থানও গঙ্গায়

শক ১৭৭২
খৃঃ ১৮৫০

মগ্ন হইলে, নদীয়া জেলায় পালপাড়া নিবাসী শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীয় গ্রামে শ্রীবিগ্রহদিগকে আনয়ন করিয়া সেবার ব্যবস্থা করেন। সেই অবধি মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট পালপাড়ায় হইয়াছে। পালপাড়া ই, বি, আর চাকদহ ষ্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণ। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে শেঠেদের মন্দির। পঁয়তাল্লিশ লক্ষটাকা ব্যয়ে সাতবৎসরে এই সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে শেঠেদের আদিপুরুষ শ্রীগোকুলদাস পারকজী গোয়ালিয়র-রাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। শেষজীবনে গোকুলদাস অতুল ধনসম্পত্তি লইয়া মথুরায় আসিয়া বাস করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন ; মণিরাম নামক তাঁহার এক কর্ম্মচারীর পুত্র লছমী চাঁদকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুকালে মণিরামকে তাঁহার অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান। মণিরামের অপর দুই পুত্র রাধাকিষণ ও গোবিন্দ দাস গোপনে জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন এবং এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া লছমী চাঁদও বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে অপর ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।

শক ১৭৭৩
খৃঃ ১৮৫১

শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী। প্রচ্ছন্ন একনিষ্ঠ গৌরভক্ত ডাক্তার শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী মহাশয় খুলনা জেলায় স্বপ্নবাহিরদিয়া গ্রামে কায়স্থকুলে ১৭৭৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শিতা ও সুখ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে অলৌকিকভাবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া ইঁহার ধর্ম্ম-জীবনের আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ইনি

শক ১৭৭৫
খৃঃ ১৮৫৩

গোলক-গত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের সহায়তায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীছয় গোস্বামীদিগের প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কলিকাতায় শ্রীশ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভাস্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারক নামক শ্রীপত্রিকার প্রচার করিয়া, বর্ত্তমান যুগের উপধর্ম্ম ও অবতার-সমস্যার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র এবং সারগর্ভ সমালোচনা করেন। ইঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনা, "বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব," "দীক্ষা-মন্ত্র রহস্য", "দীক্ষা-বিচার" প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় সুযুক্তিপূর্ণ, সারগর্ভ আদর্শ বৈষ্ণব-দর্শন গ্রন্থ আধুনিক যুগে অতি বিরল।

শক ১৭৭৬
খৃঃ ১৮৫৪

শ্রীসাধু নিত্যানন্দ দাস। শ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের কৃপাপাত্র শ্রীনিত্যানন্দদাস বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিকবংশে ১৭৭৬ শকে শ্রীপুলিন বিহারী মল্লিক রূপে জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বৎসর সংসারাশ্রমের পর নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করিয়া অবশেষে ইনি শ্রীরাধারমণচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রয় করেন ও বেষাশ্রয় করিয়া গুরুদেবের আদেশে নবদ্বীপে বৈষ্ণব সেবার জন্য "শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম" ও "মাতৃমন্দির" নামে দুইটি সেবা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার উপর প্রদত্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ "জীবে দয়া" ইনি যে ভাবে প্রতিপালিত করিয়া জগতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ণনার অতীত।

শক ১৭৭৬
৫ই আষাঢ়
খৃঃ ১৮৫৪

শ্রীমহেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর গোস্বামীর আবির্ভাব। মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দী মহকুমাধীন শ্রীপাট মালিহাটী গ্রামে শ্রীশ্রীচৈতন্য-অভিন্ন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-বংশে গ্রন্থকারের শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমহেন্দ্র-সুন্দর ঠাকুর গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু হইতে বংশপরম্পরায় ইনি দশম সংখ্যক ; যথা—১। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য,

২। শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর, ৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর, ৪। শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর ৫। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর, ৬। শ্রীকৃষ্ণরাত ঠাকুর, ৭। শ্রীচৈতন্য হরিঠাকুর, ৮। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর, ৯। শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর, ১০। শ্রীমহেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর।

শ্রীপাট মাহেশ ও বল্লভপুরের সেবাইতদিগের মনোমালিন্য। রথযাত্রার সময় শ্রীপাট মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মাহেশ হইতে বল্লভপুরে গমন করিতেন। এই সময় উভয় শ্রীপাটের সেবাইতদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় জগন্নাদেবের বল্লভপুরে গমন স্থগিত হয়। তদবধি ঠাকুর আর বল্লভপুরে গমন করেন না।

শক ১৭৭৭
খৃঃ ১৮৫৫

পদকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ লস্কর।

শক ১৭৭৭
খৃঃ ১৮৫৫

পদকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ লস্কর দেহত্যাগ করেন।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে নাটমন্দির। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ চাঁদা করিয়া সুন্দর নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রায় ১০।১১ বৎসর হইল, উক্ত ধীবরগণের বংশধরেরা ঐ নাটমন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

শক ১৭৭৮
খৃঃ ১৮৫৬

মাহেশে গুঞ্জাবাটী। সেবাইতদিগের মনোমালিন্যবশতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় বল্লভপুর যাওয়া স্থগিত হইলে, কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক-বংশীয়া রঙ্গময়ী দাসী মাহেশে একখানি গুঞ্জাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করেন।

শক ১৭৭৯
খৃঃ ১৮৫৭

সিপাহী বিদ্রোহ।

শক ১৭৭৯
খৃঃ ১৮৫৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী, শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, প্রভু জগবন্ধু ও ঠাকুর হরনাথ।

শক ১৭৭৯
খৃঃ ১৮৫৭

শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী। পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী ঠাকুর ১৭৭৯ শকে কলিকাতায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়রূপে জন্মগ্রহণ করেন; ১৯০২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন এবং তথায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। আমেরিকাবাসী প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী ইঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। নিউইয়র্কে স্থাপিত কৃষ্ণ সমাজ এই মহাপুরুষের কীর্ত্তি। ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম পাশ্চাত্য দেশে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ ইনিই স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি চারিজন আমেরিকাবাসী শিষ্য সঙ্গে কলিকাতায় আগমন করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করেন। কৃষ্ণগোপাল ডুগ্‌গল নামক পাঞ্জাববাসী ইঁহার জনৈক শিষ্য উর্দ্দু ভাষায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা "শ্রীশ্রীনিমাই চাঁদ" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন।

শ্রীরাধারমণ চরণ দাস ও তাঁহার শিষ্যশাখা। শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার বর্ত্তমানযুগে বাঙ্গলাদেশের এক প্রধান ঘটনা। এই মহাপুরুষের অলৌকিক প্রভাব বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশের সহস্র সহস্র নর-নারীর সংসার-তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে, সেই চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের প্রেম-হেমাচল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এবং

পতিতের বন্ধু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শান্তিময়ী বাণীর মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত করিয়াছে ও করিতেছে। "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন" সাধনার এই তিনটি অঙ্গের প্রত্যেকটিই বাবাজী মহাশয়ের জীবনে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। দীনতা, অদোষদর্শিতা, নিন্দা-পরিহার, নাম-গানে সমুৎকণ্ঠা এবং শ্রীভগবান, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদে অভিন্ন-বিশ্বাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণের আদর্শ এই মহাপুরুষ আপনাকে "শ্রীশ্রীনিতাই-দাসানুদাসের দাস" বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেন; আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অধীর হইয়া পাষাণের মেঝেতে শ্রীমুখ ঘর্ষণ করিয়া রক্তারক্তি করিতেন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, যখনই কেহ তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিতে বা তাঁহার প্রতি বিশেষত্ব আরোপ করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের জয়গান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যশাখায় দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েক-জনের নামগ্রহণ করা হইল।

শ্রীরামদাস বাবাজী। পূর্ব্বাশ্রমের বাস ফরিদপুর জেলায়। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানুরাগী হইয়া, শ্রীশ্রীজগবন্ধু প্রভুর সঙ্গলাভ করেন ও পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাবাজী মহাশয়কে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করেন। চিরকুমার, সরলতা ও দীনতার আদর্শ এই প্রেমিক পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দেশে দেশে "জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম॥" এই মহানাম ও প্রেম বিতরণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের "নামে রুচি" আজ্ঞা পালন করিতেছেন।

শ্রীসাধু নিত্যানন্দ দাস। পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুলিনবিহারী মল্লিক। নিবাস কলুটোলা। ইনি শ্রীগুরুদেবের আদেশমত ১৩১৮ সালে নবদ্বীপে "শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম" ও "মাতৃমন্দির" নামে দুইটি সেবামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার সেবাকার্য্যে স্তম্ভিত হইয়া জনসাধারণ

ইঁহাকে "সাধু" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। আত্মীয়ের, সমাজের এবং জগতের যাহারা পরিত্যক্ত, তাহাদের ইনি পরমবন্ধু ছিলেন। ইঁহার গুণে শ্মশানযাত্রী মৃত্যুর যন্ত্রণা ভুলিয়া শ্রীনাম লইতেন। ১৩২০ সালে নবদ্বীপে ধুলোট উৎসবের সময় কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। সাধু নিত্যানন্দ অনাহারে অনিদ্রায় পাঁচ দিবস ধরিয়া রোগীকে বুকে করিয়া সেবা করার পর, ২রা ফাল্গুন এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং সন্ধ্যার সময় শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে প্রফুল্লমুখে মহাপ্রস্থান করেন।

শ্রীললিতা দাসী। এই অবগুণ্ঠনবতী বৈষ্ণব-সেবিকার নাম গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে শুনিলে ইনি সরমে মরিয়া যাইবেন। ইঁহার প্রতি শ্রীবাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা "বৈষ্ণব-সেবন"। শ্রীবৈষ্ণব-সেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, যদি কাহারও শিখিবার লালসা থাকে, তবে তিনি যেন ইঁহার কার্য্যকলাপ দর্শন করেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সমাধি মন্দিরের রক্ষক।

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দাস। পূর্ব্ব নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। নবদ্বীপে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সহিত প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। এই শক্তিধর প্রেমিক পুরুষ কত যে চরিত্রহীন, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত এবং পাষণ্ড ও উচ্চশিক্ষাভিমানীকে ভক্তিপথের পথিক করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দীনতার আদর্শ "নবদ্বীপ দাদার" সহিত যাঁহার একটী কথা হইত তিনিই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়া অমাবস্যা তিথিতে ইনি শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীঅটল বিহারী দাস। পূর্ব্ব নাম শ্রীঅনাথবন্ধু দাস বি, এ; নিবাস ভবানীপুর কলিকাতা। পুরীধামে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া আর গৃহে প্রত্যাগত হয়েন নাই। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে

দেহত্যাগ করিবার সময়ে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৃত্যুর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "প্রেম-সহচরী" নামক একখানি ভক্তিগ্রন্থ ইঁহার রচিত।

শ্রীধরদাস বাবাজী। পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীপতিনাথ রায় ভট্ট, নিবাস মেদিনীপুর জেলান্তর্গত মাধবপুর। পুরীধামে কীর্ত্তনরত শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কৃপালিঙ্গনে ইঁহার বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির উদয় হয়। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে এক গভীর বনমধ্যে অনাহারে কয়েকদিন পড়িয়া থাকিলে, এক পরমাসুন্দরী ব্রজমায়ী ইঁহাকে একভাণ্ড দুগ্ধ পান করিতে দিয়া অদৃশ্য হয়েন। ১৩২১ সালের ২৭শে কার্ত্তিক মেদিনীপুর জেলায় শ্যামচক গ্রামে ইনি দেহরক্ষা করেন। তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী। পূর্ব্ব নাম শ্রীগৌরচরণ চক্রবর্ত্তী। বর্ত্তমানে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে ইনি প্রধান ও প্রাচীন। ইনি পুরীধামে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের রক্ষক।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী। ইনি পূর্ব্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন—অবতারবাদ মানিতেন না। শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সহিত বিচার-প্রসঙ্গে ইঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইলে, ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীর সহিত প্রচারকার্য্যে আমেরিকা গমনকালে পথিমধ্যে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

এতদ্ভিন্ন শীতলদাস বাবাজী, চৈতন্যদাস বাবাজী, সুন্দরানন্দ দাস বাবাজী, বসন্তকুমার দাস বাবাজী, কালাকুঞ্জ দাস বাবাজী, কুসুম মঞ্জরী দাসী, কিশোরী দাসী, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, পদ্মনাভ বাবাজী, গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী, বিহারীদাস বাবাজী, বিশ্বনাথ, গদাধর দাস বাবাজী, প্রেমানন্দ দাস বাবাজী, ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী প্রভৃতি অসংখ্য শিষ্য বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন। গৃহী শিষ্যদিগের মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটী নিবাসী আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় প্রগাঢ় অনুরাগ ও

অধ্যবসায়ের সহিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দেব লীলাসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যসকল সংগ্রহ ও প্রকাশ কবিয়া বৈষ্ণব জগতেব যথেষ্ট উপকার করিতেছেন।

গৌড়-রাজর্ষি মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কাসীমবাজারাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয়, দান-বীব, প্রচ্ছন্ন একনিষ্ঠ গৌর-ভক্ত ও আদর্শ বৈষ্ণব-সেবক মহারাজা স্যব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুব কে, সি, আই, ই, ১৭৮২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। এই পুরুষ-পুঙ্গবের কর্ম্মজীবনেব বা দান-শীলতাদি গুণবাশির সম্যক পবিচয় দিবার স্থান এই গ্রন্থকলেববে নহে, তবে এক কথায় বলিতে গেলে এরূপ বলিতে পাবা যায় যে, গত ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও ধর্ম্মসেবা প্রভৃতি বিষয়ক লোকহিতকর কার্য্য এ দেশে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়াছে যাহাতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ইঁহার মুক্তহস্ত নিহিত নাই। ইঁহার নাম ও অশ্রুত-পূর্ব্ব বৈষ্ণব-সেবার পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেরই নিকট সুবিদিত। বৈষ্ণবসমাজ ইঁহার ঋণ কোনকালেই পরিশোধ করিতে পারিবেন না। শ্রীনামধর্ম্মেব প্রচাব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়োচিত শিক্ষার উপায়-নিরূপন, বৈষ্ণবশাস্ত্রেব অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, উদ্ধার, প্রচাব ও বক্ষা, বৈষ্ণবতীর্থও পাটরক্ষা এবং রুগ্ন ও নিরাশ্রয় বৈষ্ণবগণের জন্য তীর্থস্থানে সেবাশ্রমাদি স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে ইনি অকাতরে অর্থ ও স্বার্থত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা এবং বিষয়-বৈরাগ্যেব আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশবাশীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহার আনুকুল্যেই বৈষ্ণব দর্শন ও কাব্য কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসন্ কর্ত্তৃক পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়া, "ভক্তি-তীর্থ" ও "রস-তীর্থ" উপাধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেব নানাস্থানের পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-সমাজ ইঁহাকে "গৌড়-রাজর্ষি", "ভারত-

শক ১৭৮২
খৃঃ ১৮৬০

ধর্ম্মভূষণ”, “ভক্তি-সাগর”, “ভক্তি-সিন্ধু” “ধর্ম্মরাজ”, “বিদ্যারঞ্জন” প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ইঁহার গুণের সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু অতুল বিষয়-বৈভব, কুবেরের ধনভাণ্ডার, যাঁহার নিকট তুচ্ছবোধে উপেক্ষিত হইয়াছে, উপাধি কি সেই নিরুপাধি বিরক্ত-বৈষ্ণবের গুণের প্রকৃত আদর? সমগ্র বৈষ্ণবজগতের এবং সিদ্ধ ও গোস্বামী সন্তানদিগের অন্তরের প্রগাঢ় আশির্ব্বাদ মহারাজের ও তাঁহার বংশধরদিগের শিরে চিরদিন বর্ষিত হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাস বাবাজীর বেষাশ্রয়। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগমনের পর, কৃষ্ণদাস দশ বৎসরকাল গৃহে থাকিয়া সাধন ভজন করেন এবং পত্নী-বিয়োগের পর, ১২৬৫ সালে গৃহত্যাগ করিয়া নানা তীর্থপর্য্যটনের পর, নীলাচলের পথে শ্রীহট্টবাসী শ্রীদীনহীনদাস বাবাজীর নিকট ভেক গ্রহণ করেন। বেষাশ্রয়ে ইঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী।

শক ১৭৮২
খৃঃ ১৮৬০

বৃন্দাবনে ব্রহ্মচারীর ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ। গোয়ালিয়রের মহারাজা জিয়াজি সিন্ধিয়া বৃন্দাবনে বংশীবটের নিকট এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, স্বীয় গুরুদেব শ্রীগিরিধারী দাস ব্রহ্মচারীকে দান করেন। শ্রীশ্রীনৃত্যগোপাল, হংস গোপাল ও রাধাগোপাল এখানকার শ্রীবিগ্রহ।

শক ১৭৮২
খৃঃ ১৮৬০

শ্রীহরনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রামে শ্রীপাগল হরনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। এই অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ নানাদেশের উচ্চশিক্ষিত ভক্তগণের হৃদয় অধিকার করিয়া, বহু নাস্তিককে আস্তিকে পরিণত করিয়াছেন। ইঁহার “ঠাকুর হরনাথের পত্রাবলী” বৈষ্ণবের এক পরম উপাদেয় সামগ্রী।

শক ১৭৮৭
২০শে আষাঢ়
খৃঃ ১৮৬৫

শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি। শ্রীহট্ট জেলায় কানাই বাজার-সন্নিকট মৈনাগ্রামে ১৭৮৭ শকে, বৈষ্ণবৈতিহাসিক শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি বৈষ্ণব-সাহিত্য সেবা করিতে আরম্ভ করেন

শক ১৭৮৭
খৃঃ ১৮৬৫

এবং "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" "সজ্জন-তোষণী" প্রভৃতি শ্রীপত্রিকায় বহুকাল যাবৎ নিয়মিতভাবে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত ও "গৌর-ভূষণ" এবং "ভক্তি-সাগর" বৈষ্ণবোপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েন। তৎপরে "শ্রীনিতাই-লীলা-লহরী" "ভক্ত-নির্য্যাণ," "শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী", "গোপালভট্ট" প্রভৃতি বহু অপূর্ব্ব বৈষ্ণবলীলা ও তত্ত্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়া বৈষ্ণবমাত্রের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামী পণ্ডিত-সমাজ হইতে ইনি "তত্ত্বনিধি" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ভারত সরকার ইঁহার মাসিক ২৫৲ টাকা জীবন-বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকট শ্রীপাট দোগাছিয়াবাসী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ পদকর্ত্তা দ্বিজবলরাম দাস-বংশে প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী ১৭৮৯ শকে ১৩ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী

শক ১৭৮৯
খৃঃ ১৮৬৭

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ ও বাস করিয়া বৈষ্ণবসঙ্গ করেন ও পরে শ্রীবৃন্দাবনাদি নানাতীর্থ পর্য্যটনের পর সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া ৪৩০ চৈতন্যাব্দে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ ও শ্রীবালগোপাল শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করেন। বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহাত্মাগণ শ্রীগ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচারের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা ও তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের ভজন ও প্রেম-সেবার আদর্শ ভক্ত এই ক্ষণজন্মা কর্ম্মবীরের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও তত্ত্ব-প্রচারে উদ্যম উৎসাহ ও অধ্যবসায় ধন্য। ইহার প্রেমোদ্গারিণী লেখনী-

প্রসূত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছেন; তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতের ন্যায় সুবৃহৎ এবং বিস্তারিত ভাবে লিখিত যুক্তি-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েন নাই।

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উজ্জ্বলরত্ন পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুবংশে ১৭৮৯ শকে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদেব গৌর-ধামগত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ও ভক্তিশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং রস ও ভক্তি-শাস্ত্রের সুপণ্ডিত, সুরসিক, সুবক্তা, বহু ভক্তিশাস্ত্র-প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেরই সুপরিচিত।

শক ১৭৮৯
খৃঃ ১৮৬৭

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর। রস ও ভক্তি-শাস্ত্রের সুপণ্ডিত আদর্শ গৌরভক্ত শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বংশে ১৭৮৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর হইতে বংশ-পরম্পরায় ইনি ত্রয়োদশ-সংখ্যক, যথা—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, কানাই, মদনরায়, ভগবানচন্দ্র, রতিকান্ত, প্রাণবল্লভ, জয়কৃষ্ণ, কন্দর্পানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নৃসিংহানন্দ, ললিতানন্দ, কেশবানন্দ, রাখালানন্দ। এই গৌর-গত-প্রাণ প্রেমিক ভক্তের মুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের পাঠাস্বাদন বৈষ্ণবের এক মহাসৌভাগ্য। ইনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত "শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা" নামক মহাপ্রভুর মন্ত্রবিষয়ক অপূর্ব্ব পটলগ্রন্থ সুবিস্তৃত বিচার-সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত করিয়া, অব্যাহতভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও কয়েকখানি ভক্তি-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া এবং প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য,

শক ১৭৮৯
খৃঃ ১৮৬৭

দর্শন, স্মৃতি ও রস-ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডগ্রামে চতুষ্পাঠী ও মধুমতী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবজগতের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

শ্রীসর্ব্বানন্দ ঠাকুর। গৌরধামগত সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয় এই বংশে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১৮ সালে অপ্রকট হয়েন। ভক্তিশাস্ত্রের সুপণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গগত-প্রাণ এই প্রেমিক ভক্তের দেহে অনেক সময় শ্রীল নবহরি ঠাকুরের আবেশ পরিলক্ষিত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ত্র ও উপাসনা-প্রচার ইঁহার জীবনের সারব্রত ছিল।

শ্রীগৌরগুনান্দ ঠাকুর। শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান গৌর ভক্তবৃন্দের অন্যতম শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীসরকার ঠাকুর-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্" ও তচ্ছিষ্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীমল্লোকানন্দাচার্য্য-প্রণীত—"শ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়", ও "শ্রীনরহরি রঘুনন্দন-শাখা নির্ণয়" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইনি বৈষ্ণবমাত্রের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন ও স্বরচিত "শ্রীচৈতন্য-সঙ্গীত" নামক সুমধুর গৌরপদাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গৌরাঙ্গ-প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্ত-রত্ন। বরিশাল জেলায় গৌরনদী থানায় অধীন হরিসেনা গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলে নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য কাব্য-তীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০৩ সাল হইতে দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের এক সরল টীকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া ইনি বৈষ্ণব মাত্রের শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন। ১৩১৭ সালে ইঁহার হাওড়ার আলয়ে পণ্ডিত দীনবন্ধু দেহত্যাগ করিলে তাঁহার প্রচারিত "ভক্তি" নামক শ্রীপত্রিকায় সম্পাদকতার ভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি-রত্ন মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়।

শক ১৭৯২
খৃঃ ১৮৭০

শ্রীপ্রভু জগবন্ধু ঠাকুরের আবির্ভাব। ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোবিন্দপুরবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ ন্যায়রত্ন ও শ্রীবামাদেবীর পুত্ররূপে প্রভু জগবন্ধু মুর্শিদাবাদ রাজধানীর সন্নিকট ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট শ্রীজগবন্ধু প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-অভিন্ন শ্রীহরি-পুরুষ বলিয়া পূজিত।

শক ১৭৯৩ বৈশাখ, সীতানবমী খৃঃ ১৮৭২

বৃন্দাবনে টিকারির ঠাকুরবাড়ী। গয়া জেলায় টিকারী রাজ্যের রাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী বৃন্দাবনে যমুনার তীরে এই ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধাগোপাল, লাড্ডুগোপাল ও রাধাকিষণ শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন।

শক ১৭৯৩ খৃঃ ১৮৭১

গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির পুনঃ প্রকাশ। রামচন্দ্র-পুরে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটার উপর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের চূড়া গঙ্গাগর্ভ হইতে পুনরায় বাহির হইয়া, পরবর্ত্তী বৎসর বর্ষাকালে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে মগ্ন হইয়া যায়।

শক ১৭৯৪ খৃঃ ১৮৭২ বৈশাখ।

বৃন্দাবনে সাজাহানপুরের মন্দির। সাহাজান-পুরের দেওয়ান ব্রজকিশোর পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোপাল ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শক ১৭৯৫ খৃঃ ১৮৭৩

শ্রীবিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী। পূর্ব্বকথিত ভক্তবর শ্রীকেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পুত্র শ্রীবিমলাপ্রসাদ দত্ত "সিদ্ধান্ত-সরস্বতী" মহাশয় ১৭৯৫ শকে পুরীধামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতে বৈষ্ণব-সংসর্গে ও যাবতীয় বৈষ্ণব-সদাচারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া, অল্প বয়সেই ইহার শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং কালে ইনি সর্ব্বজাতির মধ্যে মন্ত্রশিষ্য

শক ১৭৯৫ খৃঃ ১৮৭৩

করিয়া ভক্তিধৰ্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন। কলিকাতায় "গৌড়ীয় মঠ" ও শ্রীগৌড়-মণ্ডলের নানাস্থানে ইঁহাদের মঠ স্থাপিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়া, ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন ও হইতেছেন।

চান্দুড়ে শ্রীপাট। গঙ্গার ভাঙ্গনে বালীভাঙ্গা, সুখসাগর, বেড়িগ্রাম ধ্বংশপ্রাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহদিগের সহিত গোপাল শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ চান্দুড় গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। এই শ্রীপাটে একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও দুই যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক যুগল রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের সেবিত এবং অবশিষ্টগুলি শ্রীজাহ্নবামাতার গাদির। চাঁদুড় নদীয়া জেলায় ই, বি, আর চাকদহ ষ্টেশনের নিকট।

শক ১৭৯৫
খৃঃ ১৮৭৩

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী। বেষাশ্রয়ের পর ১৪ বৎসর পুরীধামে সাধনভজন করিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় ভ্রমরঘাট, লোটন কুঞ্জ ও শ্রীতোতারাম দাস বাবাজীর আশ্রমে ২৪ বৎসর বাস করিয়া সাধনভজন করেন।

শক ১৭৯৬
খৃঃ ১৮৭৪

শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজী। শ্রীহট্ট জেলায় ইন্দেশ্বর পরগণায় উত্তরভাগ নিবাসী বাৎস্য গোত্রোদ্ভব সিংহ-বংশে ১৭৯৭ শকে সুপরিচিত শ্রীল ব্রজমোহন দাস-বাবাজী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূৰ্ব্বাশ্রমের নাম রাধাকিশোর বা গজেন্দ্র। বেষাশ্রয়ের পর দীর্ঘকাল ব্রজধামে বাস করিয়া "শ্রীব্রজদর্পণ" নামে ব্রজমণ্ডলের এক অপূৰ্ব্ব নখদর্পণ উপাদেয় গ্রন্থরচনা করিয়া, ইনি বৈষ্ণবমাত্রকে গৃহে বসিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল-শয়ণমননের সুযোগ দিয়াছেন। পরে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত শ্রীনবদ্বীপ-

শক ১৭৯৭
খৃঃ ১৮৭৫

দর্পণ নামক শ্রীধাম নবদ্বীপের বহু বিচার-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া এবং অভ্রান্তভাবে শ্রীশ্রীগৌরগৃহ আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব-জগতের আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট। দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর হইতে সপ্তগ্রামের শ্রীপাটের অবস্থা ক্রমেই মলিন হইয়া পড়ে। এই সময় ভক্ত শ্রীনিতাই দাস বৈরাগী মহাশয় বহু কষ্টে শ্রীপাটের জন্য বার বিঘা জমী সংগ্রহ করেন এবং বেগমপুরবাসী ভক্ত শ্রীদীননাথ দে মহাশয় শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শক ১৭৯৮
খৃঃ ১৮৭৬

আনন্দ শিরোমণির দেহত্যাগ।

শক ১৮০২
ফাল্গুন

"সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীআনন্দ চন্দ্র শিরোমণি মহাশয় দেহত্যাগ করেন।

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী। বহু বৈষ্ণব লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থ-প্রণেতা এবং "বৈষ্ণব-সঙ্গিনী" বা "ভক্তি-প্রভা" শ্রীপত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় হুগলী জেলায় আরামবাগ থানার অধীন আলাটি-পশ্চিমপাড়া গ্রামে, শ্রীমদ্ রাখালানন্দ ঠাকুর নামক সিদ্ধ-পুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় রাঘব আচারিয়া নামক পশ্চিমোত্তর দেশবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী জনৈক বৈষ্ণব নীলাচল যাইবার পথে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া, দীক্ষা-মন্ত্রসহ গুরুদত্ত "রাখালানন্দ ঠাকুর" নাম গ্রহণ করেন। গুরুদেবের আদেশে একটি শিশুপুত্র সহ সস্ত্রীক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার পথে উপরিউক্ত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে, অনতিদূরবর্ত্তী গোবর্দ্ধন-

শক ১৮০২
খৃঃ ১৮৮০

চক নামক পল্লীতে কৃষ্ণদাস মোহন্তনামক জনৈক বৈষ্ণবের আশ্রয়ে শিশুটিকে রাখিয়া, পশ্চিমপাড়া ও গোবর্দ্ধনচক গ্রামের সঙ্গমস্থলে এক কুটীরে রাখালান্দ শেষ জীবন ভজন সাধনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই আশ্রম অদ্যাপি "বৈষ্ণব গোঁসাঞের বাগান" নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে এইস্থানে মহাসমারোহে তাঁহার তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক প্রভাবের অনেক জনশ্রুতি আছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় তাঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ, যথা রাখালানন্দ, রাধামোহন, গোকুলানন্দ, বনমালী গোপীবল্লভ, হরিবল্লভ, ব্রজমোহন, গোলোক, গোবিন্দ, গোপাল, মধুসূদন।

মহান্ত শ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব গোস্বামী।

শক ১৮০৫
খৃঃ ১৮৮৪

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেবের শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীপাদ নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী ১৮০৫ শকের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীরসিকানন্দদেব হইতে একাদশ মহান্ত যথা— ১। শ্রীরসিকানন্দ দেব, ২। শ্রীরাধানন্দ দেব, ৩। শ্রীনয়নানন্দ দেব, ৪। শ্রীপরমানন্দ দেব, ৫। শ্রীবৃন্দাবনানন্দ দেব, ৬। শ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেব, ৭। শ্রীগোকুলানন্দ দেব, ৮। শ্রীত্রিবিক্রমানন্দ দেব, ৯। শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেব, ১০। শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ দেব, ১১। শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব। এই দৃঢ়চেতা উদ্যমশীল ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ, ইঁহার সুযোগ্য দেওয়ান পরম ভাগবত শ্রীপদ্মলোচন দাস (ইনি দৈনিক লক্ষ-সংখ্যা নামগ্রহণ করেন) ও সভাপণ্ডিত শ্রীশ্রীধর চন্দ্র ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সহায়তায় শ্রীপাটের সুশৃঙ্খলা ও উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন এবং শ্রীপাটে রক্ষিত বহু প্রাচীন শ্রীগ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপমধ্যস্থ মায়াপুরে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত-লুপ্ত মঠের পুনরুদ্ধার ও তথায় শ্রীশ্রীনিতাইগৌর শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিয়া ইনি সবিশেষ গৌরবভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ঝাড়গ্রাম মহকুমাধীন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্তগণ প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ উৎকলের ভক্তি-রাজ্যের বৈষ্ণব-রাজচক্রবর্ত্তীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, নন্দগ্রামে শ্রীশ্রীনরসিংহ দেব, বর্ষাণে শ্রীশ্রীশ্যামরায়, পুরীধামে কুঞ্জমঠে শ্রীশ্রীরসিক রায়, রেমুনায় শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিয়ালীর সমাধিমঠ, ময়ূরভঞ্জে রামগোবিন্দপুরে শ্রীশ্রীবিনোদরায় ও কানপুরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি মঠ, জয়পুর রাজ্যে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, কচ্ছদেশে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম, তাম্রলিপ্তে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নারাজোলে শ্রীশ্রীমদন মোহন, পলাশপাইরে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠ ও দেবসেবাদি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, রামগড়, ধলভূম, নরসিংহগড়, কেঁওনঝোড়, কোপ্‌তিপদাগড়, গড়মঙ্গলপুর, মনোহরপুর, তুর্কাগড়, খণ্ডরইগড়, কুলটিকরী, খড়ুঁই, ময়নাগড়, সুজামুঠা ও প্রাচীনতাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অষ্টাদশ রাজবংশ ও শতাধিক জমীদারবংশ এবং শতসহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বংশ শিষ্যরূপে এই ভক্তি-রাজ্যের শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শ্যামানন্দী সম্প্রদায় সমধিক প্রবল।

সিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজীর তিরোভাব।

শক ১৮০৭ খৃঃ ১৮৮৫ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী

সিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহাশয় বিজয়াদশমীর পরবর্ত্তী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীপাট অম্বিকা-কালনায় অপ্রকট হয়েন। তথায় তাঁহার সমাধি-মন্দির এবং "নামব্রহ্ম" শ্রীবিগ্রহ সেবা বিদ্যমান আছেন।

শক ১৮০৭ খৃঃ ১৮৮৫

কড়ুই গ্রামে আকাইহাটের শ্রীবিগ্রহ। গোপাল শ্রীকালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আকাই হাটের অবস্থা ক্রমশঃ মলিন হইলে, কালা কৃষ্ণদাসের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও

শ্রীশ্রীগোপালজী কড়ুই গ্রামে মহান্ত বাটীতে স্থানান্তরিত হয়েন। কড়ুইগ্রামের মহান্তগণ আকাইহাট শ্রীপাটের সেবাইত শ্রীসীতানাথ গোসাইয়ের শিষ্য। কড়ুই বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া লাইনে কৈচর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল।

শক ১৮০৯
খৃঃ ১৮৮৮
১২ই মাঘ

শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামীর তিরোভাব। "রাই-উন্মাদিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

শক ১৮১১
খৃঃ ১৮৮৯

বৃন্দাবনে অষ্টসখীর কুঞ্জ। বীরভূম জেলার হেতমপুরের রাজা ও রাণী বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর মন্দিরের নিকট এই কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, রাধা রাসবিহারীজীউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেড়হস্ত পরিমিত আটটি অষ্টসখির বিগ্রহ শ্রীবিগ্রহদিগের উভয় পার্শ্বে বিরাজিত আছেন।

শক ১৮১১
খৃঃ ১৮৮৯

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণ-চরিত্র" রচনা।

শক ১৮১৩
খৃঃ ১৮৯১

কান্তিচন্দ্রের নবদ্বীপ-মহিমা। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপ-মহিমা" নামক নবদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রচার করেন। কান্তিচন্দ্র ১২৫৩ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া, কালে বালী উচ্চবঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা ও পরে হুগলীতে মোক্তারি করিয়া ১৩২১ সালে দেহত্যাগ করেন।

শক ১৮১৫
খৃঃ ১৮৯৩

নবদ্বীপে ও শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী। একাদিক্রমে চব্বিশবৎসর শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস ও সাধন-ভজন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের গুরুদেব শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার আদেশে শ্রীখণ্ডে সাতবৎসর কাল ভজন সাধন করিয়া, পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী

মহাশয়ের ভজন কুটীরের নিকট কিছুকাল ভজন সাধন করেন। কিছুকাল পরে গুরুর আদেশে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন।

মুড়গ্রামে শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের শ্রীমন্দির।

শক ১৮১৫
খৃঃ ১৮৯৩
বৈশাখ

মুড়গ্রামের শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতবংশীয় গোস্বামীদিগের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের প্রাচীন শ্রীমন্দির কিছুকাল পূর্ব্বে ভূমিসাৎ হইলে, শ্রীবিগ্রহ একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিতেন। গ্রন্থকারের পিতৃদেব শ্রীনন্দদুলাল মহান্ত ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান পাকা শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, দিবস-ত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসবের সহিত এই শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহদিগকে স্থাপিত করেন।

মিঞাপুরে মায়াপুর।

শক ১৮০৭
খৃঃ ১৮৮৫

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীধাম নবদ্বীপ-সন্নিকট মিঞাপুর বা মিঞাপাড়া নামক মুসলমান-পল্লীকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা মায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করেন। নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও ক্ষমতাশালী জমীদার এই সভার নেতা ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করিলেন, আবার যাহারা এই ভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারাও প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইলেন না। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপ-তত্ত্ব" নামক প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধারণে প্রচার করিলেন। শুনা যায়, পণ্ডিত শ্রীমদনগোপাল প্রভুর সভাপতিত্বে এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হয় এবং ইহাতে মিঞাপুর যে মায়াপুর নহে ইহাই সাব্যস্ত হয়। আরও শুনা যায় যে, অতঃপর এইস্থানে শ্রীমন্দিরাদির ভীত খননের সময় মুসলমানদিগের কবরের অস্থি অনেক বাহির হইয়াছিল।

মাথাপুরে মাধাইপুর। নবদ্বীপের প্রাচীন "মাথাপুর" বা "মাতাপুব" নামক স্থানকে "মাধাইপুর" বলিয়া ঘোষণা করিয়া এই স্থানে জগাই-মাধাই-উদ্ধার" সেবা প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা শ্রীজগাই-মাধাই উদ্ধারের স্থান নহে এইরূপ শুনা যায়।

শক ১৮১৭
খৃঃ ১৮৯৫

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর তিরোভাব।

শক ১৮১৬
ফাল্গুনী
শুক্লা প্রতিপদ
খৃঃ ১৮৯৫

১৮১৬ শকে ১৪ই ফাল্গুন, বেলা ৮-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেহত্যাগ। কাসীম বাজারেব প্রাতঃস্মরণীয়া মহাবাণী স্বর্ণময়ী দেহত্যাগ করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় ভাটীকুল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। একাদশবর্ষ বয়সে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত বিবাহিতা হইয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ইনি বিধবা হয়েন। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা পুলিনের পার্শ্বে, ইনি এক ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ কবিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

শক ১৮১৯
খৃঃ ১৮৯৭

শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামীর দশমূলরস।

শক ১৮২০
খৃঃ ১৮৯৮

শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়ার শ্রীবংশীবদন ঠাকুর-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় "দশমূল রস" (বৈষ্ণব জীবনী) নামক গভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৭২ শকে শ্রাবণ মাসে শুক্লানবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তরুণ বয়সেই ইনি ষড়দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন ও পরে শ্রীযজ্ঞেশ্বর গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ কবিয়া, শ্রীপাট অম্বিকা-কাননায় শ্রীসিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের সাধুসঙ্গে প্রেমভক্তি লাভ করেন। ১৮০৩ শকাব্দায় "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু" নামক

অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুরকে উৎসর্গীকৃত করেন। "মধুর মিলন" নামক লীলাগ্রন্থ ও শ্রীহরি-ভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থ ইহার রচিত।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তিরোভাব। নীলাচলে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অপ্রকট হয়েন। তাঁহার আদেশে নরেন্দ্র-সরোবরের উত্তর তীরে বিস্তীর্ণ মনোরম স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে এই সমাধি-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শক ১৮২১
খৃঃ ১৮৯৮
জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাদ্বাদশী

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সপ্তগ্রামের শ্রীপাটের শ্রীবৃদ্ধিসাধন-কল্পে হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীবলরাম মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে, সুবর্ণবণিক জাতীর এক বিরাট জাতীয় সভা আহুত হয় এবং এই সভা হইতে সপ্ত-গ্রামের শ্রীপাটের সেবাদির সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়।

শক ১৮২১
১লা মাঘ
খৃঃ ১৯০০

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধামাধব সেবা। বর্ত্তমান শ্রীবাসাঙ্গনের দক্ষিণে শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয় এই সেবা প্রকাশ করেন। বিশেষ অনুরাগের সহিত এই সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়।

শক ১৮২৫
খৃঃ ১৯০৩

শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের তিরোভাব। সন ১৩১২ সালের ১৩ই ফাল্গুন, শ্রীবাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে অপ্রকট হয়েন। তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সর্ব্বশেষ বাণী, "মনে রাখিও, জগতে তোমরা ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব, বৈষ্ণবত্বের অভিমান কখন রাখিবেনা, কখনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য করিবে না, হৃদয়

শক ১৮২৭
ফাল্গুনী
শুক্লাদ্বিতীয়া
খৃঃ ১৯০৬

সঙ্কুচিত করিবে না, কাহারও উপার অধিকার স্থাপন করিবে না। মুষ্টি-ভিক্ষার অধিকারী না হইয়া কোন মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

শ্রীকালীদাস নাথের দেহত্যাগ। "জগদানন্দ-পদাবলী" "জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল" প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রকাশক ও বৈষ্ণব-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীকালিদাস নাথ মহাশয় দেহত্যাগ করেন।

শক ১৮২৫
খৃঃ ১৯০৩

পদকর্ত্তা নবীনচন্দ্র দাসের দেহত্যাগ। সাঁওতাল-পরগণা জেলার গোড্ডা এলেকাবাসী বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা শ্রীনবীন চন্দ্র দাস মহাশয় দেহত্যাগ করেন।

শক ১৮২৭
খৃঃ ১৯০৫
৮ই পৌষ।

নবদ্বীপে শ্রীরাধারমণ-বাগ। শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীবাসাঙ্গন পাড়ায় শ্রীরাধারমন চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা রাধারমণ-বাগ প্রকাশিত হয়।

শক ১৮২৮
খৃঃ ১৯০৬

শ্রীবনোয়ারিলাল সিংহজী মহাশয়ের তিরোভাব। সন ১৩১৩সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাদোল তৃতীয়াব দিবস, শ্রীহরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে,"সিংহজী মহাশয়" তাঁহার আলয়ে অপ্রকট হয়েন। পাঁচতোপীতে "সিংহজী মহাশয়ের" আলয় অদ্যাপিও বৈষ্ণবের তীর্থস্বরূপ। শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র প্রেমিক ভক্ত শ্রীত্রিভঙ্গদাস বাবাজী মহাশয় এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া,"সিংহজী মহাশয়েব" পুত্র শ্রীবিজয়কিশোর সিংহ মহাশয়ের সহায়তার পূর্ব্বস্রোত প্রবাহিত রাখিরাছেন।

শক ১৮২৮
ফাল্গুনী
কৃষ্ণাতৃতীয়া
খৃঃ ১৯০৭

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে নামব্রহ্ম মন্দির। গোপাল শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রামে হুগলী জেলান্তর্গত চন্দননগরবাসী শ্রীনিত্য-কিঙ্কর শীল মহাশয় শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে চারিযুগের শ্রীনাম-মহামন্ত্র প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

শক ১৮২৮
খৃঃ ১৯০৬

নবদ্বীপে সোণার গৌরাঙ্গ। নবদ্বীপে শ্রীবাসাঙ্গন পাড়ায় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এই সেবা প্রকাশ করেন।

শক ১৮৩৩
খৃঃ ১৯১১

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিরোভাব।

শক ১৮৩৩
২৬শে পৌষ
খৃঃ ১৯১১

সন ১৩১৭ সালের ২৬শে পৌষ বেলা দেড়টার সময়, প্রেমিক ভক্ত শ্রীল শিশিরকুমার তাঁহার বাগবাজারের ভবনে সজ্ঞানে, প্রশান্তচিত্তে, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর নামোচ্চারণ ও হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের দ্বিতীয় প্রতিভূ বিগ্রহ। আদি শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ আরঙ্গজেবের সময় জয়পুরে স্থানান্তরিত হইলে, পরবর্ত্তিকালে প্রতিভূ বিগ্রহ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েন। এই বিগ্রহ ১৯১১ সালে চৈত্র মাসে অঙ্গহীন হইলে, দ্বিতীয়বার বর্ত্তমান প্রতিভূ-বিগ্রহ স্থাপিত হয়েন।

শক ১৮৩৩
খৃঃ ১৯১১

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা। কলিকাতাবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহাজনদিগের উদ্যোগে এবং গৌড়-রাজর্ষি মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পোষকতায় কলিকাতা মহানগরীতে বর্ত্তমান "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী" সংস্থাপিত হইয়া, ১৪ই বৈশাখ কাসিমবাজারাধিপতির কলিকাতার রাজ-ভবনে সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। হাওড়ার উকীল শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্মিলনীর সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক; পরে শ্রীযুক্ত বলাইলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র,

শক ১৮৩৩
খৃঃ ১৯১১
বৈশাখ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, শ্রীভবতারণ সরকার, প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনদিগের উপর সম্মিলনীর কার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়।

শক ১৮৩৬
খৃঃ ১৯১৪ জুন

শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীর তিরোভাব।

শক ১৮৩৬
খৃঃ ১৯১৪

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড ও পঞ্চতত্ত্ব। নবদ্বীপের মহাপ্রভুপাড়ায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহাশয় এই সেবা প্রকাশ করেন।

শক ১৮৩৭
উত্থান একাদশী
খৃঃ ১৯১৫

শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব। শ্রীপাদ গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় ১৮৩৭ শকাব্দায় উত্থান একাদশীর দিবস, শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধারাণীর ধর্ম্মশালা প্রাঙ্গনে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শক ১৮৩৭
খৃঃ ১৯১৪

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন। নবদ্বীপে শ্রীবাসাঙ্গন পাড়ায় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গোস্বামী এই সেবা প্রকাশিত করেন।

শক ১৮৩৭
খৃঃ ১৯১৬
মাঘী কৃষ্ণা
পঞ্চমী

শ্রীনন্দদুলাল মহান্তঠাকুরের তিরোভাব। গ্রন্থকারের পিতৃদেব শ্রীনন্দদুলাল মহান্তঠাকুর পাঁচতোপী গ্রামে, বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীবনোয়ারিলাল সিংহজি মহাশয়ের আলয়ে, অতি আশ্চর্য্যরূপে অপ্রকট হয়েন। তাঁহার অপ্রকটের ১০।১৫ দিবস পূর্ব্ব হইতে, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রিয় সহচরগণ, কে কোথা হইতে আসিয়া শ্রীসিংহজি মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কোন রোগ-ব্যাধি নাই—সম্পূর্ণ সুস্থ, নীরোগ ও স্বাভাবিক দেহ ; প্রাতে স্নানাহ্নিক ও কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহদিগের স্বহস্তে সেবার্চ্চনা ও ভোগরাগাদি সমাধা করিয়া ও নিজ ভ্রাতা-ভগিনিদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া, অপরাহ্নে তাঁহার প্রিয়-নিকেতন

শ্রীল বনোয়ারিলাল সিংহজি মহাশয়ের আলয়ে গমন করিলেন। যাইবার পথে তাঁহার প্রিয়জনদিগের সহিত শেষ দেখা করিয়া গেলেন। সিংহজি মহাশয়ের আলয়ে, শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র শ্রীত্রিভঙ্গদাস বাবাজী মহাশয়-প্রমুখ প্রিয় সহচরদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে, অকস্মাৎ অচেতন হইলেন এবং এক মিনিট মধ্যে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। অসংখ্য ভক্ত মিলিয়া উদ্দণ্ড সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাসমারোহে তাঁহার দেহ সৎকারের জন্য ভাগীরথীতীরে লইয়া চলিলেন। এরূপ অসাধারণ জনসমাগম এইগ্রামে ইতিপূর্ব্বে আর দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সিদ্ধ-বকুল-কুঞ্জ।

শক ১৮৩৭
খৃঃ ১৯১৫

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে, উরিদপুরের শ্রীমতী স্বরবর্ণী দাসী "সিদ্ধবকুল কুঞ্জ" বাঁধাইয়া দিয়া তদুপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর এই শ্রীপাটে আগমন করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে এই বকুলতলে উপবেশন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে মাধোসিংহের ঠাকুরবাড়ী।

শক ১৮৩৮
খৃঃ ১৯১৬

জয়পুররাজ মাধোসিংহ বৃন্দাবনে এক সুবিশাল দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর তিরোভাব।

শক ১৮৪০
পৌষশুক্লাদ্বিতীয়া
খৃঃ ১৯১৯

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে, কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরুদেব শ্রীসিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোধান সংবাদ অবগত হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল গুরুদেবের সমাধি মন্দিরের সেবা ও ভজন সাধন করিয়া, ১০২ বৎসর বয়সে লীলা সম্বরণ করেন।

টাকীর শ্রীনন্দদুলালের মন্দির প্রতিষ্ঠা। চব্বিশ-পরগণা জেলায় টাকী-সন্নিকট কিশোর নগরে ভাইয়া দেবকী-নন্দনের শ্রীশ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহের প্রাচীন শ্রীমন্দির ভূমিসাৎ হইলে, বর্ত্তমান নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহদিগকে এই মন্দিরে স্থাপিত করা হয়।

শক ১৮৪১
২৮শে বৈশাখ।
খৃঃ ১৯১৯

কিশোর নগরে ভক্ত ললিতমোহন।

শক ১৮৪১
২৯শে আশ্বিন।
খৃঃ ১৯১৯

টাকী-সন্নিকট কিশোর নগরের প্রাচীন ভক্ত এবং আদর্শ গৃহী বৈষ্ণব শ্রীললিতমোহন দত্ত মহাশয় ৮৯ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে অপ্রকট হয়েন।

শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের দেহত্যাগ।

শক ১৮৪১
চৈত্র।
খৃঃ ১৯২০

ভক্তিশাস্ত্রের পণ্ডিত শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বহরমপুরে পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সহযোগিরূপে এবং কাসীমবাজারের মহারাজা স্যর শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আশ্রয়ে থাকিয়া, বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রেমামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ। "প্রেমামৃত-সিন্ধু" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ "ভক্তি-প্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়েন। এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস-নামক জনৈক প্রাচীন ভক্ত কর্ত্তৃক, ১৭১২ শকে লিখিত। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শাখা "অভিন্ন-অচ্যুত" শ্রীশ্যাম দাস আচার্য্য ঠাকুরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার বংশধরেরা বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীপাট মাতসর, বিজুর, বৈঁভটা, নবগ্রাম, পালসিট প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইনি ব্রজলীলায় মণিকুণ্ডলা সখী এবং চৌষট্টি মহান্তের পর্য্যায়ভুক্ত।

শক ১৮৪৩
খৃঃ ১৯২৮

সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা।

—*—

অ

আ

ই

ঈ

এ

ক

ভ

ম

য

র

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী সম্বন্ধে অভিমত

বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক, "দ্বাদশ গোপাল", "বৈষ্ণব-চরিত অভিধান", "শ্রীগৌরাঙ্গের ভারত-ভ্রমণ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, শ্রীপাট পানিহাটি নিবাসী আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণব শ্রীল; **অমূল্যধন রায় ভট্ট** সাহিত্যরত্ন, বিদ্যানিধি মহোদয় কৃপা করিয়া, "বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী" সম্বন্ধে নিম্নলিখিতমত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"আমরা প্রভুপাদ শ্রীমুরারিলাল অধিকারী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কলিত "বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী" নামক নবপ্রকাশিত একখানি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-ইতিহাস-রত্ন প্রাপ্ত হইইাছি। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া এরূপ হর্ষাধিক্য হইরাছে যে, তজ্জন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকাব মহাশয়কে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহার সংগ্রহ, সঙ্কলন, বিশেষতঃ কাল-নিরূপন ব্যপারটি যে কি সুন্দর প্রণালীতে ও বিশুদ্ধভারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার যিনিই ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। গ্রন্থখানি বর্ত্তমান যুগের অভাব অনুসারেই লিখিত।

"এতদিন পরে গৌড়ীয় ভক্তগণের, বিশেষতঃ সাহিত্যিকগণের একটি বিশেষ অভাব পূরণ হইল। প্রাচীন ভক্তগণের আবির্ভাব, তিরোভাব ও বৈষ্ণবের স্মরণীয় প্রসিদ্ধ ঘটনা গুলির কালনির্ণয় জন্য আর তাঁহাদের হতাশ হইতে হইবে না। একমাত্র এই "দিগ্দর্শনীই" সে পথ দেখাইয়া দিবে।